আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ২২ || সোমবার || ফাল্গুন ১৫ || ১৪২৮ || রজব ২৭ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 22 || 28 February || 2022 || USA. FREE in NY, Other State

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ইউক্রেন সংকটে আলোচনার উদ্যোগ কতটুকু ফলপ্রসূ হবে



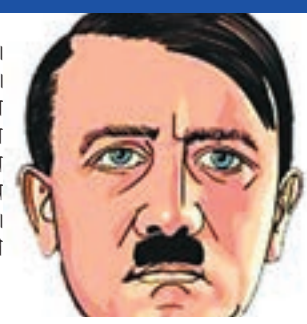
গাজীউল হাসান খানঃ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনাধীন রাশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইউক্রেন আক্রমণ এবং বর্তমান (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ইউক্রেন নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি!



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক ।- ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর পশ্চিমা দেশগুলো মস্কোর ব্যাপারে অবন্ধুত্বসুলভ পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে অভিযোগ করে সে দেশের পারমাণবিক অস্ত্রের দায়িত্বে থাকা বাহিনীকে প্রস্তুত (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

হিটলার থেকে পুটিন





সাজেদুল হক: পেটানো শরীর। ভালোবাসেন কারাতে, কার রেসিং। চতুর গোয়েন্দা। সাবেক কেজিবি এজেন্ট। দুই দশকের বেশি সময় ধরে রাশিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ। বাকি জীবনও তা থাকবেন সেটা অনেকটাই নিশ্চিত। ভ্লাদিমির পুতিন সম্ভবত এখন পৃথিবীর সবচেয়ে আলোচিত- (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

সরকার একটা ভালো কাজ করল - ডা. জাফরুল্লাহ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নিজের দেওয়া তালিকা থেকে নতুন সিইসি (কাজী হাবিবুল আউয়াল) (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

ওমিক্রন দিয়েই শেষ হচ্ছে করোনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহামারি শেষ হওয়ার পরেও কোভিডের সঙ্গেই আমাদের বসবাস করতে হবে।ক্কোভিড মহামারি কবে শেষ হবে?চ অথবা "আমি আবার কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবো?চ- গত দুবছরে এমন প্রশ্ন করেননি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আশার কথা, বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব প্রশ্নের উত্তর হবে - "হয়তো খুব (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ম্যারাডোনা ও মেসি নিয়ে ম্যারোডোনার ছেলে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ম্যারাডোনাকে কিংবদন্তি বললেও লিওনেল মেসির নামে আগে তা (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদন

বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আংশিক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা আগের দুই বছরের মতো 'আংশিক স্বাধীন' রয়েছে। (বাকি অংশ ১৮ পাতায়

বিশ্বে করোনা আক্রান্ত ছাড়াল ৪৩ কোটি ৪৬ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩ কোটি ৪৬ লাখ ছাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)



যমজ দুই বোনের সঙ্গে যমজ দুই ভাইয়ের বিয়ে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : পাবনার ঈশ্বরদীতে যমজ দুই বোনের সঙ্গে যমজ দুই ভাইয়ের ব্যতিক্রম বিয়ের (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

স্বদেশির জন্য ইউক্রেন ছাড়ছেন না এক বাংলাদেশি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মৌলভীবাজারের তরুণ মোহাম্মদ রোমান বছর পাঁচেক আগে ইউক্রেন যান পড়াশোনা করতে। থাকেন নিপের নদীতীরের ছোট্ট শহর নিকপোলে। বয়স (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



নবনির্বাচিত সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : দেশের ১৩তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সরকারের (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com



ইউক্রেন ছেড়ে পোল্যান্ড-রোমানিয়ায় ২০০ বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ইউক্রেন ছেড়ে প্রায় ২০০ বাংলাদেশি পোল্যান্ড ও রোমানিয়ায় পৌঁছেছেন। আরো অনেকে ইউক্রেন ছাড়ার অপেক্ষায়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহিরয়ার (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

QA TEK SOLUTIONS
MOST POPULAR IT COURSES:
❑ Software Testing with Selenium
❑ & Accessibility Testing
Data Analysis with Power BI
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company
NY (347) 259-1930, (347) 658-9284 VA (571) 457-0371
89-16 175th St., CF-4, Jamaica, NY 11432
6 Pidgeon Hill Drive, Suite 220, Sterling, VA 20165
admin@qateksolutions.com www.qateksolutions.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

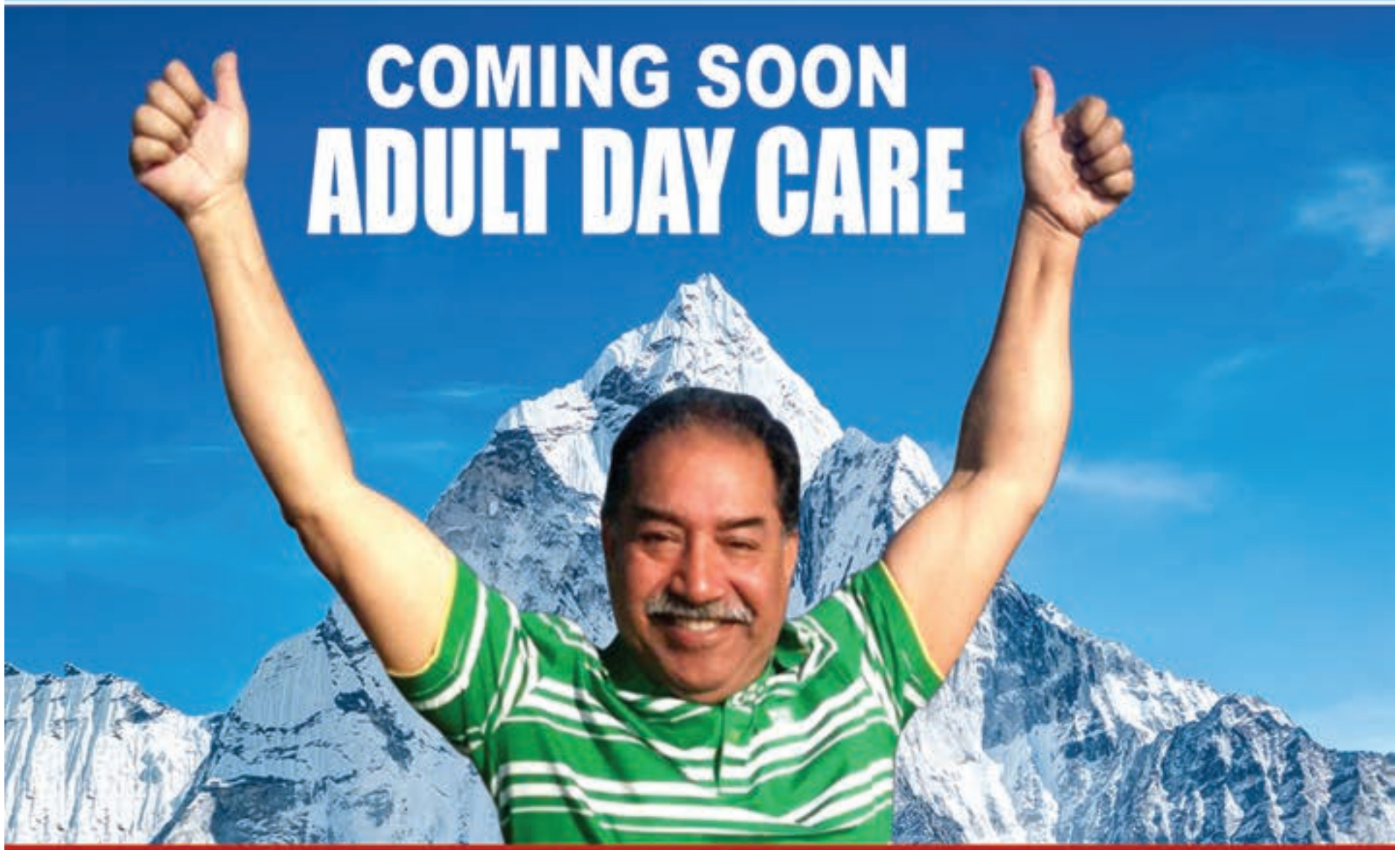
হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....



72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372
TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603

হোম কেয়ার

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে

ALEGRA HOME CARE INC.

BANGLA CDPAP SERVICES

CARE WITH LOVE IS HUMANITY....

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal

HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE



Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966

Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)

544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218
TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 21 // 2022

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনে রাস্তায় রাস্তায় তুমুল লড়াই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে দেশটির সেনাবাহিনী। শনিবার সকাল থেকে রাজধানী কিয়েভসহ বিভিন্ন শহরে রাস্তায় রাস্তায় তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ইউক্রেন সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন হাজার হাজার বেসামরিক লোক। ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৯৮ জন নিহত এবং দেড় হাজারের বেশি আহত হয়েছেন। রাশিয়া দাবি করেছে, তারা মেলিটপোল শহর দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেন সেনাদের দাবি, রাশিয়ার সাড়ে ৩ হাজার সেনাকে হত্যা এবং ২০০ জনকে বন্দি করেছে তারা। পেন্টাগন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকরা বলছেন, আগ্রাসী (বাকি অংশ ১৮ পাতায়)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের সাথে সাধারণ পরিষদ সভাপতির বৈঠক

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ, তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ও ফলপ্রসু নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (পিজিএ) আব্দুল্লাহ শাহিদ। গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এর সাথে অনুষ্ঠিত এক দ্বিপাক্ষিক সভায় আলোচনাকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতৃত্বে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এ প্রশংসা করেন তিনি। পিজিএ সভাপতি বলেন, এ মূহুর্তে বাংলাদেশ ইউএন উইমেন নির্বাহি বোর্ডের সভাপতি, পিসবিল্ডিং কমিশনের চেয়ার, এবং আইএমআরএফ-এর কো-ফ্যাসিলেটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে যা এর সামর্থ্য ও নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।



সভার শুরুতে 'এসডিজি বাস্তবায়ন রিভিউ' বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের ইভেন্ট আয়োজন এবং সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন এর আওতাধীন উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থ, পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা- এ দুটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভাপতির নিকট পেশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন। এসডিজির বাস্তবায়ন, বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তহবিল ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অধিকাংশ তহবিল কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। প্রস্তাবিত উচ্চ পর্যায়ের ইভেন্টটির আয়োজন করা হলে তা এসডিজি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং তহবিল ঘাটতি মোকাবিলায় ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন (এসএসসি) এর আওতায় মন্ত্রী পর্যায়ের উক্ত ফোরাম এসএসসি'র বিষয়ভিত্তিক আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিতে একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে মর্মে মন্তব্য করেন তিনি। সাধারণ পরিষদের সভাপতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব দুটিকে স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কোভিড-এর মধ্যেও বাংলাদেশের জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া তিনি কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং কোভিড-এর টিকাকে 'সার্বজনীন বৈশ্বিক সম্পদ' হিসাবে ঘোষণার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বৃতির কথাও উল্লেখ করেন। সাধারণ পরিষদের সভাপতি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, কোভিড মোকাবিলাসহ বাংলাদেশের অসামান্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রোহিঙ্গা সঙ্কট বিষয়ক আলোচনাকালে রোহিঙ্গা শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এখন পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা নিজ ভূমি মিয়ানমারে ফেরত যায়নি মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাধারণ পরিষদের সভাপতি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে সরকারি সফরে নিউইয়র্ক অবস্থান করছেন। তাঁর জাতিসংঘে 'গ্যালভানাইজিং মোমেন্টাম ফর ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনেশন' বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশ গ্রহণ এবং মহীসোপান সীমা বিষয়ক কমিশনে (সিএলসিএস) বাংলাদেশের এসংক্রান্ত সংশোধিত তথ্যাদি উপস্থাপন করার কথা রয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

২১ ফেব্রুয়ারীকে ক্যালেন্ডার ডে করার উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের স্কুলে ২১ ফেব্রুয়ারীকে অফিসিয়াল ক্যালেন্ডার ডে ঘোষণা করা, বাঙালী অধ্যুষিত শহরের স্কুলগুলোতে বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বঙ্গবন্ধু'র খুনি রাশেদ চৌধুরী ও যুদ্ধাপরাধী আশরাফুজ্জামান খানকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো, ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। ২১ ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের এক অনলাইন আলোচনা সভায় এইসব বিষয় নিয়ে আলাপ করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবী এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ।



সভার শুরুতেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সকল ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিক, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদ, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্কুলে ২১ ফেব্রুয়ারীকে স্কুলের কেলেন্ডার ডে ঘোষণা এবং বাঙালী অধ্যুষিত শহরের স্কুলগুলোতে বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার ব্যাপারে অতিসত্বর স্কুল ডিষ্ট্রিক্টের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রস্তাবনা পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনি রাশেদ চৌধুরী এবং যুদ্ধাপরাধী আশরাফুজ্জামান খানকে দেশে ফেরৎ পাঠানোর ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রণেতাদের সাথে যোগাযোগ ও আলোচনার আশা ব্যক্ত করেন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে গঠিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করার জন্য বাংলাদেশের সরকারের উদ্যোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের কথাও আলোচনা করেন নেতৃবৃন্দ।

অনলাইন সভায় আরও সংযুক্ত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা যথাক্রমে মোরশেদ আলম (নিউইয়র্ক), অধ্যাপিকা হুসনে আরা (নিউইয়র্ক) ও অধ্যাপক সাহদাত হাসান (নিউইয়র্ক), সহ সভাপতি যথাক্রমে রাফায়েত চৌধুরী (নিউইয়র্ক), ফাহিম রেজা নূর (নিউইয়র্ক), সফেদা বসু বিন্দু (বোস্টন), ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ (মিশিগান), নজরুল আলম (ক্যালিফোর্নিয়া) ও মঞ্জুরুল রুমি কবির (আটলান্টা), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া (নিউইয়র্ক), বিশেষ প্রকল্প সম্পাদক শাখাওয়াত আলী (নিউইয়র্ক), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ মতিউর রহমান সিমু (মিশিগান), মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাসরিন আহমেদ মুন্না (ওয়াশিংটন), সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন টিপু (মিশিগান), সদস্য যথাক্রমে মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনির হোসেন (নিউইয়র্ক), শুভ রায় (নিউইয়র্ক), এম হোসেইন রানা (ক্যালিফোর্নিয়া), মিজানুল কবির (ক্যালিফোর্নিয়া) প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Hillside Medical & Pain Management

164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432

Ph: (718-297-6090

PHYSICAL THERAPY

আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি

ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F



বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা
শক্তি প্রয়োগ নয়, আলোচনায় বসুন

নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে প্রতিবেশী ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার সামরিক অভিযানে বিশ্বের সব শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং একটি স্বাধীন দেশে এ ধরনের সামরিক অভিযান ও হামলার কঠোর নিন্দা জানাই। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নিরাপত্তা বা অন্য যেকোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিতে পারে। কিন্তু তার সমাধানের পথ যুদ্ধ নয়। আলোচনায় বসেই সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ওয়ারশ জোট ভেঙে দেওয়া হলেও ন্যাটো জোট সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক মিত্রদেশও ন্যাটোর সদস্য হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে রাশিয়া একে তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করতে পারে। প্রতিবেশী ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রসহ ন্যাটোর সদস্যদেশগুলোর রয়েছে সুসম্পর্ক। তাই বলে কোনো রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসী অভিযান বা হামলা করবে, তা বরদাশত করা যায় না। আজ রাশিয়া নিরাপত্তার দোহাই তুলে ইউক্রেনের ওপর হামলা করেছে, ভবিষ্যতে অন্য কোনো বৃহৎ শক্তি যদি একই যুক্তিতে রাশিয়ার কোনো মিত্রদেশের ওপর সামরিক অভিযান চালায়, তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

উদ্বেগের বিষয় হলো, ইউক্রেনে রাশিয়ার সেনা অভিযান কেবল সামরিক স্থাপনা ও ঘাঁটিতে সীমিত থাকেনি। বোমাবর্ষণে অনেক বেসামরিক মানুষও মারা যাচ্ছেন। অনেক স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলারও খবর আসছে। ন্যাটোভুক্ত কোনো কোনো দেশ পোল্যান্ডসহ ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী দেশে সেনা পাঠিয়েছে। এ সংঘাত প্রলম্বিত হলে কিংবা আরও দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। ইতিমধ্যে রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে শনিবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধের যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, তা অনুমোদন পায়নি রাশিয়ার ভেটোর কারণে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার এ সামরিক অভিযানের বিরূপ প্রভাব পড়েছে বিশ্বব্যাপী। সরবরাহও বিঘ্নিত হওয়ায় পণ্যের দাম বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অবরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল, গমসহ নানা ভোগ্যপণ্য এবং সেবার দাম আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এমনিতেই করোনা মহামারির কারণে বিশ্ববাজারে একটা অস্থিরতা চলছে। এতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ আরও চাপে পড়বে। অবস্থাটা এমন দাঁড়াবে যে 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা বন্ধে অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলাদেশও বরাবর শান্তির পক্ষে। তাদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলে বলতে চাই, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ হোক। সেখানকার মানুষ ও সম্পদ রক্ষা করা হোক। সেই সঙ্গে রাশিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে কোনো হুমকি থাকলে অপনোদনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ সব দেশেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে।

আমরা যখন রাশিয়ার প্রতি যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি, তখন যুক্তরাষ্ট্রসহ যেসব রাষ্ট্র প্রতিবেশী বা দূরবর্তী দেশে অন্যায্য ও অন্যায়ভাবে অভিযান চালিয়েছে, সেই ঘটনাগুলোও স্মরণে রাখতে চাই। এর পরিণতি যে ভালো হয়নি এবং বিশ্বশান্তি যে এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা রাশিয়ার বিবেচনায় নেওয়া উচিত। বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে হলে সবাইকে অপর দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। ইউক্রেনে যেসব বাংলাদেশি আছেন, তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে সরকার কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে, তারা যেন বাংলাদেশসহ সব দেশের বিপদাপন্ন মানুষকে উদ্ধারে ত্বরিত পদক্ষেপ নেয়।

যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু। আর যুদ্ধ মানেই সর্বনাশ। যে জিতুক আর যে হারুক; যুদ্ধ মানে দেশ, জাতি আর মানুষের হাহাকার। তবু মানুষ যুদ্ধ দেখে, দেখতে বাধ্য হয়। আজ দুনিয়া দেখছে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আক্রমণ। অতর্কিত বা অকস্মাৎ কি না; বলেকয়ে এই আক্রমণ করেছে রাশিয়া। সেই রাশিয়া যাদের আফগানিস্তান ছাড়া আর কোথাও যুদ্ধ ছেড়ে চলে আসার ইতিহাস নেই, বরং আছে জয়ের কাহিনি। একসময়, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া না জিতলে মিত্র শক্তির জয় ছিল অসম্ভব, যার মানে, জিতত হিটলার। বদলে যেত দুনিয়ার রাজনীতি বা দুনিয়াই। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের বিরাট দেশটি ভাঙার পর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই টুকরোর একটি ইউক্রেন। লাগোয়া প্রতিবেশী আর অতীতের যুক্ত ইতিহাস রাশিয়া আর ইউক্রেনকে যেমন একে অপরের পরিচিত করে রেখেছে, তেমনি আছে বৈরিতা। অনেকটা ভারত-পাকিস্তানের মতো। কিন্তু ইউক্রেনের সাধ্য নাই রাশিয়ার বিরোধিতা করে টিকতে পারে। হয়তো সে কারণেই পুতিনের ভয় আর রাশিয়ার বিশালতার কথা ভেবে ইউক্রেন ভরসা চেয়েছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাছে।

ইউক্রেনকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যপদ না নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন পুতিন। কিন্তু তখন ইউক্রেনের চোখে স্বপ্ন তার পাশে বিলেত-আমেরিকা। আমেরিকার কথাই যখন উঠল, বলতে হয়, ইতিহাসে তাদের যুদ্ধজয়ের কোনো কাহিনি নেই। আছে পরাজয় বা ফেলে চলে আসার করুণ ইতিহাস। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমেরিকা নাকি যুদ্ধ জেতার চাইতে যুদ্ধের মেয়াদ দীর্ঘ করতে আগ্রহী। এতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো জমে। ইউক্রেনের নিশ্চয়ই এসব কাহিনি অজানা ছিল না। তবু তারা তাদের অস্তিত্ব বা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে গিয়েছে। এন্তার অস্ত্রশস্ত্র জমা হয়েছে তাদের ভান্ডারে। অথচ একটা সহজ সমীকরণ হলো–রাশিয়া, চীন বা উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে মুখে যাই বলুক, কাজে কোনো অ্যাকশনে যাবে না ইউরোপ-আমেরিকা। এমনকি দুনিয়া কাঁপানো রক্তের হোলিখেলায় বিশ্বাসী সন্ত্রাসী বা টেররিস্টরাও এটা বোঝে। তাই তারা দুনিয়ার সব দেশে ঢুকলেও ঐ সব দেশের ছায়া মাড়ায় না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এখন যখন রাস্তায় নেমে যুদ্ধ করার কথা বলছেন, তখন এই প্রশ্নগুলো মাথাচাড়া দেয় বৈকি।

যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ আর মারাত্মক হতে পারে, তা আমাদের চাইতে ভালো কে জানে? দুনিয়ার সব মিডিয়া আর সংবাদকর্মীদের কথা বাদ, এক ভুক্তভোগী বাঙালির কথা শুনুন। তিনি লিখেছেন : বুধবার রাত ৩টা। হঠাৎ প্রবল শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। প্রথমে ভেবেছিলাম, ভূমিকম্প বোধহয়! এক বন্ধুর ফোনে ঘুমের রেশ কাটতেই সম্বিত ফিরল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, আশপাশে কোথাও ক্ষেপণাস্ত্র হানা হয়েছে। সেই জায়গা আমাদের এলাকা থেকে অনেকটা দূরে, এই ভেবে কিছুটা স্বস্তিতে ছিলাম। কিন্তু সেই স্বস্তিটুকুও উধাও হয়ে গেল শুক্রবার সকালে। আমাদের শহর খারকিভের কেন্দ্রস্থল নকোভায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হলো এবার। ধ্বংস হয়েছে অনেক কিছুই। আর না ফোটা ক্ষেপণাস্ত্র রাস্তায়ই গেঁথে রয়েছে। আমরা যে বাড়িতে থাকি, সেখানে আন্ডারগ্রাউন্ড বাঙ্কার রয়েছে। বুধবার রাতেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছি। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে। বাঙ্কারে হিটার নেই। গরম পোশাক পরেও ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি। সঙ্গে সম্বল বলতে দিন ছয়েকের খাবার। এই কদিন রাত হলেই খাবার, পানীয় জল কিনতে দোকানে লম্বা লাইন পড়ছিল। শুক্রবার হামলার পরে দোকানপাটও বন্ধ। যাদের বাড়িতে বাঙ্কার নেই, তারা প্রাণ বাঁচাতে মেট্রো স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ও জাতিসংঘের ভূমিকা

অজয় দাশগুপ্ত

এই অবস্থা এখন বাস্তবতা। সে দেশের নানা শহরে বসবাসরত চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত বাংলাদেশিরা আছেন ঘোর বিপাকে। তাদের বয়ানে পাচ্ছি জীবন বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে সেই দেশ ছাড়ার খবর। কোথায় যাবেন, কীভাবে যাবেন, কীভাবে থাকবেন সবটাই অনিশ্চিত। আর এটাই হলো যুদ্ধের বিভীষিকা। আমি রাশিয়া বা ইউক্রেন কারো ভূমিকা নিয়ে বলার চাইতে বলতে চাইছি জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে। এই লেখাটি লেখার সময় দেখলাম জাতিসংঘের মহাসচিব অনেকটা বালকের মতো নিজেদের ডিফেন্ড করছিলেন। আত্মসমর্থনের জন্য তাদের কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন তিনি। নিঃসন্দেহে সেই কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু টিকাদান মহামারি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে শান্তিবাহিনী পাঠানো এসব কি আসলেই জাতিসংঘের মুখ্য কাজ? এমন কাজ তো আগা খান ফাউন্ডেশন বা আনজুমানে মফিদুল ইসলামও করে যার যার সাধ্যমতো। কথা ছিল জাতিসংঘ হবে বিশ্বস্বস্তি আর শান্তির নিশ্চয়তা দেওয়ার আশ্রয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ বিষয়ে সেই ভরসা আর আশাই বড় হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর মানুষের মনে। আমেরিকার রুজভেল্ট, ব্রিটেনের চার্চিল বা অন্য দেশের নেতারা সে কথা দিলেও তা রাখতে পারেনি জাতিসংঘ। বাস্তবে আমেরিকা ও ব্রিটেনের একচ্ছত্র আধিপত্য আর তাদের হাতের পুতুল হয়ে ওঠা জাতিসংঘকে এখনো ভারত, ব্রাজিল বা কোরিয়ার মতো দেশও ভয় পায় না, চীন-রাশিয়া তো দূরের কথা। যত সময় গেছে, দুনিয়া বুঝে নিয়েছে জাতিসংঘ কেবল একটি প্রতিষ্ঠান, যে বিবৃতি দেবে। যে কথা বলবে। যার প্রধান বা কর্মকর্তারা ঘন ঘন টিভিতে আসবেন কিন্তু তার কথা অনেকেই মানবে না। আজ জাতিসংঘের মহাসচিবকে দেখে সেটাই সত্য মনে হলো।



আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে চীন-রাশিয়া বা বড় শক্তি হয়ে ওঠা দেশগুলোর তফাত এখন দৃশ্যমান। আমেরিকা বা ইউরোপ নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে রাখার জন্য মরিয়া, কিন্তু বাস্তবে অন্যরাই হয়ে উঠেছে শক্তিশালী। ভারসাম্যের এই খেলায় জাতিসংঘ পারেনি তার জায়গা ঠিক রাখতে। পারলে আজ এই আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের ইঙ্গিত থামাতে পারত। কে শুদ্ধ আর কে ভুল সেটা বড় বিষয় না, বিষয় হচ্ছে সাধারণ মানুষ। যে কোনো যুদ্ধেই সাধারণ মানুষ আর তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়। এমনিতেই করোনার কারণে সব দেশের অর্থনীতি নাজুক। মানুষ আছে ঘোর সংকটে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর লাফিয়ে বাড়ছে তেলের দাম। তেলের দাম বাড়া মানেই সব জিনিসের দাম বাড়তে থাকা। দুনিয়ার নাজুক ভঙ্গুর অর্থনীতির ওপর বিষফোঁড়া এই যুদ্ধ জাতিসংঘ থামাতে পারবে? মনে হয় না। কারণ পুতিনের দেশের আছে ভেটো পাওয়ার। আর সেই পাওয়ার ইতিমধ্যে ব্যবহার করেছে রাশিয়া। তাছাড়া বড়সড় কয়েকটি দেশ না ঘর না ঘাটকা হয়ে কিছুই বলছে না। সব মিলিয়ে ইউক্রেনের বিপদ শিগ্‌গির কাটবে বলে মনে হয় না।

সবচেয়ে যেটা বড় তা হলো জানমালের নিরাপত্তা। আর সভ্যতা বা নিরীহ মানুষকে বাঁচানো। দম্ভ বা শক্তি পরাজিত হয় বটে; কিন্তু রেখে যায় তার পদরেখা। ভয়াবহ সেই পদরেখা থামাতে না পারলে জাতিসংঘের দরকার বা ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। রাশিয়া না ইউক্রেন–এই বিতর্কে বাঙালী যা-ই বলুক, আমরা বলব, শান্তি আর শান্তি।

লেখক: সিডনি প্রবাসী সাংবাদিক

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি/মার্চ	২৮	১	২	৩	৪	৫	৬
ফজর	৫.১৪	৫.১১	৫.০৯	৫.০৮	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৩
সূর্যোদয়	৬.৩০	৬.২৭	৬.২৫	৬.২৪	৬.২২	৬.২০	৬.১৯
জোহর	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭	১২.০৭
আসর	৪.০৩	৪.০৪	৪.০৬	৪.০৭	৪.০৮	৪.০৯	৪.১০
মাগরিব	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫
এশা	৭.০২	৭.০৩	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৮	৭.০৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধে করণীয় কী

আবু আহমেদ

সাধারণত প্রতিবছর রমজান এলেই দেশের ছোট-বড় প্রায় সব ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফা করতে চান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের প্রফিটিয়ারিং তথা অন্যায্য মুনাফা করতেও দেখা যায়। তাঁরা সুযোগ পেলে অতিরিক্ত মুনাফা করার উপায়গুলো কাজে লাগান। আমরা দেখি, রমজানে চাহিদা বেশি এমন সব পণ্যেরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।

এ সময় মাছ, মাংস, চাল, ডাল, ইফতারসামগ্রী, ভোজ্য তেল, চিনি ও ফলের দাম বেড়ে যায়। খুচরা পর্যায়ে বিক্রেতারা দাম যা বাড়ান, তার চেয়ে বেশি মূল্যবৃদ্ধি ঘটে পাইকারি পর্যায়ে। অর্থাৎ উৎপাদনকারী, আমদানিকারক ও সরবরাহকারীরা পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। তখন ব্যবসায়ীরা একটা অভিন্ন কথা বলে থাকেন যে আমদানি পর্যায়ে ব্যয় বেড়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে দাম না বাড়ালেও তাঁরা দেশে দাম বাড়ান এবং এটা হরহামেশাই ঘটছে। এর সঙ্গে এবার যোগ হচ্ছে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি।

দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে বরাবরই সরবরাহকারীদের মধ্যে কার্টেল বা জোট গড়ে উঠতে দেখা যায়। কিছুসংখ্যক সরবরাহকারী একজোট হয়ে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি অব্যাহত রাখার যে জোট গড়ে তোলেন, সে প্রক্রিয়ার নামই কার্টেল। এটা আমাদের স্বাভাবিক আইন-কানুনের পরিপন্থী। আমাদের আইনে বলা আছে, কোনো গোষ্ঠী নিজেরা সুবিধা নেওয়ার জন্য খুশিমতো বাজার ম্যানুপেলেট করতে পারবে না। কৃত্রিমভাবে পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বা পণ্যের সংকট সৃষ্টি করতে পারবে না। আমাদের আইনে মজুদদারি নিষিদ্ধ। দুঃখজনকভাবে এই আইনের বাস্তবায়ন খুব কমই দেখা যায়।

রমজান এলে দেখা যায়, আমাদের প্রশাসন ম্যাজিস্ট্রেট নামিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে তদারকি করে। কোথাও অতিরিক্ত মূল্য চাওয়া হচ্ছে কি না তা দেখা হয়। দোকানগুলোতে মূল্যতালিকা রাখা হলো কি না এবং সে অনুযায়ী দাম রাখা হচ্ছে কি না, তা দেখে এবং কিছু জরিমানা করে। বাস্তবতা হচ্ছে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতি বলতে গেলে কাজে লাগে না। আসল ব্যাপারটা ঘটে সরবরাহের পর্যায়ে। এক ডজন আমদানিকারক যদি একসঙ্গে হাত মেলান, তাহলে সহজেই তাঁরা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে পারেন। এটাই সরকারকে দেখতে হবে। যাঁরা আমদানি করেন, তাঁদের আমদানি ব্যয় কেমন এবং তাঁরা কোনো কারসাজি করছেন কি না, বেআইনি কিছু করছেন কি না সেটাই গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এখন যে অবস্থা চলছে, সামনের দিনগুলোতে আরো বেশি পণ্যসামগ্রীর উচ্চমূল্য ঘটতে পারে। কারণ মূল্যস্ফীতি এখন একটা গ্লোবাল ফেনোমেনা বা বৈশ্বিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। বিশ্বে সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হয়েছে, দেশে উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, কাঁচামালের দাম বাড়ছে, বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধ হচ্ছে বা হবে হবে অবস্থা চলছে, তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমদানিকারকদের আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। অনেকে সলিড অ্যাসেট কিংবা ফরোয়ার্ড মার্কেটে অপরিশোধিত তেলের মতো পণ্য ধারণ করার দিকে ঝুঁকছে। এসব কারণে অগ্রসর অর্থনীতিগুলোতে, বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যে মূল্যস্ফীতি ওপরের দিকে রয়েছে।

> **সাধারণত প্রতিবছর রমজান এলেই দেশের ছোট-বড় প্রায় সব ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফা করতে চান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের প্রফিটিয়ারিং তথা অন্যায্য মুনাফা করতেও দেখা যায়। তাঁরা সুযোগ পেলে অতিরিক্ত মুনাফা করার উপায়গুলো কাজে লাগান। আমরা দেখি, রমজানে চাহিদা বেশি এমন সব পণ্যেরই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে।**

বিশ্বে গত ৩০ বছরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি এখন ওপরের দিকে। একসময় প্রায় 'জিরো ইনফ্লেশন' বা শূন্য মূল্যস্ফীতি ছিল। এই গ্লোবাল ফেনোমেনা আমাদের এখানেও আসবে। কারণ বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয় বা বিচ্ছিন্ন কোনো অর্থনীতিও নয়। সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে আমরা যখন আমদানি করি, তখন বেশি দরে পণ্য ক্রয় করতে হয়। সেটা সরাসরি আনা পণ্য হোক কিংবা কাঁচামাল এনে আমাদের তৈরি করা পণ্যই হোক–সব কিছুর দামই বাড়বে। এটা ঠিক যে সামনের দিনগুলোতে হয়তো আমাদের উচ্চতর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বসবাস করার চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের সেভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

সমস্যা হচ্ছে, এরই মধ্যে আমাদের যে মূল্যস্ফীতি ঘটে গেছে, এই পরিস্থিতিটা আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে নিচের দিকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ লোকের অবস্থানকে আমাদের বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। এই অতিদরিদ্র বা নিম্ন আয়ের লোকের পাশাপাশি নিম্নমধ্যবিত্তের অবস্থাও ভালো নয়। সব মিলিয়ে সমাজের ৪০ শতাংশ মানুষের এখন টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। তাদের আয় বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই, তাদের অনেকের আয় খুবই কম বা অনেকে সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে কোনো রকমে চলছে। এর অর্থ হচ্ছে অর্থনীতিতে যে পরিমাণ ইনকাম জেনারেট বা আয় উৎপন্ন হচ্ছে, সেই আয়ের সঙ্গে সমাজের এই শ্রেণির মানুষের কোনো সংযুক্তি নেই। অর্থাৎ তাদের কাছে আয়টা প্রবাহিত হচ্ছে না। এখন তাদের তো কষ্টটা বেশিই হবে। এখন মূল্যস্ফীতির কারণে তাদের দুর্ভোগ কিভাবে কমানো যায়, সেদিকে সরকারকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ অবস্থায় টিসিবির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যপণ্য সরবরাহের যে ব্যবস্থা করেছে, তা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। শহরাঞ্চলের কয়েকটা স্থানে টিসিবিকে খাদ্যপণ্য বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে। দিন দিন এই লাইন আরো লম্বা হতেও দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে। ভোজ্য তেল, চাল, চিনি, পেঁয়াজ ইত্যাদি পণ্য কম মূল্যে নেওয়ার জন্য তারা এভাবে লাইনে দাঁড়াচ্ছে। চিন্তার বিষয় হচ্ছে, দুই বছর আগেও কম মূল্যে জিনিসপত্র কেনার জন্য এভাবে ট্রাকের পেছনে মানুষ দাঁড়াত না। এখন কেন দাঁড়াচ্ছে? কারণ তারা দরিদ্র হয়ে গেছে। নিম্নমধ্যবিত্তের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে এবং সেটা দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে। এসব লোকের ভিড়েই লাইনগুলো লম্বা হচ্ছে।

টিসিবির ট্রাকের পেছনে এই বিশাল লাইনের বার্তাটা কী? দরিদ্র মানুষ স্বল্প আয়ে চলতে পারছে না কিংবা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। সুতরাং বাজার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি এসব দরিদ্র লোকের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের সরকারি সহায়তা দিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় হচ্ছে টিসিবির মাধ্যমে পণ্য বিক্রি আরো বাড়ানো। এটাকে উপজেলা পর্যায়ে নিতে হবে, গ্রামগঞ্জের হাট-বাজারে নিতে হবে। রেশন পদ্ধতি চালুর কথা আমি বলব না। কারণ এটা পুরনো জিনিস। তবে সাময়িকভাবে হোক, বছর দেড়-দুয়েকের জন্য হোক, বর্তমান প্রক্রিয়াটা চালু রাখতে হবে এবং এর আওতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটার জন্য সরকারকে নিজে আমদানি করতে হবে, খোলাবাজার থেকে ক্রয় করতে হবে এবং হ্রাসকৃত মূল্যে দরিদ্র মানুষকে দিতে হবে। তাহলে কিছুটা হলেও উপশম হবে। না হলে এসব লোকের হাহাকার বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা যে উন্নতি করছি, সেটা প্রশ্নবোধক হয়ে পড়বে। প্রশ্ন উঠবে যে বাংলাদেশ উন্নয়ন করছে, কিন্তু কাদের জন্য উন্নয়ন করছে? শুধু কি শীর্ষ ১০ শতাংশের জন্য এই উন্নয়ন? নিচের ৪০ শতাংশের অবস্থা কেন পরিবর্তন হচ্ছে না? আমি মনে করি, সরকারের অনেক জায়গায় অর্থের অপচয় হচ্ছে। যেমন সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে–এমন কিছু প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভালোভাবে চলার কথা। হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে সেগুলো চালাচ্ছে। সরকারকে এ ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে এগুলোর তহবিল স্থানান্তর করে দরিদ্র লোকদের জন্য খাদ্য বিতরণে ব্যয় করতে হবে। মোটকথা, খাদ্য বিতরণকে আরো শক্তিশালী করা উচিত। পথে-ঘাটে এত দরিদ্র লোক এই সময়ে বাংলাদেশে দেখার কথা নয়। যেখানে বাংলাদেশ গড়ে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে, এই পরিস্থিতি কাম্য নয়। তাই যেখানে সরকারি পর্যায়ে অর্থের অপচয় হচ্ছে, অর্থ লুট হচ্ছে, সেগুলো বন্ধ করে জনকল্যাণে কাজ করতে হবে।

একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চলছে বিশ্ব। কভিডের সময় এবং কভিড-পরবর্তী এক-দুই বছর অনেক দেশই অসুবিধার মধ্যে আছে। বাংলাদেশও আছে। এটা ঠিক যে এখনই সময়টাকে সংকটকাল হিসেবে না দেখলেও 'গুরুত্বপূর্ণ সময়' হিসেবে গণ্য করতে হবে। চিন্তা করতে হবে যে দরিদ্র লোকদের কিভাবে কম মূল্যে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সরকারের কলকবজাগুলোকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। এখন যা করা হচ্ছে, তার মাত্রা আরো দশ গুণ বাড়াতে হবে। না হলে আসন্ন একটা 'ব্ল্যাকমেইলের' শিকার হতে হবে আমাদের। আমরা দেখি, আমাদের দেশে যখনই কোনো সংকট দেখা দেয়, তখন এখানে কিছু লোক ব্ল্যাকমেইল করে। সরবরাহ ঘাটতিকে ব্যবহার করে সুবিধা নেওয়ার জন্য পুরো মার্কেটকেই তারা আতঙ্কে ফেলে দিয়ে সুবিধা আদায় করে নেবে। এটা যেন সরকার হতে না দেয়।

লেখক : অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

একজন সফল স্বৈরাচারের নির্ভুল তৈলচিত্র!



গোলাম মাওলা রনি

বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বৈরাচার শব্দটি অনেকটা ডাল-ভাতের মতো। বাঙালির শরীর স্বাস্থ্য রক্ত মাংস কিংবা অস্থি-মজ্জা যা কিছুই বলি না কেন, কোনোটিই ডাল-ভাত ছাড়া খুব বেশি দিন চলতে পারে না। দেশের মাটিতে বসে অনেক বাঙালি ফুটানি দেখানোর জন্য ব্ল্যাক কফি রেড ওয়াইন সালাদ সবজি খেয়ে নিজেদের আধুনিক বাঙালি, স্মার্ট এবং স্বাস্থ্যসচেতন বলে জাহির করার জন্য দিবানিশি চেষ্টা চালাতে থাকেন। সকালে পাঁচতারকা হোটেলে নাশতা, দুপুরে বিশেষ স্প্যানিশ সালাদ এবং সন্ধ্যা রাতে হালকা পানীয়ের সাথে কাজু বাদাম স্যালমন্ড ফিস এবং ডেনিশ ইয়োগার্ট খাওয়ার জন্য যেসব নব্য ধনী তথাকথিত অভিজাত ক্লাবগুলোতে ভিড় জমান, তারাই ব্যাংকক সিঙ্গাপুর হংকং সাংহাই প্রভৃতি শহরে পা রেখেই বাঙালি হোটেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। তারপর বড় প্লেটে ভাত নিয়ে ডাল আলুভর্তা কাঁচামরিচ দিয়ে একেবারে তলপেট থেকে গলা পর্যন্ত উদর পূর্তি করেন এবং এককাপ দুধ-চা খেয়ে হাই তুলতে তুলতে হোটেলে গিয়ে মস্ত এক ঘুম দিয়ে তারপর অন্যান্য কর্মে মনোনিবেশ করেন।

বাঙালির জীবনে ডাল-ভাত যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনি স্বৈরাচার শব্দটিও একেবারে অনিবার্য। বাড়িঘর রাস্তাঘাট দোকানপাট অফিস আদালত রাজনীতি অর্থনীতি পীর-ফকিরের খানকা থেকে শুরু করে নাটক সিনেমা যাত্রাপালার মঞ্চ প্রভৃতি সব জায়গাতেই স্বৈরাচারের জয়জয়কার বাংলা মুলুকে যেভাবে নমস্য হয়ে পড়েছে তার ফলে অনাগত দিনে স্বৈরাচারের সূতিকাগার, প্রজননকেন্দ্র এবং উৎপাদন ও বিপণনের যদি কোনো বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা হয় তবে আবহমান বাংলার স্বৈরাচার নিশ্চয়ই দেশবাসীকে নবতর বিশ্বরেকর্ড উপহার এনে দিতে পারবে। স্বৈরাচারী মনোভাবের জন্য সচিবালয়ের নিম্নমান সহকারী যেমন ঘরের মধ্যে এসে বউয়ের সাথে জয়েন্ট সেক্রেটারির ভাব দেখায়, তদ্রুপ অফিস আদালতের বড় বড় রুই কাতলা কিংবা রাঘব বোয়ালরা ঘরের অভ্যন্তরে স্বৈরাচারীর পরশপাথরে মিউমিউ শব্দে গান গাইতে আরম্ভ করে।

উল্লিখিত কারণে বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে বহু নায়ক-মহানায়কের সাথে অসংখ্য স্বৈরাচারের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। আমরা যেরূপ শশাঙ্ক, গোপাল, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, শায়েস্তা খাঁ, ঈসা খাঁ প্রমুখ মহানায়ককে স্মরণ করি তদ্রুপ রাজা গণেশ, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, মীর জাফর, রাজা নন্দলালের মতো হাজার হাজার হাবিজাবি চরিত্রের ইতিহাসের বস্তাপচা প্রকৃতির স্বৈরাচারী লোকজনের কুকীর্তির কাহিনী ভুলতে পারি না। এসব কারণে আমাদের দেশের গল্পকাহিনী সিনেমা বা যাত্রাপালার নায়ক-নায়িকাদের মতো, ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করা লোকজন সম্পর্কেও মানুষের রয়েছে নিদারুণ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা। আমাদের দেশে স্বৈরাচাররা মাঝে মধ্যে ইতিহাস রচনার কাজে হাত দেয়- আবার তাদের তৈরি করা ইতিহাস আরেক স্বৈরাচার এসে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দেয়। ফলে স্বৈরাচার আসলে কত প্রকার এবং কী কী তা আমরা প্রায়ই ভুলে যেতে বাধ্য হই। এ অবস্থায় একজন সফল খাঁটি এবং সত্যিকারের স্বৈরাচারের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত অথবা এ ধরনের স্বৈরাচারের চেহারা-চরিত্র কেমন কিংবা এদের ভাবমর্যাদার যদি কোনো ভাস্কর্য বা তৈলচিত্র নির্মিত হয় তবে তা কেমন হবে এমন চিন্তা থেকেই আমি মূলত আজকের নিবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

নিবন্ধ লিখতে গিয়ে আমি ইতিহাসের হাল-আমলের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচাররা যেমন হিটলার, মুসোলিনি, পলপট, পিনোসে, গাদ্দাফি, সাদ্দাম প্রমুখের জীবন ও কর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু আবহমান বাংলার স্বৈরাচারীদের সাথে তাদের কোনো মিল খুঁজে পাইনি। গত ১০০ বছরের ইতিহাসে যেসব স্বৈরাচার তাদের বহু-মুখী কর্মে পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ওলটপালট করে দিয়েছেন তারা কিন্তু নিজ নিজ দেশের ইতিহাসের অনেক বিষয়ে মহাকালের জন্য জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

নিবন্ধ লিখতে গিয়ে আমি ইতিহাসের হাল-আমলের নিকৃষ্টতম স্বৈরাচাররা যেমন হিটলার, মুসোলিনি, পলপট, পিনোসে, গাদ্দাফি, সাদ্দাম প্রমুখের জীবন ও কর্ম নিয়ে অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু আবহমান বাংলার স্বৈরাচারীদের সাথে তাদের কোনো মিল খুঁজে পাইনি। গত ১০০ বছরের ইতিহাসে যেসব স্বৈরাচার তাদের বহুমুখী কর্মে পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা ওলটপালট করে দিয়েছেন তারা কিন্তু নিজ নিজ দেশের ইতিহাসের অনেক বিষয়ে মহাকালের জন্য জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে আছেন। আমরা যদি চেঙ্গিস খান অথবা হালাকু খানের স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করি তবে বাংলাদেশে বসে হয়তো তাদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করতে পারব। কিন্তু আধুনিক মঙ্গোলিয়া এবং গণচীনে চেঙ্গিস খানকে বলা হয় 'সর্বকালের কিংবদন্তির মহাপুরুষ'। একইভাবে তার প্রপৌত্র হালাকু খান এবং তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বংশ পারস্য সাম্রাজ্য, তুরস্ক এবং মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে আজো গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের অংশ হয়ে রয়েছেন।

উল্লিখিত ইতিহাসের সাথে আমাদের স্থানীয়, ডাল-ভাত খাওয়া স্বৈরাচারের দলের কোনো মিল খুঁজে পাবেন না। আমাদের স্বৈরাচারীদের যত মাতব্বরি কেবল নিজস্ব ভূখণ্ড, অফিস আদালত অথবা গৃহকোণের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা কোনোকালে পৃথিবী কাঁপানো তো দূরের কথা, আমাদের সীমান্তের কাছাকাছি গিয়ে সীমান্তের অপর প্রান্তের একটি ছাগল অথবা ভেড়াকেও ভয় দেখাতে পারেনি। তারা আমাদের ধানক্ষেতে প্রচণ্ড তাণ্ডব দেখাতে পারে অথবা পাটক্ষেতের পাটগুলো যখন এক ফুট বা দেড় ফুট লম্বা হয়ে বৈশাখ মাসের প্রকৃতিতে অনাবিল সৌন্দর্য দান করে তখন এ দেশীয় স্বৈরাচাররা সেই পাটক্ষেতে গিয়ে তুফান সৃষ্টি করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে পারে।

আমাদের স্বৈরাচারদের আপনি এক দিকে যেমন কুয়ার ব্যাঙ হিসেবে অভিহিত করতে পারেন- অন্য দিকে তাদের আচার আচরণকে বড়জোর মফস্বলের সার্কাসের ভাঁড় অথবা সার্কাস কোম্পানির হাতে বন্দী হিংস্র প্রাণীর সাথে তুলনা করতে পারেন। তারা সার্কাসের প্রাণীগুলোর মতো নাচগান করে এবং তাদের মালিকের হুকুমে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন কসরত দেখিয়ে সার্কাসের দর্শকশ্রোতাকে আনন্দ দিয়ে থাকে। সার্কাস দলের হাতে বন্দী বাঘ-ভালুক শূকর হাতিদের সার্কাস মঞ্চের বাইরের লোকজন অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর মতোই ভয় করে। কিন্তু সার্কাসের দর্শকশ্রোতারা কিন্তু ওগুলোকে বিনোদন প্রাণী হিসেবে মনে করে। একইভাবে আমাদের দেশের স্বৈরাচারদেরও সার্কাসের প্রাণীদের মতো দ্বিমুখী পরিচয় রয়েছে। তারা সাধারণ জনগণের জন্য যদিও ভয়ঙ্কর কিন্তু তাদের প্রশিক্ষক মালিক এবং দর্শকদের জন্য তারা বিনোদনবালক বা 'নটী বিনোদিনী' বৈ অন্য কিছু নয়। মালিকের হুকুমে তারা নির্দিষ্ট সময়ে নাচন কুদন করে এবং পরে আবার সার্কাসের প্রাণীদের মতো খাঁচাবন্দী হয়ে লেজ গুটিয়ে পরিহাসের পাত্র-পাত্রীরূপে বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়।

দুনিয়া কাঁপানো স্বৈরাচারদের সাথে আমাদের স্থানীয় স্বৈরাচারের কোনো মিল না থাকার দরুন বঙ্গীয় স্বৈরাচারের আদল-মুখোশ এবং তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পার-ছিলাম না। হিটলার-মুসোলিনিদের মতো স্বৈরাচারের চরিত্র-কর্মকাণ্ড, ভালো-মন্দ ইত্যাদি ইতিহাসে নির্ধারিত হয়ে গেছে। এমনকি আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খানের ইতিহাসও নির্মোহভাবে লিখিত হয়েছে। বিশ্বের কুখ্যাত স্বৈরাচারদের চরিত্র নিয়ে ইতিহাস রচনা করতে ঐতিহাসিকদের তেমন কোনো কষ্ট পেতে হয়নি। কারণ তাদের সবারই একটি চরিত্র ছিল। অন্য দিকে বঙ্গীয় স্বৈরাচারীদের কোনো চরিত্র কোনোকালে ছিল বলে আজ অবধি কোনো ঐতিহাসিক নিশ্চিত হতে পারেননি। ফলে দেশীয় স্বৈরাচারীদের সম্পর্কে জেনে-বুঝে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আমজনতার কোনোকালেই হয়নি। ফলে তাদের বহুরূপী ফানুসের কবলে পড়ে প্রায় সব যুগেই পাবলিক নিদারুণভাবে সর্বস্ব হারিয়েছে।

উল্লিখিত অবস্থায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে কখন কিভাবে স্বৈরাচারের উদ্ভব হয় এবং এই ভূখণ্ডের আলো বাতাস-মশা-মাছি, উড়শ (ছারপোকা), ডাঁশ (রক্তখেকো মাছি) জোঁক, ব্যাঙ ইত্যাদির সংস্পর্শে যেসব স্বৈরাচারের শৈশব-কৈশোর কাটে এবং বাংলার চুলকানি-খুজলি-পাঁচড়া-অপুষ্টি এবং চিরায়ত কলহ-বিবাদ দেশীয় স্বৈরাচারীদের ওপর কী প্রভাব বিস্তার করে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনার একপর্যায়ে একটি দুনিয়া কাঁপানো ব্লক বাস্টার হলিউডি সিনেমা দেখছিলাম। ২০১২ সালে নির্মিত সিনেমাটির নাম দ্য ডিক্টেটর, যার সহজ সরল বাংলা অনুবাদ হলো স্বৈরাচারী একনায়ক। উত্তর আফ্রিকার কল্পিত একটি দেশের নাম ওয়াদিয়া। সেখানকার জুলুমবাজ শাসক অ্যাডমিরাল জেনারেল আলাদিন। তার রয়েছে হাজারখানেক ডক্টরেট ডিগ্রি। তিনি তার নিজ দেশে অনেক স্থানীয় অলিম্পিক খেলার আয়োজন করেছেন এবং সেই অলিম্পিকের সব ইভেন্টে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ব্রিটিশ অভিনেতা সাচা ব্যারন অভিনীত দ্য ডিক্টেটর সিনেমাটি সেই ২০১২ সাল থেকে আজ অবধি সর্বাধিক দর্শকপ্রিয়তার কারণে বিশ্ব সিনেমার জগতে যে মাই-লফলক স্থাপন করেছে তার ধারে কাছেও রাজনৈতিক স্যাটায়ারকে উপজীব্য করে নির্মিত অন্য কোনো সিনেমা পৌঁছাতে পারেনি।

আপনি যদি সিনেমাটি দেখেন- তাহলে স্বৈরাচারের অধীনে কিভাবে আমলাতন্ত্র চলে এবং স্বৈরাচারের দেশে জনগণের অধিকার কেমন হয় তা বুঝতে একটুও কষ্ট হবে না। অধিকন্তু চরিত্রহীন বঙ্গীয় স্বৈরাচারদের মুখ ও মুখোশ কেমন হতে পারে এবং তাদের অধীনে কী ধরনের কর্মকাণ্ড চলে তা-ও খুব সহজে বুঝে যাবেন এবং সিনেমাটি দেখার পর আপনি যদি একজন সফল স্বৈরাচারের কোনো পোর্ট্রেট বা তৈলচিত্র অঙ্কন করতে চান তবে আপনাকে একটুও বেগ পেতে হবে না।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পাঠাবার করতে পারেন।

এদেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্যারাশাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplle@gmail.com, Web: www.k-lplle.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'

For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

সরকার একটা ভালো কাজ করল

(প্রথম পাতার পর)

বেছে নেওয়ায় রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাফরুল্লাহ বলেন, সরকার একটা ভালো কাজ করল। এখন সরকার যদি তাকে (নতুন সিইসি) বিরক্ত না করে, তাকে যদি তার মতো করে চলতে দেয়, তাহলে তিনি খারাপ করবেন না। তার অনেক সাহসী গুণাবলী আছে।

সার্চ কমিটির কাছে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী তার পছন্দের যে আটজনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন– সেই তালিকায় ৮ নম্বরে থাকা সাবেক সিনিয়র সচিব কাজী হাবিবুল আউয়ালকে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে বেছে নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

শনিবার বিকালে নতুন ইসি নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি পর সন্ধ্যায় জাফরুল্লাহ গণমাধ্যমকে বলেন, কাজী হাবিবুল আউয়ালের নাম আমি প্রস্তাব করেছিলাম। নাম প্রস্তাব করার আগে তার সঙ্গে আমার কোনো আলাপ হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনি। তিনি একজন সৎ লোক। তিনি খারাপ করবেন না।

ডা. জাফরুল্লাহ আশা প্রকাশ করে বলেন, আমি আশা করব- উনি (সিইসি) নির্বাচনে কারো কথা শুনবেন না। উনাকে এখন সবার সমর্থন দেওয়া দরকার। আমি মনে করি, বহুদিন পরে আমরা একজন সহাসী লোক পেয়েছি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব কাজী হাবিবুল আউয়ালকে নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তার নেতৃত্বাধীন ইসির নতুন ৪ কমিশনার হলেন- বেগম রাশিদা সুলতানা (জেলা ও দায়রা জজ, অবসরপ্রাপ্ত), আহ-সান হাবীব খান (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, অবসরপ্রাপ্ত), মো. আলমগীর (সিনিয়র সচিব, অবসরপ্রাপ্ত) ও আ-নছুর রহমান (সিনিয়র সচিব, অবসরপ্রাপ্ত)।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমাদের কোন শাখা নেই

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "'ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

মার্চ ২০২২ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডরিএস) মার্চ ২০২২' এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছেন। নিচে পরিবার ভিত্তিক মার্চ ২০২২ ভিসা বুলেটিন দেওয়া হলোঃ

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথমঃ (এফ-১) মার্কিন নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ০১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যাগণঃ এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী ও ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা চলতি।

বিঃ (এফ-২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের (২১ এবং ২১ উর্ধ বয়সের) অবিবাহিত পুত্র কন্যাগণঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০২১।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ইউএস সিটিজেনদের বয়স্ক ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২,২০০৭।

আরও বিস্তারিত এবং চাকরিবিত্তিক অগ্রাধিকর জানতে ভিজিট করুনঃ ইউএসস্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট এইচটিটিপিএস/ট্রাভেল.সেস্ট.গভ/কনস্টে/ট্রাভেল/ইএন/লিগ্যাল/ভিসা-লও/ভিসা-বুলেটিন/২০২২/ভিসা-বুলেটিন-ফর-মার্চ-২০২২.এইটিএমএল।

নিউইয়র্ক থেকে আব্দুল হামিদের প্রশ্নঃ

আমার ভাই ২ মাস আগে ভিসা পেয়েছে। তার বয়স ২৯ বছর এবং সে অবিবাহিত। কিন্তু সে এখন বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এখন আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে তার এই বিয়ে করার কারণে এখানে আসার ব্যাপারে তার জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা এবং ভিসার উপর কোন প্রভাব পড়বে কিনা?

ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমাদের তেমন অভিজ্ঞতা নেই বলে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আব্দুল হামিদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমরা জানিনা আপনার ভাই কোন ক্যাটগরির ভিসা পেয়েছেন। আমরা আপনার জানার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরির ভিন্ন ভিন্ন ভিসার উপর ইমিগ্রেশন আইনের উপর ভিন্ন প্রভাব পড়ে।

নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আপনার ভাই নন- ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কোন (ভিজিটর, স্টুডেন্ট, ব্যবসায়ী ভিসা, ওয়ার্ক ভিসা)'র মধ্য থেকে একটি পেয়েছেন। তিনি যদি ভিজিটর ব্যবসায়ী বা স্টুডেন্ট ভিসার একটি পেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তার বিয়ে ভিসার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। অনেকক্ষেত্রে নন-ইমিগ্র্যান্ট (স্টুডেন্ট, ওয়ার্ক, ব্যবসা ভিসা) ভিসা প্রাপ্তদের স্ত্রীরা তাদের সঙ্গে ভিসা প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারেন।

গ্রিনকার্ডধারীদের স্পন্সরড ভিসা

গ্রিনকার্ডধারীরা স্পন্সর করতে পারেন শুধুমাত্র তাদের অবিবাহিত সন্তানদের জন্য। ২১ বছরের কম বয়সী সন্তানদের ক্যাটাগরি হচ্ছে ২-এ। তাদের জন্য কোন অপেক্ষার সময় নেই। আর ২১ উর্ধ বয়সীদের ক্যাটাগরি হচ্ছে ২-বি। তাদের অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক ৭ বছর। একজন গ্রিনকার্ডধারী তার বিবাহিত সন্তানেরা জন্যে আবেদন করতে পারেন না। সে কারণে আপনার ভাই যদি গ্রিনকার্ডধারী মাতা-পিতার মাধ্যমে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পেয়ে থাকেন তবে তার বিয়ে করা টিক হবে না। গ্রিনকার্ডের জন্য তাকে অবিবাহিত অবস্থায় প্রবেশ করা উচিৎ। তারপর তিনি ফিরে



গিয়ে বিয়ে করতে পারেন।

ইউএস সিটিজেন মাতা-পিতার স্পন্সর পাওয়া ভিসা-

ইউএস সিটিজেনরা তাদের বিবাহিত সন্তানদের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইউএস সিটিজেনদের সন্তানদের ক্যাটাগরিতে রয়েছেঃ ২১ নিম্ন বয়স, ২১ উর্ধ বয়স এবং বিবাহিতরা। ২১ বছরের নিচের সন্তানদের জন্য কোন অপেক্ষার সময় নেই ২১ বছরের উপরের সন্তানদের অপেক্ষার সময় হচ্ছে ৭ বছরের অধিক। আর বিবাহিত সন্তানদের অপেক্ষার সময় তারও অধিক হতে পারে। ইউএস ইমিগ্রেশন বর্তমানে ২০০৮ সালের আবেদনকারীদের নিয়ে কাজ করছেন। আপনার ভাই যদি তার ইউএস সিটিজেন মাতা-পিতার স্পন্সরে ভিসা পেয়ে থাকেন- তবে তিনি বিবাহিত হলেও ঠিক আছে, তবে তাকে অবশ্যই ইমিগ্রেশনকে অবহিত করতে হবে।

ইউএস সিটিজেন ভাই-বোনরা স্পন্সর করলে-

একজন ইউএস সিটিজেন তার ভাই-বোনের গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন। এই ক্যাটাগরিতে বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তানেরা একই ক্যাটাগরির অগ্রাধিকার ভুক্ত। এদের অপেক্ষার সময় ১৪ বছরেরও বেশি সময়। আপনার ভাই যদি আপনার স্পন্সরশিপে ভিসা পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে তার বিবাহ তার ভিসার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরা বয়স এবং বিবাহিত যাই হোক না কেন তারা একই ক্যাটাগরিভুক্ত। এছাড়াও, বেনিফিসিয়ারিদের স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তানেরা একই সময়ে তাদের গ্রিনকার্ড পেতে পারেন।

ইমিগ্রেশন আদালত সমূহে জটঃ

রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন যদি ইমিগ্রেশন আদালতে পেন্ডিং থাকে এবং শুনানীর জন্য যদি তারিখ নির্ধারিত হয় তবে শুনানীর তারিখ জেনে নিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ। অনেক ক্ষেত্রে শুনানীর তারিখ বাতিল করা হচ্ছে। তাই আপনার শুনানীর তারিখ যদি বাতিল হয় এবং আপনি না জেনে থাকেন- সে কারণে আপনার এটর্নীর সাথে বার বার যোগাযোগ রাখবেন। আপনার শুনানীর তারিখ পুনঃনির্ধারণ করা হলে সে ব্যাপারে আপনার এটর্নীকে তারা অবহিত করবে।

এছাড় কোর্টে ৮০০-৮৯৮-৭১৮০তে সরাসরি ডায়াল করেও জেনে নিতে পারেন। এই পরিষেবা স্বয়ংক্রিয় এবং ২৪ ঘন্টা খোলা। নম্বরটিতে আপনার শুনানীর তারিখও উল্লেখ আছে। সঙ্গে ইমিগ্রেশন অফিসের নথিপত্র ও দেয়া থাকে। ইহা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা যদি না জেনে থাকেন তবে আপনি আপনার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ কোন বন্ধুকে সাহায্যের জন্যে বলতে পারেন। ল'অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ইমিগ্রেশন অনেক অফিসও বিনা ফি'তে পরামর্শ দিয়ে থাকে। আদালতে আপনার সশরীরে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক। আপনি যদি বিচারকের সামনে হাজির না হন, তবে বিচারক আপনাকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন। সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বিডিআর হত্যাকান্ডের পূর্ব ও পরবর্তী প্রেক্ষাপট

আবদুল্লাহ হারুন জুয়েল



২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের ৪৯ দিনের মাথায় সংঘটিত হয় ইতিহাসের নৃশংসতম পিলখানা হত্যাকাণ্ড। নিহত হন মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, কর্নেল গুলজার, কর্নেল এলাহীসহ ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তা। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত রয়েছে। রয়েছে ব্যাপক অপপ্রচার ও গুজব।

তাই সামগ্রিকভাবে বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ঘটনার সূত্রপাত

বিডিআর সদস্যরা মূল তিনটি দাবিসহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছয়টি দাবি পেশ করতে চেয়েছিলেন। ডিজি শাকিল আহমেদ নিজেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি এ ইস্যুতে কাজল নামের একজন জোয়ান স্টেজে উঠে মেজর জেনারেল শাকিলের দিকে বন্দুক ধরেন। একজন অফিসার তাঁকে ধরে ফেললে কাজল জ্ঞান হারান। এ সময় গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে জে. শাকিল এক সৈনিককে গুলি করে হত্যা করেছেন। বিডিআর সৈনিকরা অস্ত্রাগাররক্ষীদের মারধর করে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে। সশস্ত্র একটি দল দরবার হলের দিকে যায়। শুরু হয় গুলিবর্ষণ ও ব্রাশফায়ার।

কেন সেনা অভিযান চালানো হলো না

প্রারম্ভিকভাবে আক্রমণ সামাল দেওয়ার মতো প্রস্তুতি ছিল না। তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ জবানবন্দিতে বলেছেন, ৯টা ৫১ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি ৪৬ ব্রিগেডকে অভিযানের নির্দেশ দেন। ১০টা ৪৫ থেকে ১১টা ৪০-এর মধ্যে সেনাদল ও এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারি ব্রিগেড নিউ মার্কেট, সায়েন্স ল্যাব, সাতমসজিদ রোডে মোতায়েন করে। আর্মির উপস্থিতি টের পেয়েই ৪ নম্বর গেট থেকে বেপরোয়াভাবে গুলবর্ষণ করা শুরু করে বিদ্রোহীরা। এতে চারজন সেনা সদস্য গুলিবিদ্ধ হন ও দুজন পথচারীর মৃত্যু ঘটে। বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় সিআইডিকে ১৬১ ধারায় দেওয়া জবানবন্দিতে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধানদের মতে, সেনাবাহিনীর প্রথম দলটি পৌঁছানোর আগেই (সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট) বিদ্রোহীরা বেশির ভাগ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে।

লাশের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সবাই প্রায় একই সময় (আনুমানিক ৯টা ৩০ থেকে ১০টা) নিহত হয়েছিলেন। শুধু মিসেস শাকিলসহ কয়েকজন অফিসার ও বেসামরিক ব্যক্তি কয়েক ঘণ্টা পর নিহত হন।

অভিযান পরিচালনা হতে পারে এমন ধারণা থেকে বিদ্রোহীরা বিডিআরের ২ নম্বর গেটে জিম্মি করা সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারকে জড়ো করেন। প্রধানমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দেওয়া ভাষণের পরপরই সন্ধ্যায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ শুরু করে। এ অবস্থায় জীবিত ও মৃতের সংখ্যা না জেনে অভিযান পরিচালনা করতে সবাই সম্মত হতেন কি না সেটিও বিবেচ্য। এ ছাড়া নতুন 'কন্সপিরেসি থিওরি' প্রতিষ্ঠিত হতো যে মূল হোতাদের নিশ্চিহ্ন করে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ৯০ জন সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিজনসহ ৩০০ বেসামরিক ব্যক্তিকে জীবিত বের করে আনার মাধ্যমে বিদ্রোহ নিরসনের যে চেষ্টা করা হয় তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ছিল।

বিচারপ্রক্রিয়া

বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পর কালবিলম্ব না করে তিন পর্যায়ে ঘটনার তদন্তকাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে–বিডিআর কর্তৃক তদন্ত, সেনাবাহিনী কর্তৃক তদন্ত এবং জাতীয় তদন্ত। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের রায়ে ডিএডি তৌহিদসহ ১৫২ জনের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। বিএনপির নেতা নাসির উদ্দিন পিন্টু ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীসহ ১৬১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজার আদেশ হয়েছে ২৬২ জনের।

ষড়যন্ত্র তত্ত্ব : এ ঘটনায় কারা জড়িত

১. ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা রয়েছে। জাহাঙ্গীর কবির নানক ও ব্যারিস্টার তাপসের নাম আনা হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে জাতীয় স্বার্থের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্য হিসেবে স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের যাওয়া যে কর্তব্য ছিল সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয় না। তাঁরা অনুপস্থিত থাকলেও নতুন কোনো ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব হাজির করা হতো। একইভাবে তোরাব আলী একসময় বিডিআরে কর্মরত ছিলেন। এই বিদ্রোহে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কারণ ব্যক্তিগত ও পেশাগত হওয়াই স্বাভাবিক। আবার এমন প্রশ্ন তোলা হলে পিলখানা থেকে জীবিত ফিরে আসা ও চুয়াডাঙ্গা বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী কর্নেল কামরুজ্জামানকে নিয়েও সন্দেহ দেখা দিতে পারত।

২. অনেক সাবেক সেনা কর্মকর্তাও প্রশ্ন তোলেন কেন সেনা তদন্ত প্রকাশ করা হলো না! সেনা তদন্ত কি কখনো প্রকাশ করা হয়? সে প্রশ্ন যৌক্তিক।

৩. বিডিআর হত্যাকাণ্ডে নিহতদের বেশির ভাগ মুক্তিযুদ্ধের মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। জঙ্গিবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডে তাঁদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। রাজনৈতিক কারণে বা নির্বাচনে জয়ী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিজিবিতে কর্মরত সেনা সদস্যদের প্রতি ক্ষোভ থাকার কোনো কারণ নেই। ক্ষোভ যদি থাকে, তাহলে বিএনপি-জামায়াতেরই থাকার কথা। নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হিসেবে তারা সেনাবাহিনীকে দায়ী করে। তাই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অপপ্রচার কখনোই থেমে ছিল না।

৪. বিএনপি কেন বিদ্রোহ দমন ও প্রতিরোধে প্রণীত বিজিবি অ্যাক্টের বিরোধিতা করেছিল তা জানি না। তবে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আসামিদের পক্ষে যাঁরা আইনি লড়াই করেছেন তাঁদের প্রায় সবাই বিএনপি ও জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

৫. নির্বাচনে পরাজিত দলের সাধারণত প্রথম দিকে তেমন কোনো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থাকে না। কিন্তু গণমাধ্যমেই সূত্র রয়েছে বিডিআর বিদ্রোহের আগের দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ থেকে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের ঢাকায় আসার নির্দেশ দিয়েছিল বিএনপি। বিকেলে বিএনপির সভা শেষ হয়, রাত থেকে শুরু হয় বিডিআর সদস্যদের ক্ষুব্ধ করার অপতৎপরতা।

৬. বিডিআর হত্যাকাণ্ডের আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দূত হিসেবে জিয়া ইস্পাহানি বাংলাদেশে আসেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধের বিচার না করার অনুরোধ করেন। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল। ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধের প্রস্তাব দিলে জিয়া ইস্পাহানির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন শেখ হাসিনা।

৭. পাকিস্তানের আবেদন প্রত্যাখ্যানের পর ও বিডিআর বিদ্রোহের চার দিন আগে জামায়াত নেতা মুজাহিদ দেশ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরিয়ে দেয় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। তিনি কেন দেশের বাইরে যেতে চেয়েছিলেন?

এ ঘটনায় বিদ্রোহের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। রৌমারীসহ কয়েকটি বিডিআর ক্যাম্পে সেনা কর্মকর্তাদের জিম্মি করার ঘটনাও ঘটেছিল। হতে পারে নির্মম হত্যাকাণ্ড নিছক বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া। হতে পারে এটি কোনো ষড়যন্ত্র। তবে ষড়যন্ত্র হলে তার পাল্লা স্বাধীনতাবিরোধীদের দিকেই ভারী হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত একমাত্র পক্ষ ছিল সদ্য গঠিত সরকার, তথা আওয়ামী লীগ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়, বুদ্ধিদীপ্ত ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে ৯০ জন সেনা সদস্যসহ প্রায় ৪০০ জন জিম্মির জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অভিযুক্তদের বিচার করার পাশাপাশি বিডিআরকে বিজিবি হিসেবে অত্যাধুনিক, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত একটি বাহিনীতে রূপান্তর করা হয়।

লেখক : সাবেক ছাত্রনেতা



দেশে গণতন্ত্রের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টির সুদুরপ্রসারি পরিকল্পনা চলছে



সামছুদ্দীন আজাদ

সম্প্রতি আমি বাংলাদেশ ঘুরে এলাম। ডিসেম্বর ২৮ থেকে জানুয়ারী ৩১, ২০২২ পর্যন্ত। এক মাস পর নিউইয়র্কে ফিরে এলাম। এসেই আবার অসুস্থ হয়ে চারদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে এখন বাসায় কিছুটা সুস্থ বোধ করছি, তবে পুরোপুরি সুস্থ হইনি। দীর্ঘ ১ মাস আর লেখালেখি হয়নি, আজ থেকে আবার লেখা শুরু করলাম। নিজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে দেশে গেলেও আমার বরাবরই কৌতুহল ছিল দেশের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ানো। বিভিন্ন এলাকার মানুষের সাথে কথা বলা, মানুষের মতামত জানা এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকা-, কর্মযজ্ঞ স্বচক্ষে দেখা। প্রথমেই আমি আমার নিজ এলাকা সন্দ্বীপে গেলাম, প্রায় দশ দিন আমি সন্দ্বীপে থেকেছি নিজের প্রয়োজনে। এই দীর্ঘ সময় আমি সারা সন্দ্বীপের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকা- ঘুরে ঘুরে দেখলাম, এরিমধ্যে সন্দ্বীপের স্থানীয় এমপি জনাব মাহফুজুর রহমান মিতার সাথে দেখা হল সন্দ্বীপে এবং অনেক রাজনৈতিক বিষয়াদী এবং উন্নয়ন কর্মকা- নিয়ে আলাপ হলো। এখানে উল্লেখ্য যে মাননীয় সংসদ সদস্য প্রতি বৃহস্পতিবার সন্দ্বীপ যান এবং ৩/৪দিন থেকে আবার তিনি ঢাকায় চলে যান।

প্রতি সপ্তাহে একবার তিনি সন্দ্বীপ যান এবং সন্দ্বীপের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকা- দেখাশুনা করেন, খোঁজ খবর রাখেন বিভিন্ন প্রকল্পের। তাছাড়া দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ, এলাকার মানুষের ভালমন্দের খোঁজ খবর নেয়া, এটি তার নিয়মিত রুটিন ওয়ার্ক। ফলে এলাকার মানুষ তার উপর সন্তুষ্টও বটে। সন্দ্বীপের সবচেয়ে বড় এবং দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের নাম সন্দ্বীপের প্রধান সড়ক দেলওয়ার খাঁ সড়ক। সন্দ্বীপের উত্তরে সন্তোষপুর ইউনিয়ন থেকে দক্ষিণে সারিকাইত ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহা সড়কটি সন্দ্বীপের প্রধান সড়ক। এই সড়ক ঘরে সন্দ্বীপের মানুষ সন্দ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করে। এটি প্রায় ১৬ ফিট চওড়া সড়ক, এককালে এটি মাত্র ৮/১০ ফিট চওড়া ছিল দু'টি গাড়ি একসাথে চলতে ভীষণ কষ্ট হতো, আর এখন দুটি গাড়ি খুব সহজে নিরাপদে চলতে পারে। সড়কটির অবকাঠামোর কারণে এটি দৃষ্টি নন্দনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পুরাতন এই সড়কের দুপাশে রয়েছে অসংখ্য খাল, বিল-পুকুর, বাজার, যার কারণে সড়ক এক্সটেনশন কাজ খুবই জটিল ছিল। অনেক বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছে এই কাজ করতে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত সকলের মতামতের ভিত্তিতে সড়ক উন্নয়নের কাজটি সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয়েছে। আমি স্বচক্ষে দেখার জন্য সারা দ্বীপ ঘুরেছি, অসংখ্য ছবি ও ভিডিও ধারণ করেছি।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর সন্দ্বীপের এমন উন্নয়নে সন্দীপের মানুষ মহা খুশি। এরপর দ্বিতীয় মেঘা প্রকল্পের নাম সন্দ্বীপের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সাব মেরিন কেবলের মাধ্যমে নদীর তলদেশ দিয়ে বৈদ্যুতিক ক্যাবল পার করে সরকার সন্দ্বীপে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয় এবং যা জাতীয় গ্রীডের সাথে সংযুক্ত। বিদ্যুৎ ছিল সন্দ্বীপের মানুষের কাছে স্বপ্ন, কল্পনারও বাইরে ছিল, যেকোন দিন সন্দ্বীপের মানুষ বিদ্যুৎ পাবে। আজ আমার কাছে এতই ভাল লেগেছে সন্দ্বীপের অজ পাড়াগায়ে ধনী দরিদ্র সব ধরণের মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ রয়েছে। গ্রামের কাঁচা পাক ঘরে মানুষ ফ্রিজ ব্যবহার করে, আবার ডিপ ফ্রিজও আলাদা ব্যবহার করে। ঘরে ঘরে ফ্যান, টেলিভিশন তো অতি মামুলি বিষয়। বলতে গেলে এই বিদ্যুৎ সংযোগ সন্দীপে বিপ্লব এনে দিয়েছে। এমনকি গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক সড়কগুলো পাকা হওয়ার কারণে সর্বত্র গাড়ি-ট্যাক্সি, অটো রিকশা, মোটর সাইকেলের আনাগোনা এত বেশি হয়েছে এখন সন্দীপকে আলাদা বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ মনে হয় না। পাকা সড়ক আর

প্রতি সপ্তাহে একবার তিনি সন্দ্বীপ যান এবং সন্দ্বীপের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখাশুনা করেন, খোঁজ খবর রাখেন বিভিন্ন প্রকল্পের। তাছাড়া দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ, এলাকার মানুষের ভালমন্দের খোঁজ খবর নেয়া, এটি তার নিয়মিত রুটিন ওয়ার্ক। ফলে এলাকার মানুষ তার উপর সন্তুষ্টও বটে। সন্দ্বীপের সবচেয়ে বড় এবং দৃষ্টিনন্দন প্রকল্পের নাম সন্দ্বীপের প্রধান সড়ক দেলওয়ার খাঁ সড়ক।

বিদ্যুতের কারণে সন্দ্বীপের জায়গা জমিনের দাম এখন স্বর্ণের দামের মত। এরপর যে বিশাল প্রকল্পের কাজ চলছে সারা সন্দ্বীপ ব্যাপী তা হল সন্দ্বীপের চারিদিকে ভেড়ীবাঁধ নির্মান আবার সেই ভেড়ীবাঁধ যেন বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সেজন্য পুরা ভেড়ীবাঁধের উপর কংক্রিট এর টাইলস বসানোর কাজও খুব দ্রুত গতিতে চলছে। নদীর পাড়েই টাইলসের ব্লকগুলো বানানো হয় যা সত্যিই খুব দৃষ্টি নন্দন আমার কাছে সেই ছবিও আছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো-সন্দ্বীপের কালাপানিয়া, সন্তোষপুরসহ পুরা সন্দ্বীপ পুরাতন টাউনের পশ্চিমাংশ যেখানে আগে ষ্টিমার ভিড়তো, সন্দ্বীপ হাজী এবি কলেজ এলাকা সেটি ছিল গভীর সমুদ্র আজ সেখানে বিশাল চর জেগে উঠেছে এটির আয়তন সন্দ্বীপের দ্বিগুণ হবে। এমন দৃশ্য দেখতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নদী পাড়ে জড়ো হয় এবং যাদের জায়গা জমি বাড়ি-ঘর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তারা এসে দীর্ঘ শ্বাস ফেলে এবং তাদের হৃদয়ে আশা যোগায় তারা হয়তো একদিন হারানো ভূমি ফিরে পাবে। আমি নিজেও এসব এলাকা ঘুরেছি, স্বচক্ষে দেখেছি, নিজের কাছে ভীষন ভাল লেগেছে। এই কারণে আজ আমার আদর্শের রাজনৈতিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকার কারণে সন্দ্বীপে এমন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে আর সেটির বাস্তবায়ন হয়েছে স্থানীয় এমপি মাহফুজুর রহমান মিতার হাত ধরে।

এবার আসছি চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন মেঘা প্রকল্পের বিষয় নিয়ে। ঢাকা থেকে বিমান যোগে যখন চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম, যথারীতি একটা গাড়ি নিয়ে পতেঙ্গা থেকে শহর গামী সড়ক দিয়ে শহরে যাওয়ার কথা। বিমান বন্দর থেকে গাড়ি বের হয়ে উল্টো বিকল্প পথ দিয়ে চলছে ড্রাইভারকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললো পুরো সড়ক জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। উড়াল সড়কের কাজ চলছে ব্রিজ হচ্ছে নদীপাড়ের রাস্তার উপর সুতরাং পুরাতন সড়ক বন্ধ যার কারণে বিকল্প পথে চলা।

যে পথ দিয়ে শহরে যাত্রা করলাম পোর্ট কানেকটিং সড়ক দিয়ে এই সড়কটি একদম নদীর গাঁ ঘেষে শহরের দিকে চলে গেছে। সড়কটি এমন সুন্দর করে বানানো হয়েছে হুবহু নিউইয়র্কের জেএফকে বিমান বন্দরের দিকে যেতে ব্রুকলীন থেকে বেল্ট পার্কওয়ের ষ্টাইলে টু ওয়ে সড়ক বানানো হয়েছে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করানো যাবে না। এটি কত সুন্দর দৃষ্টি নন্দন একটি সড়ক। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও চোখ কপালে উঠার মত অবস্থা একই সড়কের পাশে তৈরি হচ্ছে বে টার্মিনাল। একদম নদীর পাড় ঘেষে যে সড়ক বানানো হচ্ছে-যে বিশাল বিশাল স্থাপনা হচ্ছে, মনে হয় আমরা নেদারল্যা-ের হেগ শহরের সেই বিখ্যাত বন্দরেই আছি। এরপর আসলাম চট্টগ্রাম শহরে। যে বিশাল কর্মযজ্ঞ যেটি চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ সড়ক যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সড়ক নামে পরিচিত সেই সড়কের উপর নির্মিত হচ্ছে- এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে যেটি দেওয়ান হাট থেকে শুরু করে আগ্রাবাদ পোর্ট কানেকটিং রোড হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ভবন, কাষ্টমস ভবন হয়ে নৌবাহিনীর কেন্দ্র বিএনএস ইষা খাঁ হয়ে একদম পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম বিমান বন্দর পর্যন্ত পৌছাবে এবং খুব দ্রুত গতিতে কাজ চলছে। এরপর আসছি বহুল আলোচিত বিশ্বরোড, যেটি চট্টগ্রামের হালি শহরের এইচ ব্লক, এক্সপ্রেস রোড হয়ে পুরো বন্দরের দিকে চলে গেছে। এই সড়কটি সম্ভবত ৩০০ ফিটের রাস্তা, অর্ধেক হয়েছে আগের বছর এখন দ্বিতীয় অর্ধেকের বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। এভাবে সাড়া চট্টগ্রাম শহরে একযোগে এতগুলো প্রকল্পের কাজ সরকার করেই যাচ্ছে বিরামহীনভাবে। এরপর চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার সড়কের উন্নয়ন কাজও খুব দ্রুত গতিতে চলছে। একযোগে সারা চট্টগ্রামে বিভিন্ন উপজেলায় উন্নয়ন চলছে, মিরশ্বরাইর সবচেয়ে ব্যায়বহুল এবং বিশাল উন্নয়ন প্রকল্প অর্থনৈতিক অঞ্চল সাথে মেরিন ড্রাইভ যেটি মিরশ্বরাই-সিতাকু--চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে সরাসরি কক্সবাজার পর্যন্ত চলে গেছে।

চট্টগ্রাম শহরের যানজট কমানোর জন্য কক্সবাজার গামী গাড়ি পন্যবাহী ট্রাক যাতে শহরে ভীড় করতে না পারে সেজন্য তৈরি হচ্ছে কর্ণফুলী টানেল, ঐ গাড়িগুলি টানেলে ঢুকে পটিয়া হয়ে সাতকানিয়া হয়ে কক্সবাজার চলে যাবে। টানেল নির্মান টানেলের সাথে সংযুক্ত সংযোগ সড়ক নির্মান টানেল পার হয়ে যে সড়কে গাড়ি উঠবে সব সড়কগুলো ৬ লাইন বিশিষ্ট সড়ক হিসেবে নির্মাণ হচ্ছে। এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলো শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলের এভাবে সারা দেশে একযোগে এক সাথে উন্নয়ন কাজ চলছে। ঢাকার বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিক এলাকার মধ্য দিয়ে যে ৩০০ শত ফিট রাস্তা হচ্ছে সেটি দেখার জন্য এবার আমি সেই রাস্তা ধরে রফতানি মেলায় গিয়েছিলাম। যে উন্নয়ন যে কর্মযজ্ঞ আমি দেখলাম আর মনে মনে চিন্তা করলাম কিভাবে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? কোথা থেকে কিভাবে তিনি এতসব টাকা সংগ্রহ করলেন? শুধু টাকা হলে চলবে না, চাই বুকের পাটা। তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা বিশাল আকাশসম বুকের পাটা রয়েছে বলে এত সাহস নিয়ে তিনি দূর্ভেদ্য দুৎসাহসিক পদক্ষেপ নিতে সাহস পেয়েছেন বাংলাদেশকে আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশে বিনির্মান করছেন।

তার এমন দুৎসাহসিক চ্যালেঞ্জিং কর্মকা-ের ফলে তিনি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বের মানুষের কাছে উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের কাছে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর কাছে উন্নয়নের এক বিশাল মডেলে পরিণত হয়েছেন। জিএইট শীর্ষ সম্মেলনে ধনী দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত দিয়ে তার উন্নয়নের ম্যাজিকের গল্প শুনেছেন। কিভাবে এত দ্রুত তার দেশকে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩৪ তম অর্থনীতির দেশে পরিণত করেছেন। কিভাবে জাতীয় মাথা পিছু আয় রফতানি আয় সহ বিভিন্ন সূচকে বিশ্বের অর্ধেক দেশকে পেছনে ফেলে তার দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন?

আজ দেশের এমনি এক সুসময়ে সব সূচকে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে-ফলে কোন দিন এদেশের মানুষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমতায় বসানোর চিন্তাও করবেনা। এতে কুখ্যাত দেশ বিরোধী শক্তি বিএনপি-জামাত যুদ্ধাপরাধীসহ কিছু বুদ্ধিজীবী কিছু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহী কুকুর অনেকটা বেসামাল হয়ে গেছেন, যেকোন মূল্যে শেখ হাসিনাকে সরাতে হবে। দেশের সব উন্নয়ন থামিয়ে দিতে হবে, দেশে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে হবে, সেইজন্য পথ খুঁজছে এসব অপশক্তি। কোন কিছুতেই কাজ না হওয়ায় এবার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ধর্না ধরছেন লবিষ্ট নিয়োগ করছেন সরকারকে, উন্নয়নকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য। সর্বশেষ ঢাল হিসেবে বেছে নিয়েছে গণতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতিকে। বিএনপি নিজেই সন্ত্রাসী দল, যার জন্ম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তারা আবার কোন গণতন্ত্র আর কোন সুস্থ নির্বাচন দেবে? সবকিছু যেকোন মূল্যে ক্ষমতায় যাওয়ার বাহানা মাত্র।

লেখক: সহ সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

যে তিন কারণে 'মানহীন' বই প্রকাশেও বাধা নয়

আনিসুল হক

প্রশ্নটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে। বলেছিলাম, 'স্যার, একজন হয়তো ভালো চিকিৎসক, হয়তো ভালো বিজ্ঞানী, হয়তো বড় কর্মকর্তা; পেশাগত জীবনে সফল, কিন্তু তিনি একটা কবিতার বই বের করলেন, যা হাতে নেওয়া মাত্রই বোঝা যায়, এই লেখাগুলো কবিতা পদবাচ্য নয়; বাংলাদেশের কোনো পত্রিকার সম্পাদকই এই কবিতা প্রকাশ করতেন না। তাহলে কি তাঁকে বলে দেওয়া উচিত নয়, আপনি দয়া করে কবিতার বই প্রকাশ করবেন না!'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেছিলেন, 'না, এই ধরনের কথা বলা বা শর্ত আরোপ করা উচিত নয়।' তিনি বলেছিলেন, 'তুমি হয়তো ভাবছ, এগুলো তো কবিতা হয়নি, এগুলো প্রকাশ করা বেশ একটা লজ্জার ব্যাপার, আমিও হয়তো তোমার সঙ্গে একমত হলাম যে কবিতাগুলো মানোত্তীর্ণ নয়; কিন্তু ওই ভদ্রলোকের কথা ভাবো, এটা তাঁর জীবনের এক পরম ভালোবাসা, সাধনা, দুর্বলতার জায়গা। এই বইটা তিনি সমস্তটা ভালোবাসা ঢেলে দিয়ে আন্তরিকভাবে লিখেছেন; বইটা বের করা তাঁর জীবনের স্বপ্ন, এই স্বপ্ন চরিতার্থ কেন তুমি করতে তাঁকে বাধা দেবে?'

আমার লেখার শিরোনামে আছে, যে তিন কারণে মানহীনও বইও প্রকাশিত হতে দেওয়া উচিত! ১ নম্বর কারণটা আমি জানিয়ে দিলাম অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উক্তির মাধ্যমে। ২ নম্বর কারণটা হলো, কোনটা মানসম্পন্ন, কোনটা মানসম্পন্ন নয়, এটার কোনো সর্বজনস্বীকৃত মাপকাঠি শিল্প-সাহিত্যে নেই। জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত ছিলেন না। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসু গিয়েছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছে, গিয়ে বলেছিলেন, 'জীবনানন্দ দাশের ওপরে স্মরণসংখ্যা পত্রিকা বের করব, লেখা দেবেন।' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, 'যিনি কবি নন, তাঁর ওপরে স্মরণসংখ্যা বের করার দরকার কী!' অর্থাৎ মান যাচাই কমিটির হাতে দেওয়া হলে জীবনানন্দ দাশের কবিতার বই কোনো দিনও প্রকাশিত হতো না। আমরা কবি জীবনানন্দ দাশের অমিত প্রতিভাকে আঁতুড়ঘরেই গলা টিপে মারতাম।

৩ নম্বর কারণ হলো, যেকোনো বিষয়ে লাইসেন্স-পারমিট দেওয়া মানে দুর্নীতি। তদবির-ঘুষ-ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। আরেকটা বিষয় আছে। তা হলো মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। আমেরিকায় বলা হয়, সংবাদমাধ্যমের অধিকার আছে অশ্লীল জিনিস প্রকাশ করার, এমনকি মিথ্যা খবরও প্রকাশ করার। কেন এটা বলা হয়? কারণ, অশ্লীল বা মিথ্যা প্রকাশ করা যাবে না, এই ক্ষমতা দেওয়া হলে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবে। তারা অশ্লীলতার অজুহাতে, মিথ্যার অজুহাতে শ্লীল বা সত্য প্রকাশেও বাধার সৃষ্টি করবে। এই সুযোগ কাউকে দেওয়া যাবে না। নতুন কবির বা লেখকদের লেখা প্রকাশিত হতে দিতে হবে। সাধারণত যাঁরা নতুন, বিদ্রোহী, নিরীক্ষাধর্মী, তাঁদের লেখার গুরুত্ব বয়স্করা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। স্যামুয়েল বেকেটের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ৪০ বার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলার বিদ্বৎসমাজ লেখক হিসেবে গ্রহণ যত না করেছিল, আঘাত দিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনার জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল তা আমি নিঃশব্দে বহন করেছি।...আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন, তা আমি ওষ্ঠের কাছে ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না।' কাজেই সমকালে নিন্দিত লেখা বা প্রত্যাখ্যাত লেখা ভবিষ্যতে নন্দিত এবং আদরণীয় বলে বিবেচিত হতেই পারে।

তাহলে কি মানহীন বই প্রকাশিত হতেই থাকবে? এ ক্ষেত্রে নির্ভুল করার চেষ্টা করেন। এঁরা কতবার যে সম্পাদনা করেন, ইয়ত্তা নেই। এঁদের ফ্যাক্ট চেকার সম্পাদক আছে, এমনকি বিদেশে বইয়ের এজেন্টরা বড় বড় লেখকের কাহিনির মোড় বদলানোর পরামর্শও দিয়ে থাকেন। ফলে প্রতিটা বই হয় নির্ভুল ও সুসম্পাদিত। সারা পৃথিবীতেই পেইড পাবলিকেশন বা টাকার বিনিময়ে পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপিটা ঠিকঠাকভাবে সম্পাদিত ও সংশোধিত হয়। আর ম্যারাডোনা বা পেলের বই ম্যারাডোনা বা পেলে লেখেন না। পেশাদার লেখকেরা লেখেন। পেশাদার সম্পাদকেরা সম্পাদনা করে দেন। আমাদের দেশে 'পেশাদারি' কথাটার কোনো জায়গাই নেই। দুর্বল লেখা সারা পৃথিবীতেই প্রকাশিত হয়। একজন করে রবীন্দ্রনাথ, মানিক, বিভূতি তো বছরে বছরে জন্মাবেন না। কিন্তু ভুলে ভরা বই বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও বের হয় বলে আমার জানা নেই। এখন তো আরেক সমস্যা। আগে শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক কবিতা ডাকযোগে পাঠাতেন কলকাতায় বুদ্ধদেব বসুর কাছে। বুদ্ধদেব বসু চিঠি লিখতেন, কবিতা মনোনীত হয়েছে, কবিরা জানতেন, তাঁরা কবিই হয়ে এগিয়ে আসতে হবে প্রকাশকদের। আমাদের বেশির ভাগ প্রকাশকের দু-তিনজন বিক্রেতা কর্মচারী ছাড়া আর কোনো কর্মী নেই। কোনো সম্পাদনা পরিষদ নেই। একটা পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে গেলে এটা মানসম্মত হলো কিনা যাচাই-বাছাই করার কোনো বিভাগ নেই। তারপর পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করার কোনো সম্পাদক নেই। উন্নত দেশের প্রকাশনালয়ে পেশাদার সম্পাদকেরা বইটা বারবার পড়ে উঠছেন। এখন সরাসরি ফেসবুকে লিখে প্রকাশ করে ১০০টা লাইক পেয়ে আমি ভাবি যে আমি বড় কবি হয়ে গেছি। আমি বলি, পাড়ায় ভালো ক্রিকেট খেললেই কেউ জাতীয় দলে একবারে সুযোগ পায় না, হাতের কাঁচি ভালো চলে বলেই কেউ সার্জিক্যাল অপারেশন করতে পারবে না। তাকে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স পেতে হবে। কিন্তু লেখালেখি যে কেউ করতে পারেন। পারেন বটে, কিন্তু লেখাও শিখতে হয়। অন্য অনেক কাজের মতো লেখালেখির কাজটাও শিখে আসতে হয়, সাধনা করতে হয়। তেমনি প্রকাশনার কাজটাও শিখে আসা উচিত। বইয়ের ফন্টের সাইজ কী হবে, পাতার সেলাইয়ের পাশে কত জায়গা ফাঁকা থাকবে, বিপরীত পাশে কত, প্রতিটির নিয়ম আছে। আমরা কিছু না জেনে লেখক হয়ে বসে আছি, প্রকাশক হয়ে বসে আছি। আমি প্রকাশক ভাইদের বলব, দয়া করে পেশাদার হোন, পেশাজীবী নিয়োগ করুন। আর শেষ কথাটা বলব সরকারকে। গত বছর করোনার কারণে বইমেলায় সব প্রকাশকের লোকসান হয়েছে। এটা পূরণের জন্য ৫০০ কোটি টাকার বই সরকার কিনে দেশের সব পাঠাগার, স্কুল, কলেজে পাঠাক। তাতে একজন প্রকাশক গড়ে এক কোটি টাকার বই বিক্রি করতে পারবেন। লাখ ত্রিশেক টাকা লাভ হবে। তা দিয়ে দোকান ভাড়া, বিদ্যুৎ-ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন তাঁরা দিতে পারবেন। শুধু দেখতে হবে, মানসম্পন্ন বই যেন প্রকৃত প্রকাশকদের কাছ থেকে কেনা হয়! এই টাকা নিয়ে যেন হরিলুট না হয়!

নতুন প্রজন্ম বই পড়তে চায়। দেশের প্রায় শতভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। অনেকেই জিপিএ-৫ পায়। কৃষকের ছেলে, শ্রমিকের ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। সবার চোখে স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই মা-বাবা চান তাঁদের ছেলেমেয়ে পড়ার বইয়ের বাইরের বইও পড়ুক। তাই তাঁরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে বইমেলায় আসেন। স্কুলে লাইব্রেরি ক্লাস, লাইব্রেরি শিক্ষক এবং লাইব্রেরিতে মানসম্পন্ন বই চাই-ই চাই। তাহলে বাংলাদেশ কেবল মধ্য আয়ের দেশ বা উচ্চ আয়ের দেশ হবে তা-ই নয়, বাংলাদেশ হবে জ্ঞানভিত্তিক আলোকিত দেশ। হবে সম্প্রীতিময় সুসভ্য দেশ।

প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক ও সাহিত্যিক

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

পুতিন পশ্চিমকে কী ‘শিক্ষা’ দিতে যাচ্ছেন?

পুরো রাত জেগে থেকে সকালবেলায় ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি একধরনের ভয় এবং শঙ্কা মাথায় নিয়ে। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, এই ভয় এবং শঙ্কা কি স্রেফ আমার মধ্যেই কাজ করছে? সকালে একটা জটিল ক্লাস নিতে হবে। আমার কি এখন যুদ্ধ নিয়ে ভাবা উচিত হচ্ছে? এই সব ভাবতে ভাবতে যখন মূল রাস্তা পার হয়ে পাশের পার্ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হলো, এখানকার ‘ওপেন লাইব্রেরির’ সামনে প্রতিদিন সকালবেলা শহরের সিনিয়র সিটিজেনদের বেঞ্চে বসে বই পড়ার দৃশ্যটা আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন? বরফে ঢাকা পার্কে প্রতিদিন সকালে অনেক বাচ্চাকে খেলতে দেখা যায়। আজ কেন দেখা যাচ্ছে না? শ্বেতশুভ্র তুষারে ঢাকা মায়াবী এই শহরে কি হঠাৎ কোনো মেঘের ছায়া পড়েছে? সবকিছু কি একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে?

ইউনিভার্সিটিতে এসে মনে হলো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সবাই যে যার মতো ক্লাস নিচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরাও সবাই ক্লাসে এসেছে। আমিও গবেষণা পদ্ধতির জটিল ক্লাসটা স্বাভাবিকভাবে নিয়েই নিজের বাসায় ফিরেছি। বাসায় ফেরার সময় মনে হচ্ছিল, নাহ, আমি মনে হয় একটু বেশিই ভয় পাচ্ছিলাম। যুদ্ধ নিশ্চয়ই বাল্টিক পর্যন্ত আসবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পুতিনের গত রাতে সেই ভাষণ? কোনোভাবেই তো মাথা থেকে যাচ্ছে না।

পরাশক্তিগুলো কখনো অস্ত্র ব্যবসার নামে, কখনো নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য, কখনো শক্তি বাড়ানোর জন্য যুগে যুগে যুদ্ধ বাধিয়ে চলেছে। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হচ্ছে।

এস্তোনিয়ায় থাকছি প্রায় বছর দশেক। মাত্র ১২ লাখ জনসংখ্যার বাল্টিক এই দেশটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীন হওয়ার পর দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সব দিক দিয়ে। স্বাধীন হয়ে দেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। সেনবেষ্টনভুক্ত এই দেশটি এরপর ন্যাটোতেও যোগ দেয়। গত ১০ বছরে দেশটিতে কখনো কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখিনি। মানুষ যে যার মতো করে নিজেদের জীবন উপভোগ করছে। পৃথিবী প্রথম ই-কান্ট্রি এই দেশ অর্থনীতিতে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বলা হয়ে থাকে বাল্টিকের সবচেয়ে সফল দেশ হচ্ছে এটি। তুষারে ঢাকা উত্তরপূর্ব ইউরোপের নির্মল-শান্ত এই দেশটির মানুষের জীবন আসলেই খুব সহজ-সরল। কোথাও কোনো ‘অন্য রকম’ কিছু হয় না! এই নিয়ে এ দেশের মানুষকে মাঝেমধ্যেই হতাশায় ভুগতে দেখেছি।

কিছুদিন যাবৎ রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে এই দেশেও এর প্রভাব অল্প হলেও পড়তে শুরু করেছিল। সেটি আরও বেড়ে গিয়েছিল দিন দুয়েক আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভাষণের পর থেকে। তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলো এত সহজে স্বাধীন হয়ে যাওয়াটাকে তিনি মানতে পারছেন না। এটিকে তিনি ‘ম্যাডনেস’ বলেছেন! এই ভাষণের পর বাল্টিকের দেশগুলোতে (এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া ও লাটভিয়া) এর প্রভাব পড়েছে। সবার মনেই কেমন যেন একটা শঙ্কা! সেই শঙ্কা হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে গতকাল বুধবার যখন প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ান হামলার অনুমতি দিয়েছেন। এই ভাষণে তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন, ন্যাটো কিংবা আমেরিকা যদি রাশিয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের এমন ‘শিক্ষা’ দেওয়া হবে, যেটা পৃথিবীর মানুষ এর আগে কখনো দেখেনি।

তাঁর এই ভাষণ শুনে আর ঘুম হয়নি রাতে। বারবার মনে হচ্ছিল, কী বোঝাতে চাইছেন তিনি। কী শিক্ষা তিনি পশ্চিমকে দেবেন? সেটা কি পারমাণবিক হামলা? এই সব যখন চিন্তা করছি, তখন খবর আসতে শুরু করেছে, ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার সৈন্য। চারদিক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলে পড়ছে ইউক্রেনে। বারবার মনে হচ্ছিল, এরপর কোন দেশ? ইউক্রেনের পর কি তবে পুতিন বাল্টিক দেশগুলোর দিকে নজর দেবেন? দেশগুলো তো ন্যাটোভুক্ত দেশ। তাহলে সে যে হুমকি দিয়েছেন, সেটার কী হবে? ইউক্রেনে হামলার পর বিশ্বব্যবস্থা কেমন হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বোঝা দায়। তবে এখন এস্তোনিয়ায় বসে আমাকে যে হামলার ভীতি নিয়ে বাস করতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই সব ভাবতে ভাবতে নিজের বাসায় ফিরছি, দেখা হলো আমার পাশের অ্যাপার্টমেন্টে থাকা ইউক্রেন থেকে আসা প্রায় ৫০ ছুঁই লোকটার সঙ্গে। বছর পাঁচেক আগে এস্তোনিয়া এসেছেন একটি আইটি ফার্মে কাজ করতে। ওর পুরো পরিবার থাকে ইউক্রেনে। দেখেই মনে হলো জিজ্ঞেস করি ওর পরিবার কেমন আছে সেখানে? উত্তর শুনে অস্থিরতা আরও বেড়ে গিয়েছে। সে বলছিল, পরিবার আজ খুব ভোরে রাজধানী কিয়েভ থেকে বের হওয়ার জন্য রওনা দিয়েছে। প্রথমে যাবে ইউক্রেনের পশ্চিমের একটা শহরে। ওখানে যদি নিরাপদ মনে হয় থাকবে। নইলে সীমান্ত দিয়ে পোল্যান্ডে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, এরপর? ভদ্রলোক আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম এর উত্তর তার জানা নেই। মুহূর্তে তার পুরো পরিবার শরণার্থী হয়ে যাওয়ার শঙ্কার মধ্যে পড়ে গেছে, যা হয়তো জীবনে কখনো চিন্তাও করেনি।

জানি না এর শেষ কোথায়। পরাশক্তিগুলো কখনো অস্ত্র ব্যবসার নামে, কখনো নিজেদের শক্তি দেখানোর জন্য, কখনো শক্তি বাড়ানোর জন্য যুগে যুগে যুদ্ধ বাধিয়ে চলেছে। মাঝখান থেকে সাধারণ মানুষকে তাদের জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হচ্ছে। শ্বেতশুভ্র মায়াময় ছোট্ট এস্তোনিয়া নামের এই দেশটির মানুষ দুই দিন আগেও নিজেদের নিয়ে অভিযোগ করত, জীবন খুব একঘেয়েমিতে ভরা! সেই মানুষগুলোকেও আজ রাতে বিছানায় যেতে হবে শঙ্কা নিয়ে!

ড. আমিনুল ইসলাম এস্তোনিয়ান এন্টারপ্রেনারশিপ ইউনিভার্সিটির ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনোভেশন বিভাগের সিনিয়র লেকচারার।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

এখন বানানে অরাজকতা, বাক্যে নাশকতা, উচ্চারণে দুরবস্থা

রিন্টু আনোয়ার

বিশুদ্ধতা ও জাতপাত খোয়ানোর পরও ইংরেজি কেন প্রতিপত্তি বিস্তার করে চলছে? ইংরেজি জানা কেন সারা দুনিয়ায়ই স্মার্টনেসের ব্যাপার? বিশ্বের অনেকে বাণিজ্যিক কারণে চীনা ভাষাও শিখছেন। আগে কেবল পণ্ডিতরা শিখতেন, এখন শিখছে অনেক সাধারণ মানুষও। জাপানিজ, কোরিয়ান ভাষা শেখার কারণও এমনই। হিন্দি ভাষা ও সংস্কৃতির আধিপত্য তো চলছেই।

এসব দেখে একটু-আধটু প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত বাংলার হাল কী হবে? হতে পারে এ দুর্বল ভাবনা একেবারেই নিজের। ভাষাকে একঘরে হয়ে যেতে হয় নানা কারণে। সময়-অসময়ে বিভিন্ন ভাষা নেতিয়ে পড়া বা হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস প্রায় একই। অনেকেই মানতে চান না ভাষার সঙ্গে কর্মসংস্থানসহ কর্মজগতের বিশাল সম্পর্কের কথা। মানুষ অজস্র ভাষা সৃষ্টি করতে পারে। আবার পারে অপব্যবহারে, খামখেয়ালিতে ভাষার সর্বনাশ করতেও। কোনো ভাষাকে শক্তিধর রাখতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পদক্ষেপ দরকার। অথচ বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বাড়ানোর কথাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে নারাজ অনেকে। শিক্ষিতদের কেউ কেউ তো এ পক্ষেই। শঙ্কার বিষয়টা ভাষার স্বভাব নিয়ে। টিকে থাকা ও সমৃদ্ধতার প্রশ্নে সব ভাষার স্বভাবই এক। কোনো ভাষাই শুধু আবেগ, চেতনা আর ভালোবাসার ওপর ভর করে টিকে থাকে না। মূল ভিত্তির অক্ষুণ্নতা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তি চায় সব ভাষাই। নয়তো দুর্বল হতে হতে একসময় পড়ে যায় তলানিতে; হারানোর ঝুঁকিতে। বিকৃতি আর শক্তিহীনতার কারণে পৃথিবীর একসময়ের শক্তিধর ভাষাগুলোর কিছু দুর্বল হয়েছে। কিছু হারিয়েই গেছে। বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ভাষায় মেসিডোনিয়ায় আজ কয়জন কথা বলে? পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্মপ্রণেতার অন্যতম যিশুখ্রিষ্টের ভাষাও প্রায় বিলুপ্ত। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, বিশ্ববিজয়ী চেঙ্গিস খানের ভাষা দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভাষা নিয়ে আমাদের গর্ব অন্তহীন। এখন চলছে রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি। ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে এ দেশের মতো আন্দোলন দুনিয়ার কোথাও হয়নি। তাই রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই বাংলার কোনো ক্ষতি হবে না- আশাবাদের এমন প্রচার তো করবই। এই প্রচার বাস্তব করার ফিকির অর্থাৎ সঠিক পদক্ষেপ না থাকলে নেই। বিশ্বের ত্রিশ কোটি লোকের ভাষাটি মোটেই ধনেজনে দুর্বল নয়; যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তার ওপর বাংলার প্রতি আমাদের আবেগ, ভালোবাসা অসীম। কিন্তু শুধু আবেগ, ভালোবাসা, চেতনায় কি ভাষা বা কোনো কিছুর শেষরক্ষা হয়? হয় কি আদেশ-নির্দেশেও?

হুকুম-হাকিমে ভাষা সাধন বা নিয়ন্ত্রণ হয় না। অথচ ভাষা প্রতিষ্ঠায় আমাদের আদালতের নির্দেশনাও রয়েছে। আদালত বলেছেন বাংলা সাইনবোর্ড নিশ্চিত করতে। ২০১৪ সালে ভাষা আন্দোলনের মাস ফেব্রুয়ারির ১৭ তারিখে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ থেকে এ মর্মে আদেশ জারি করা হয়। আদেশে দেশের সব সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়ির নম্বরপ্লেট, সরকারি দফতরের নামফলক এবং গণমাধ্যমে ইংরেজি বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করতে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। এ বিষয়ে যথেষ্ট তদারকিতে সরকারি দফতরের সাইনবোর্ড বা নামফলকের বেশির ভাগ বাংলায় রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলায় সরবরাহের কারণে যানবাহনের ডিজিটাল নম্বরপ্লেটও অনেকটাই বাস্তবায়ন করা গেছে। তবে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ইংরেজিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ ঠেকানো যায়নি। তা আরো বাড়ছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল, দোকানপাট, শিল্প ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, নামফলক ইংরেজিতে লেখা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ইংরেজির চাহিদা বেশি। ভোক্তা বা সেবাগ্রহীতাদের চাহিদার কারণেই তারা এমনটি করছেন। প্রয়োজনে না লাগলে কোনো কিছুরই ব্যবহার বাড়ে না। আর ব্যবহার না হলে বাড়ে না প্রেম-ভালোবাসাও। এটা চেতনার বিষয় নয়। চাহিদাই মূল বিষয়। ভাষা হিসেবে বাংলা জীবন-জীবিকার সঙ্গে কতটা সম্পর্কিত? ছোট্ট এ প্রশ্নটির জবাব খুঁজলেই মিলবে কেন ইংরেজির মতো চাহিদা তৈরি হচ্ছে না বাংলার। আমরা সেটি তৈরি করতে পারিনি। সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই চাহিদা তৈরি করতে না পারায় মার খাচ্ছে বাংলা। সেখানে হরদম ঢুকে পড়ছে ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু ও ফার্সি শব্দ। এটা মোটেই প্রেম বা চেতনার ঘাটতির কারণে নয়। বাংলার প্রতি কোনো অশ্রদ্ধার কারণেও নয়। কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লীগ, পার্টি, ফেডারেশন, ফোরাম, ফ্রন্ট, কমিটি, কমিশন, ইলেকশন, সিলেকশন, ভোট, মিটিং ইত্যাদি মানের বাংলা শব্দ আজো প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলন করা যায়নি। সেই চেষ্টাও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নয়। আবেগ-চেতনা থাকলেও বাংলার উপযোগিতা তৈরি করতে না পারার এ কুফল ভুগতেই হচ্ছে আমাদের। বাংলার তুলনায় ইংরেজির এমন কদর বোধ হয় ব্রিটিশ আমলেও দেখা যায়নি। প্রয়োজন প্রশ্নে আমরা পড়ে গেছি খড়াব ইধহমষধ, ঁংব উহমষরংয- থিওরিতে। রিজিকের তাগিদে আমরা ইংরেজিকে ব্যবহার করি। আর ভালোবাসি বাংলাকে। 'ঘরসংসারের জন্য উপযুক্ত একজন, ভালোবাসার জন্য আরেকজন'- এই বাস্তবতায় চলে গেছে বাংলা। মোটকথা, বাংলা আর বাঙালিকে একই দশায় ঠেলে দেয়া হয়েছে। এই রোগ ও সুযোগেই হয়েছিল বাংলা সাবান, বাংলা কলা, বাংলা কালি, বাংলা মদ, বাংলা টাকা নামকরণ। এমন নামকরণে অমর্যাদাই করা হয়েছে বাংলাকে।

সাবান, কলা, কালি, মদ, টাকার মধ্যে কম দামিগুলোর আগে কুবুদ্ধি করেই সাঁটানো হয়েছিল 'বাংলা' শব্দটি। কোনো কাঠামোতে না এনে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা, জোর করে সর্বস্তরে বাংলা চালুর বাধ্যবাধকতা আরোপ কতটা সঠিক হয়েছে? বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সহ দর্শন, ইতিহাসের বাংলা বইগুলো কি মানসম্পন্ন? বাংলা বইয়ের মাধ্যমে এসব বিষয় বোঝার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন।

সাবান, কলা, কালি, মদ, টাকার মধ্যে কম দামিগুলোর আগে কুবুদ্ধি করেই সাঁটানো হয়েছিল 'বাংলা' শব্দটি। কোনো কাঠামোতে না এনে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম করা, জোর করে সর্বস্তরে বাংলা চালুর বাধ্যবাধকতা আরোপ কতটা সঠিক হয়েছে? বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সহ দর্শন, ইতিহাসের বাংলা বইগুলো কি মানসম্পন্ন? বাংলা বইয়ের মাধ্যমে এসব বিষয় বোঝার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন। ইংরেজিকে পাশ কাটানোর কারণে বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ভালো করে বোঝা সম্ভব নয়। উল্টাপাল্টা বোঝার ঘটনাও ঘটছে। বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার কারণে ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ হওয়ার পথে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইংরেজি বই পড়তে অনেকের নাকানি-চুবানি ছুটছে। তা কি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনকারীদের কাম্য ছিল? এ কাজে যাদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব সেই শিক্ষকরাও লেখাজোখায় ইংরেজিসহ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করছেন। তা ছাড়া বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করতে গিয়ে তারা কখনো কখনো জন্ম দিয়েছেন ভুল প্রতিশব্দের। মূল বাংলা ব্যবহারে ভুলের ছড়াছড়ি তো আছেই। প্রয়োজনের বাইরে আমাদের মানসিক সমস্যাও পিছু ছাড়ছে না। বক্তৃতা, ভাষণ, টিভির টকশোর আলোচনায় পর্যন্ত ইংরেজি-বাংলার উদ্ভট মিশ্র ভাষা বুঝিয়ে দেয়, মাতৃভাষা বাংলাকে আমরা কী চোখে দেখি। সমসাময়িক তরুণ প্রজন্ম এর প্রয়োগ করতে গিয়ে লিখিত-মৌখিক দুইভাবেই এমন সব উদ্ভট শব্দ ছড়াচ্ছে, যা বাংলার জন্য রীতিমতো আতঙ্কের। গল্প-কবিতাসহ উপন্যাস, চলচ্চিত্র-নাটকেও তা সংক্রমিত। সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমগুলো ভাষাকে শক্তিশালী করা ও সঠিকভাবে ব্যবহারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ভাষার শুদ্ধরূপ প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম অভিধানের চেয়েও শক্তিশালী। অনেকের বাড়িতেই এখন অভিধান নেই। থাকলেও সেটি পড়ে থাকে বইয়ের তাকে বা শোকেসে অনাদরে। কিন্তু রেডিও, টিভি বা পত্রিকাহীন কোনো ঘরবসতি বাংলাদেশে নেই। অথচ গণমাধ্যমে বাংলার করুণ দশা। বাংলার প্রমিত বাচনিক রূপটি মোটামুটি হারাতে বসেছে। রূপ নিয়েও মতভেদ। এতে লেখ্য বাংলার অবস্থা নড়বড়ে। বানান নিয়ে অরাজকতা। বাক্য নিয়ে তো রীতিমতো নাশকতা। উচ্চারণে দুরবস্থা। ব্যাকরণের ধোপে টেকে না এমন বাংলা অহরহই চোখে পড়ে। এ নিয়ে কিছু বললে বিরক্ত হন সহকর্মীদের অনেকে। এতে এমন কিসিমের বাংলাঅলারা পুলক পান। তৃপ্তির সঙ্গে গর্ব করেন। কোথাও বাধা না পড়ায় বাহবাও পান। ঠিকভাবে দুই লাইন বাংলা লিখতে জানেন না, কিন্তু মস্ত বাক্যবাগীশের দেখা মেলে অহরহ। ভুলভাল শব্দে বড় বড় কথার খই ফোটে। মাঝে মধ্যে 'ঠাসঠুস' ইংরেজিও বের হয়। শিল্প-সংস্কৃতি, অর্থনীতি সব বিষয়ে চড়া গলায় কড়া আওয়াজে দিব্যি ভালোই চলছে তাদের। কিন্তু ভাষাটার কী সর্বনাশ হচ্ছে। একসময় টেলিভিশনে এবং সাইনবোর্ড বা ব্যানারের লেখা থেকে শেখার সুযোগ ছিল; কিন্তু এখন তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

যে বই দেশপ্রমিকদের পড়া উচিত

নাজিব ওয়াদুদ

পেশাগত জীবনে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক ছিলেন প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ। কিন্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞানী হবেন এমন কোনো লক্ষ্য তিনি শৈশব-কৈশোরে লালন করেননি। এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যা ঘটে থাকে প্রায় সবার বেলায়ই, ছাত্রের পছন্দ-অপছন্দ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা গুরুত্ব পায় না, সে রকম হয়েছিল তার ক্ষেত্রেও। কিভাবে যেন তিনি গাছে উঠে পড়েছিলেন। কিন্তু একবার যখন উঠেছেন তখন উদ্ভিদের এ-ডাল সে-ডাল তো বটেই তার ভেতরেও ঢুকেছেন, যতটা গভীরে এ দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একজন ছেলের পক্ষে ঢোকা তখন সম্ভবপর ছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি করেছেন প্যারিস ও লন্ডনের নামকরা প্রতিষ্ঠান থেকে। তার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নিবেদনের সাথে। ছাত্র-শিক্ষকদের পড়াশোনায় কাজে লাগবে এ রকম বইও লিখেছেন, যেমন 'উদ্ভিদ সমীক্ষা' (১৯৬৬) ও 'প্রাথমিক জীবাণুতত্ত্ব' (২০০৭)। কর্মস্থলে পড়াশোনা করা এবং ছাত্রবান্ধব শিক্ষক হিসেবে তার সুনাম অক্ষুণ্ন ছিল শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি চিত্রশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। শৈশব-কৈশোরের এ লালিত আকাঙ্ক্ষা সেভাবে পূরণ না হলেও শিল্পকলা নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। লিখেছেন এ বিষয়ের ওপর আকর গ্রন্থ- 'শিল্পকলার ইতিকথা' (১৯৬০), 'ইসলামী শিল্পকলা' (১৯৭৮) ও 'মানুষ ও তার শিল্পকলা' (২০০৬)। এভাবে চিত্রশিল্পী না হতে পারলেও, হয়েছেন শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ।

প্রফেসর সামাদের জ্ঞানস্পৃহা ছিল বহুমুখী। নিজের একাডেমিক জগতের বাইরে এত বিচিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থরচনার উদাহরণ খুব কমই আছে। বাংলাদেশে নৃতত্ত্ব নিয়ে তিনিই প্রথম বই লেখেন। 'নৃতত্ত্ব' নামের বইটি বাংলা একাডেমি ১৯৬৭ সালে প্রকাশ করে। এ ছাড়া ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, কৃষি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, কূটনীতি, নানান বিষয় নিয়ে লিখেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে; যখন যা ভালো লেগেছে বিক্ষিপ্তভাবে তার চর্চা করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, আপাতবিক্ষিপ্ত এসব বিষয়ের মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে; যা কিছুই তিনি পড়ুন বা লিখুন না কেন, তার অভিমুখ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং এ ভূখণ্ডের মানুষ। নানান ঐতিহাসিক উত্থান-পতন ও টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটেছে। এখন আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রটিকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে টিকিয়ে রাখা। দ্বিতীয়ত, কেবল টিকিয়ে রাখাই নয়, মর্যাদাবান ও সমৃদ্ধ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে এর বিকাশ ও ক্রমোন্নতি নিশ্চিত করা। কাজটি কঠিন, কারণ জন্মলগ্ন থেকেই বিচিত্র সব জটিলতা রাষ্ট্রটিকে পেয়ে বসেছে; এর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে একেক সময় একেক দিকে ছুটে চলেছে। তার মূল কারণ আত্মপরিচয়ের সঙ্কট। জাতিসত্তার প্রশ্নে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী দ্বিধাহীন বা নিশ্চিত হতে পারেনি। এ দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা আরো গভীর ও জটিল করে তোলার বহুমুখী চক্রান্ত চলে আসছে শুরু থেকেই। এ সঙ্কট অপনোদনে প্রয়োজন যে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান ও চর্চা। এবনে গোলাম সামাদ তাকেই তার নিজস্ব অধ্যয়ন, গবেষণা ও লেখালেখির বিষয় করেছেন। এটি করতে গিয়ে অন্ধের মতো কোনো 'তৈরি' করা তথ্য ও বয়ান গ্রহণ করেননি। কারণ অতীত ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা প্রচলিত অনেক তথ্য ও বয়ানকে সমর্থন করে না। তিনি নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা, ইতিহাস ও সাহিত্য ঘেঁটে এ ভূখণ্ড এবং জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক বৈশিষ্ট্য, আবেগ, বিশ্বাস, প্রবণতা, অভ্যাস, ধর্মাচরণ, ভাষা ও দৈনন্দিনতাকে খুঁজে বের করেছেন এবং তার ভিত্তিতে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিকে শনাক্ত করেছেন; তার পর বলেছেন সমকালে ও ভবিষ্যতে জাতির কী করণীয়। বাঙালি মুসলমান যে, একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী তা তিনি তথ্য-উপাত্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন। তার যাবতীয় জ্ঞানচর্চা মূলত এই একটি বিষয় ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।



খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন সামাদ। মিশতেন সাধারণ মানুষের সাথে। সবজি বিক্রেতা, মুদির দোকানি, রিকশাচালক, দোকানের কর্মচারী, বই বিক্রেতা- এরাই ছিলেন তার দৈনন্দিন আলাপ-গল্পের মানুষ। আর পছন্দ করতেন সাংবাদিকদের সাথে আড্ডা দিতে। সর্বশেষ খবর রাখতেন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের। তার একটা প্রবণতা ছিল লক্ষ করার মতো। সেটি হলো প্রশ্ন করা, বিতর্ক তৈরি করা। আপনি যদি আমেরিকার পক্ষ নেন তো তিনি নেবেন রাশিয়ার পক্ষ। বিতর্কে তিনি প্রতিপক্ষকে উসকে দিতেন, এভাবে জেনে নিতেন তার যুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, ধারণা ও আকাঙ্ক্ষাকে তিনি খুব গুরুত্ব দিতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। যেকোনো বিষয়েই হোক, তার ঠোঁটে উত্তর যেন আগে থেকেই মজুদ থাকত। সহজে রাগ করতেন না, যদিও একবার না বললে হাঁ করানো মুশকিল ছিল। একটি পত্রিকায় লিখতে রাজি করানোর জন্য আমাকে তার পেছনে মাসের পর মাস সময় দিতে হয়েছিল। তার সংসারে আর্থিক অনটন ছিল, চিকিৎসার টাকা জুটত না, তবুও অর্থের প্রত্যাশায় জ্ঞানচর্চা করেননি কখনো। ফরমায়েশি লেখা তাকে দিয়ে লেখানো যেত না।

প্রফেসর সামাদ শেষজীবনে কলামিস্ট হিসেবেই অধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। বাংলাদেশে কলাম বলতেই একদেশদর্শী বয়ানের ফুলঝুরি বোঝায়, যেখানে থাকে কিছু সত্যের সাথে অধিক অর্ধসত্য কিংবা মিথ্যার মিশেলে বানানো আবেগময় কাহিনীর বিস্তার। তিনি এ দুর্নাম থেকে কলামিস্টদের উদ্ধার করেছিলেন। তার কলামগুলো ছিল প্রবন্ধ ও নিবন্ধের মতো, তাতে থাকত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তার ভিত্তিতে নির্বাচিত বিষয়ের বিশ্লেষণ। তার সাথে তিনি নিজস্ব মতামত ও দিকনির্দেশনাও জুড়ে দিতেন; কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে।

বাংলাদেশের শতকরা নব্বই ভাগ (আনুমানিক) বুদ্ধিজীবীই একচক্ষু হরিণের মতো, তারা এক দিকে দেখেন তো আরেক দিক সম্পর্কে থাকেন সম্পূর্ণ অন্ধ। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, তাদের এ পক্ষপাতদুষ্টতা ইচ্ছাকৃত। প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ ছিলেন এ রকম বশংবদতার ঘোর বিরোধী। তিনি কোনো রাজনৈতিক আদর্শ, দল বা গোষ্ঠীর আনুগত্য করেননি। অন্ধভাবে কারো সমর্থন বা বিরোধিতা করতেন না; না ব্যক্তিগত পর্যায়ে না জাতীয় পর্যায়ে, না বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, না ব্যবহারিক জীবনে। কোনো দল বা গোষ্ঠী তার সত্যিকারের আপন ছিল না, তিনিও কোনো দল বা গোষ্ঠীর চিরকালের আপন ছিলেন না। সে জন্য বাস্তব জীবনে তাকে অনেক ভুগতে হয়েছে, আর্থিকভাবে ও সামাজিকভাবেও, যেমন- বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার তার পদোন্নতি আটকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণকর ও করণীয় বিষয়ে কারো রাগ বা বিরাগের পরোয়া করেননি তিনি। স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করেছেন সবসময়। সত্যিকারের জ্ঞানান্বেষী বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিপরীত মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীল মনোভাব। মতভিন্নতাকে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই দেখেছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেই তার বিরোধিতা করেছেন প্রাসঙ্গিক ও প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপন ও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে। অদম্যতা, আনুগত্যহীনতা, বস্তুনিষ্ঠা, স্বাধীন চিন্তা ও পরমতসহিষ্ণুতা তাকে চিন্তক হিসেবে বিশিষ্টতা দিয়েছে এবং সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী হিসেবে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

এবনে গোলাম সামাদ (জন্ম ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯) গত বছরের (২০২১) ১৫ আগস্ট ইন্তেকাল করেছেন। তিনি আর লিখবেন না। কিন্তু যে পরিমাণ রচনা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন সেটি কম নয়। তার প্রকাশিত কয়েকটি বই এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। তার অগ্রন্থিত রচনার পরিমাণও বিপুল। সেগুলোর সঙ্কলন, প্রকাশ ও প্রচার দরকার। এ কথা ঠিক যে, তিনি বিচিত্র বিষয়ে বৈচিত্র্যময় লেখা লিখেছেন। সে কারণে তার অনেক চিন্তা ও মত বিক্ষিপ্ত থেকে গিয়েছে, যা তার সমগ্র রচনাবলি না পড়লে বোঝা ও আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সাধারণ পাঠকের জন্য সেটি কিছুটা কষ্টসাধ্য। সে জন্য এবনে গোলাম সামাদের জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলো পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। এ কাজে গবেষকদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ সম্পর্কে এ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার অবতারণা সম্প্রতি প্রকাশিত তার 'রচনাসংগ্রহ' পড়তে গিয়ে। পরিলেখ প্রকাশনী এটি বের করেছে। তিন খণ্ডের রচনাসংগ্রহে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৯টি বাছাই করা বই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে 'বায়ান্ন থেকে একাত্তর', 'বাংলাদেশে ইসলাম' এবং 'বাংলাদেশ : সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া', দ্বিতীয় খণ্ডে 'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে', 'আত্মপক্ষ' ও 'আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও আরাকান সঙ্কট' এবং তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে 'ইসলামী শিল্পকলা', 'বাংলাদেশের আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি' এবং 'বাংলাদেশ : মানুষ ও ঐতিহ্য'। এ ছাড়া প্রত্যেক খণ্ডে রয়েছে অগ্রন্থিত অনেক রচনা। প্রায় হারিয়ে যাওয়া বেশ কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ ও নিবন্ধও এ রচনাসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। দেশপ্রেমিক নাগরিক এবং জ্ঞানপিপাসু, চিন্তাশীল ও সচেতন পাঠকের জন্য এবনে গোলাম সামাদের এ রচনাসংগ্রহ অবশ্যপাঠ্য।

প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের 'রচনাসংগ্রহ' প্রকাশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত কাজ। এর মাধ্যমে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'পরিলেখ' একটি জাতীয় প্রয়োজন পূরণ করল। সে জন্য 'পরিলেখ'-এর কর্ণধারদের ধন্যবাদ জানাতেই হয়। আমরা আশা করব, 'পরিলেখ' অদূর ভবিষ্যতে তার অন্যান্য বই এবং অগ্রন্থিত রচনাগুলোও প্রকাশ করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এবনে গোলাম সামাদের রচনাসংগ্রহ বাংলা একাডেমির একুশে বইমেলায় পরিলেখ প্রকাশনীর ২৯ নম্বর স্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশ কন্স্যুলেটে একুশ উদযাপন

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্কে সোমবার ২১ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টা হতে দুপুর ১২টা পর্যন্ত "মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২" উদযাপন করা হয়। ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং অমর একুশের চেতনা নিউইয়র্কের মূলধারায় সুপরিচিত করার প্রয়াসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলনে এই আন্তর্জাতিক দিবসটি উদযাপিত হয়। ইউনেস্কো ঘোষিত এ বছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য "প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুভাষায় জ্ঞানার্জন ঃ সংকট এবং সম্ভাবনা"।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ ছাড়াও কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামসহ কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কনস্যুলেটে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ৫২'র সকল মহান ভাষা শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর নির্মিত একটি প্রামান্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম ৫২'র মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে, সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও অবদানের কথা। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারী আজ সারা বিশ্বে বাংলা ভাষা



ও সংস্কৃতিকে বিস্তৃত করছে উল্লেখ করে তিনি পৃথিবীর সকল বিলুপ্ত প্রায় ভাষা সংরক্ষণের জন্য সংশিষ্ট সকলকে আহবান জানান। অমর একুশের চেতনা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যেকার বন্ধুত্ব ও যোগসূত্রকে আরো জোরদার করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি তার বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং ক্রমান্বয়ে তা মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তা বর্ণনা করে মন্ত্রী সকলকে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে একতাবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

ইউএস কংগ্রেসওমেন গ্রেস মেং, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং একুশে পদকপ্রাপ্ত নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভিডিওবার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেলগণ (থাইল্যান্ড, পেরু, বুলগেরিয়া, ভারত) তাদের মাতৃভাষায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের পাশাপাশি (এস্তোনিয়া, পেরু, বুলগেরিয়া এবং ভারতের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করা হয়।

'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী'র মাহেন্দ্রক্ষণে অনুষ্ঠিত অমর একুশের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশী-আমেরিকান নাগরিকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, নতুন প্রজন্ম, কমিউনিটি সদস্যসহ দেশ-বিদেশের বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা ভার্চুয়ালী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ৫২'র সকল মহান ভাষা শহীদদের, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহীদ, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানটি কনস্যুলেটের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে স্বাগতিক দেশের বিধি-বিধান প্রতিপালন করে কনস্যুলেটে এই দিবসটি পালন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির একুশে উদযাপন

এস এম সোলায়মানঃ নিউইয়র্কে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের সর্ববৃহত সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি। গত ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার নিউইয়র্কেও এলমার্স্টে সোসাইটির নিজস্ব ভবনে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ও এক মিনিট নিরবতা পালন করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আবদুর রহিম হাওলাদার। প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম।

সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক এমকে জামান এবং কোষাধ্যক্ষ ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড মেম্বার বীর মুক্তিযোদ্ধা সোহরাব সরকার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাষ্ট বোর্ড মেম্বার একে ফজলে রাব্বী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মাজেদা উদ্দিন, সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ফারুক হোসেন মজুমদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এডভোকেট মজিবুর রহমান, কাজি আশরাফ হোসেন নয়ন, সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও শিল্পকলা একাডেমী ইউএসএ'র সভাপতি মনিকা রায় চৌধুরী, লায়নস ক্লাবের সভাপতি আহসান হাবিব, সোসাইটির সদস্য বিশিষ্ট রিয়েলটর সারোয়ার খান বাবু, নাজমুল আলম শ্যামল, আমেরিকা কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আমিন মেহেদী বাবুসহ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ।

সোসাইটির সদস্য আবুল কাশেম চৌধুরী, সাবেক কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ডালিম, কন্স্যলেট অফিসের আসিফ আহমেদ ও সেলিম রেজা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ





অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কনস্যুলেট জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাথে অতীতের মতই একসাথে কাজ করবে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কন্স্যুলেট। তিনি বলেন, প্রবাসীদের জন্য কন্স্যুলেটের সেবা সব সময় খোলা। বাংলাদেশী কমিউনিটি ও মূলধারার সাথে একজোট কাজ করে যাবো। বর্তমান সরকারের বহুমুখী উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন কনস্যুলেট জেনারেল।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার বলেন, ওমিক্রন ভয়াবহতার কারনে এ বছর বড় করে একুশ উদযাপনের আয়োজন করতে পারিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি সার্বজনীন সংগঠন। প্রতি বছর দুই শতাধিক সংগঠন এই সোসাইটির আয়োজনে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সে জন্য মাস খানেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বড় আয়োজন সম্ভব ছিলো না। সে জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে আগামী বছর ব্যাপক আয়োজনে আমরা একুশ উদযাপন করবো।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রয়াত সভাপতি কামাল আহমেদ, সহ সভাপতি আবদুল খালেক ও সদস্য আজাদ বাকেরসহ করোনাকালীন মৃত বাংলাদেশীদের রুহের মাগফেরাত করে দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন সোসাইটির সাবেক নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মনিকা রায় চৌধুরী। সংগীত পরিবেশন করেন প্রবাসের কণ্ঠশিল্পী কনিকা রায়, করিম হাওলাদার, ভারতী রায় ও শিশু শিল্পীরা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নরসিংদী জেলা সমিতির পুষ্পস্তবক অর্পন

নিউইয়র্কঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক এর পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় গত ২১ ফেব্রুয়ারী উডসাইডের কুইন্স প্যালেস সেন্টারে। শোটাইম মিউজিক কর্তৃক নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো: হারুন অর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক মো: তরিকুল ইসলাম তুহিন, সাবেক সভাপতি মো: জাহিদুল হক খান অরুন, সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব, সহ সভাপতি মো: মাহবুবুর রহমান মুকুল, একুশ উদযাপন কমটির সদস্য সচিব মো: গোলাম কিবরিয়া সহ আরও অনেকে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ইউক্রেন সংকট ও এর সম্ভাব্য প্রভাব

অভিজিৎ বড়ুয়া অভি

ইউক্রেনের বর্তমান সংকটের শিকড় অনেক গভীরে এবং তা অবশ্যই ইউক্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের বেশির ভাগ দেশের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মধ্য ইউরোপে তার কৌশলগত অবস্থানের জন্য ইউক্রেনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনর্গঠন প্রচেষ্টার প্রধান কৌশল হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার, শক্তি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার কৌশল ও পরিকল্পনার অংশ হলো ইউক্রেনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা। পুতিন ইউরোপের দিক থেকে হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইছিলেন। কারণ গত দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার বেশির ভাগ ন্যাটো মিত্র ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব খর্ব করার চেষ্টা করেছে।

এ প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, পুতিন ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিপ্রায় প্রকাশ করছেন একটি রুশ আধিপত্যাধীন বিস্তৃত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার, যা হবে সোভিয়েত যুগের মস্কোর শক্তির মতো। এখন ৬৯ বছর বয়সে এবং সম্ভবত তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে তিনি স্পষ্টতই রাশিয়ার 'কক্ষপথে' ৪ কোটি ৪০ লাখ মানুষের দেশ ইউক্রেনকে সংযুক্ত করতে চান। বস্তুত পুতিন ইউক্রেনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি অঞ্চল হিসাবে দেখেন।

বর্তমান সংকটের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট রচিত হয় ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর। দেশে ও বিদেশে পুতিনের প্রায় সব পদক্ষেপের মূলে রয়েছে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া। তিনি যেন চার শতাব্দীর পুরোনো রাশিয়ান সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে চান। পুতিন সোভিয়েতের ভাঙনকে একটি বিপর্যয় হিসাবে মনে করেন, যা রাশিয়ার পরাশক্তির স্থান কেড়ে নিয়েছিল। তিনি ২২ বছর ক্ষমতায় কাটিয়েছেন রাশিয়ার সামরিক বাহিনী পুনর্গঠন এবং এর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।

পুতিন দাবি করেন, ইউক্রেন ও বেলারুশ মৌলিকভাবে, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়ার অংশ। এ সংকটের অন্য কারণ যুক্তরাষ্ট্র, ন্যাটো ও ইইউর উদ্যোগে ন্যাটোর সম্প্রসারণ এবং ২০০৮ সালে ন্যাটোর বুখারেস্ট সম্মেলনে ইউক্রেনের জন্য একটি সদস্যপদের অ্যাকশন প্ল্যান (গঅচ)। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে-যুক্তরাষ্ট্রের এবিএম চুক্তি বাতিল; ইউক্রেন, জর্জিয়া ও অন্যত্র সরকারবিরোধী অভ্যুত্থানে সমর্থন; ইউক্রেনের সঙ্গে একটি অ্যাসোসিয়েশন চুক্তির জন্য ইইউর পরিকল্পনা এবং ইউরোমাইডান বিক্ষোভে সমর্থন প্রদান, যা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর মধ্যে আস্থা ভেঙে যাওয়ার কারণগুলো ইউক্রেন সংকটের আরেকটি কারণ। রাশিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে আস্থার ক্ষয় শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে জার্মানির একীভূতকরণের সময় দেওয়া মার্কিন ও পশ্চিমা নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের পর।

তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল-ন্যাটোর পূর্বমুখী কোনো সম্প্রসারণ হবে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর ন্যাটো পূর্বদিকে প্রসারিত হয় এবং একসময়ের কমিউনিস্ট বলয়ে থাকা বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশ ন্যাটোতে যোগ দেয়। বাল্টিক রাষ্ট্র লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া একসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। এ দেশগুলো পোল্যান্ড, রোমানিয়া এবং পূর্ব ইউরোপীয় অন্য দেশগুলোর মতো ন্যাটোতে যোগদান করে।

পরিকল্পনা ছিল ইউক্রেনকেও ন্যাটোভুক্ত করার। রুশ প্রেসিডেন্ট ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ এবং এ সামরিক জোটে ইউক্রেনের যোগদানের সম্ভাবনাকে তার দেশের জন্য একটি অস্তিত্বের হুমকি হিসাবে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে ইউক্রেন সরকার প্রকাশ্যে বলেছে, তারা ২০২৪ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য আবেদন করবে এবং ন্যাটোভুক্ত হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও তাদের রয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে ইউক্রেন সংকটের শুরু ১৯৫৪ সালে যখন সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ রাশিয়া-ইউক্রেন একীভূত হওয়ার ৩০০তম বার্ষিকী উদ্যাপনকালে রুশ



সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল রিপাবলিক থেকে ইউক্রেনীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল রিপাবলিকের কাছে ক্রিমিয়াকে হস্তান্তর করেন। যেহেতু উভয় প্রজাতন্ত্রই সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ছিল, তাই এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর সদ্য স্বাধীন ইউক্রেনে ক্রিমিয়ার অবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বৃহত্তর অর্থনৈতিক একীকরণের জন্য একটি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভিক্তর ইয়ানুকোভিচের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নভেম্বর ২০১৩ সালে রাজধানী কিয়েভে বিক্ষোভের মাধ্যমে ইউক্রেনের মূল সংকট শুরু হয়।

বিক্ষোভের মধ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়ানুকোভিচ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর রুশ সৈন্যরা ইউক্রেনের ক্রিমিয়া অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। গণভোটে ক্রিমিয়ানরা রাশিয়ান ফেডারেশনে যোগদানের জন্য ভোট দেয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ক্রিমিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের রুশ নাগরিক এবং রুশ ভাষাভাষীদের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ সংকটটি জাতিগত বিভাজন বাড়িয়ে তোলে এবং দুই মাস পর পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক ও লুহানস্ক অঞ্চলে রাশিয়াপন্থি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইউক্রেন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য একটি গণভোট আয়োজন করে। পূর্ব ইউক্রেনে রুশসমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনী এবং ইউক্রেন সেনাবাহিনীর মধ্যে সহিংসতায় এপ্রিল ২০১৪ থেকে এ পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ২৪ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। জুলাই ২০১৪ সালে ইউক্রেনের পরিস্থিতি একটি আন্তর্জাতিক সংকটে রূপ নেয়। এ সময় ইউক্রেনের আকাশসীমায় মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজকে গুলি করা হলে ২৯৮ জন আরোহীর সবাই নিহত হন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ রাশিয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

২০১৮ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইউক্রেনের কাছে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেয়। অক্টোবর ২০১৮-এ পশ্চিম ইউক্রেনে বৃহৎ আকারের বিমান মহড়ায় অংশ নেয় যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো, যা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া।

২০২১ সালের অক্টোবরে রাশিয়া ইউক্রেনের সীমান্তের কাছে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন শুরু করে। ডিসেম্বরে এক লাখেরও বেশি সৈন্য সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানে ছিল। মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সতর্ক করেছিলেন, রাশিয়া ২০২২ সালের প্রথম দিকে ইউক্রেন আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।

২০২১ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিছু দাবি উত্থাপন করে, যার মধ্যে রয়েছে-ইউক্রেনের উত্তরে ন্যাটোর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং পূর্ব ইউরোপে ন্যাটো সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম হ্রাস করা, ইউক্রেন কখনই ন্যাটোতে যোগদান করবে না, যেসব পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ইতোমধ্যে ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে, সেসব দেশে তাদের বাহিনী অপসারণ করবে এবং ইউক্রেনে ২০১৫ সালের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো মিত্ররা এ দাবিগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং রাশিয়াকে সতর্ক করে দেয়।

ফেব্রুয়ারির শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেন ন্যাটোভুক্ত দেশ পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার সীমান্তে প্রায় তিন হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েনের নির্দেশ দেন। সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ও বিমানবিধ্বংসী অস্ত্র পাঠায়, রাশিয়ার সীমান্তবর্তী ন্যাটো দেশগুলোয় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বাড়ায় এবং পূর্ব ইউরোপে মোতায়েনের জন্য ৮৫০০ সৈন্যকে উচ্চ সতর্কতায় রাখে।

ইউক্রেন সংকট বিশ্ব অর্থনীতিতে ঝড় তুলেছে। এ সংকট জি-৭ দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের একটি যৌথ বিবৃতি জারি করতে প্ররোচিত করে-'যদি রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে, তাহলে তার জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা হবে।'

তবে এর ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য রাশিয়ার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ইউরোপে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। রাশিয়া বিশ্বে প্রাকৃতিক গ্যাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক। দেশটি তার উৎপাদনের ৩৫ শতাংশেরও বেশি রপ্তানি করে এবং এর প্রায় ৭০ শতাংশ পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপে পাঠায়, যার বেশিরভাগই ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় পাইপলাইনটি হলো নর্ড স্ট্রিম ১, যার ক্ষমতা বার্ষিক ৫৫ বিলিয়ন ঘনমিটার।

রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন রাশিয়া থেকে জার্মানিতে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তর করার জন্য নবনির্মিত ১০ বিলিয়ন ডলারের নর্ড স্ট্রিম ২ গ্যাস পাইপলাইন বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস ইতোমধ্যেই তা বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

শুধু গ্যাস নয়, জার্মানির কয়লা আমদানির অর্ধেকেরও বেশি সরবরাহ করে রাশিয়া। রাশিয়ার গ্যাস রপ্তানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে বিশ্ববাজারে তেলের দামের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কারণ গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে ইউরোপীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাবে, যা তেলের দামকে প্রভাবিত করবে। রাশিয়া বিরল খনিজ ও ভারী ধাতুগুলোর একটি প্রধান রপ্তানিকারক, যেমন বিমানে ব্যবহৃত টাইটানিয়াম।

রাশিয়া বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্যালাডিয়াম সরবরাহ করে। তাছাড়া ইউক্রেন সংকট ইউক্রেনীয় শিল্প উৎপাদনও ব্যাহত করবে। ইউক্রেন নিয়নের একটি প্রধান উৎস, যা সেমিকন্ডাক্টর তৈরিতে ব্যবহার হয়। ফলস্বরূপ, মার্কিন সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশ শিল্পসহ বিভিন্ন সেক্টরে সাপ্লাই চেইন বিঘ্নিত হবে। ইউক্রেন ও রাশিয়া উভয় দেশেই প্রচুর পরিমাণে সার উৎপাদিত হয়। এর রপ্তানিতে বাধা ইউরোপের কৃষিকে প্রভাবিত করবে, ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বাড়তে পারে। আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীলতার ধাক্কা বিশ্ববাজারে আঘাত করতে পারে। নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন

(প্রথম পাতার পর)

অভিযান শুরুর পর রাশিয়ার কিছুটা গতি কমেছে। কারণ সীমান্তে ঢুকে পড়া যত সহজ, শহর দখল ততটাই কঠিন। তবে ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধের পরিস্থিতি পালটাচ্ছে বলেও সতর্ক করেছেন তারা।

এদিকে দুই পক্ষের কাছ থেকে আলোচনা ও অস্ত্রবিরতির খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করতে পারে ইসরাইল। দেশটিতেই দুই পক্ষ আলোচনায় বসতে পারে। তবে আত্মসমর্পণের গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, আমরা পালিয়ে যাইনি। অস্ত্রও ছাড়িনি। দেশকে রক্ষা করব আমরা। ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ ২৮টি দেশ। খবর বিবিসি, এএফপি, রয়টার্স, দ্য গার্ডিয়ানসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের।

সকাল থেকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের নানা প্রান্ত থেকে বিস্ফোরণ আর গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। কিয়েভের ত্রোইয়েশনিয়া ও ময়দান স্কয়ারের কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ হয়েছে। এরপর সারা দিনই এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কিয়েভে রাশিয়ার কামান হামলার শব্দ এত বেশি যে, শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে কয়েক মাইল দূরেও শব্দ শোনা যাচ্ছে। শহরের চিড়িয়াখানা ও শুলিভাকা এলাকায় অর্ধশতাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে। কিয়েভের পেরেমোহি অ্যাভিনিউয়ে গাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। ভাসিলকিভের একটি বিমানঘাঁটির কাছে প্রচ- লড়াই হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রুশ সেনারা কিয়েভে হামলায় এই ঘাঁটি ব্যবহারের চেষ্টা করছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী দাবি করে, কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় শহর মাইকোলাইভ থেকে রাশিয়ান সেনাদের সফলভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা। ইউক্রেনের স্টেট স্পেশাল সার্ভিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কিয়েভে ত্রোইয়েশনিয়া জেলায় সিএইচপি-৬ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে দুই পক্ষের সেনাদের লড়াই চলছে। রাশিয়ার সেনারা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়ে রাজধানী কিয়েভ অচল করে দেওয়ার লক্ষ্যে সেখানে এমন হামলা চালাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তারা আরও জানায়, রাজধানী কিয়েভে একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। তবে তারা সেটি প্রতিহত করেছে। তারা আরও বলেছে, ওডেসা বন্দরের কাছে বাণিজ্যিক দুটি জাহাজে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি-ভিডিওতে দেখা যায়-দুপক্ষের সেনারা অস্ত্র তাক করে সতর্ক অবস্থানে আছেন। কোথাও রুশ বাহিনীর গোলায় বিধ্বস্ত ভবনে চলছে উদ্ধার তৎপরতা। অস্ত্র হাতে লড়াইয়ে নেমেছেন বাসিন্দারা। একটি শহরে রুশ সেনার সঙ্গে এক নারীকে তর্ক করতেও দেখা যায়। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, চলন্ত প্রাইভেট কার পিষে দিচ্ছে একটি রুশ ট্যাংক।

এক শহর দখলে নিল রাশিয়া : রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনের দক্ষিণের জাপোরিঝঝায় অঞ্চলের মেলিটপোল শহর দখল করেছে। মেলিটপোল দেশটির একটি মাঝারি আকারের শহর। ইউক্রেনের প্রধান বন্দরগুলোর একটি মারিওপোলের কাছেই মেলিটপোলের অবস্থান। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় রাশিয়ার সেনাদের একটি দল কোনো প্রতিরোধ ছাড়া মেলিটপোলে ঢোকে। শহরে টহলরত রুশ সেনাদের স্বাগত জানায় বাসিন্দারা। প্রাপ্তবয়স্ক অনেকে লাল পতাকা নিয়ে রাস্তায় নামেন।

রাশিয়ার ৩৫০০ সেনা হত্যার দাবি ইউক্রেনের : ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী তাদের ফেসবুক পেজে দাবি করে, তারা আগ্রাসনে জড়িত ৩ হাজার ৫০০ রুশ সেনাকে হত্যা এবং প্রায় ২০০ জনকে বন্দি করেছে। এছাড়া এ পর্যন্ত রাশিয়া ১৪টি যুদ্ধবিমান, ৮টি হেলিকপ্টার ও ১০২টি ট্যাংক হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর এখন পর্যন্ত নিজেদের কত সেনা হতাহত হয়েছে, সে সম্পর্কে রাশিয়া এখনো কিছুই জানায়নি।

আমরা দেশকে রক্ষা করব-জেলেনস্কি : শুক্রবার থেকে গুঞ্জন উঠতে শুরু করে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। শনিবার টুইটারে একটি ভিডিওতে এমন গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ভিডিওতে দেখা যায়, কিয়েভের রাস্তায় সাদামাটা পোশাকে হাঁটছেন জেলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের বাসভবন গরোদেৎস্কি হাউজের সামনের ওই ভিডিওতে জেলেনস্কিকে বলতে শোনা যায়, 'অনলাইনে অনেক ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নাকি সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়েছি এবং নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি এখানেই আছি। আমরা অস্ত্র ছাড়ব না। দেশকে রক্ষা করব।'

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও

(প্রথম পাতার পর)

২০১৯ ও ২০২০ সালের মতো ২০২১ সালেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্কোর ৩৯ রয়েছে। অর্থাৎ গত দুই বছরে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো হেরফের হয়নি।

ফ্রিডম হাউসের 'স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বৈশ্বিক বিস্তৃতি' শীর্ষক বৈশ্বিক স্বাধীনতা প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারবিষয়ক গবেষণায় যুক্ত সংস্থাটি গত বৃহস্পতিবার তাদের এবারের বৈশ্বিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

ফ্রিডম হাউসের এবারের প্রতিবেদনে গত ১০ বছরে অবনতি হয়েছে এমন দেশের একটি তালিকা করেছে। ওই তালিকায় বাংলাদেশের নাম রয়েছে।

ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদনে 'মোটেও স্বাধীন নয়', 'আংশিক স্বাধীন' ও 'স্বাধীন' এই তিনটি শ্রেণিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা মানদ- নির্ধারণ করে থাকে। যেসব দেশ ও অঞ্চলের স্কোর ১ থেকে ৩৪-এর মধ্যে, তাদের 'মোটেও স্বাধীন নয়', ৩৫ থেকে ৭১ হলে তাদের 'আংশিক স্বাধীন' এবং ৭২এর বেশি হলে তাদের 'স্বাধীন' হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২১০টি দেশ ও অঞ্চলের অবস্থান ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর মধ্যে ৮৪টি দেশ ও অঞ্চলে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা রয়েছে। ৬০টি দেশ ও অঞ্চলে এই স্বাধীনতার অবস্থা 'আংশিক স্বাধীন' এবং ৬৬টি দেশ ও অঞ্চল 'মোটেও স্বাধীন নয়' বলা হয়েছে।

২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট স্কোর দাঁড়িয়েছে ১০০এর মধ্যে ৩৯। এর মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের ৪০ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ১৫ এবং নাগরিক স্বাধীনতায় ৬০-এর মধ্যে ২৪ পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ফ্রিডম হাউস বৈশ্বিক স্বাধীনতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে বিবেচনায় নেয়। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক বহুত্ববাদ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ, সরকারের কার্যকারিতা, নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থা, ক্ষমতার ব্যবহার ও স্বচ্ছতাসম্পর্কিত নানা বিষয়।

অন্যদিকে নাগরিক স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিশ্বাস, মানবাধিকার সংস্থাসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা, আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা।

বিশ্বে করোনা আক্রান্ত ছাড়াল

(প্রথম পাতার পর)

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকাল ৭টা পর্যন্ত সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৩ কোটি ৪৬ লাখ ৫৬ হাজার ২৮১ জন।

একই সময়ে করোনায় মারা গেছেন ৫৯ লাখ ৬২ হাজার ৯৯২ জন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৬ কোটি ৪৫ লাখ ৮৯ হাজার ৫৩৪ জন।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ কোটি ৫ লাখ ৫৮ হাজার ২৪৮ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৯ লাখ ৭২ হাজার ৮৩৫ জন।

ইন্দোনেশিয়ায় চীনের ‘ইসলামী কূটনীতি’



মো: বজলুর রশীদ

নোভি বাসুকি, একজন তরুণ লেখক ও সামাজিক মিডিয়া সম্পাদক। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার অনলাইন মিডিয়া ‘দেতিক নিউজ বাহাসা’ উইঘুরদের বেইজিং অলিম্পিক বয়কট নিয়ে বড় নিবন্ধ লিখেছেন। নোভি উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া এ বছরের বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিক নিয়ে চাল চালিয়ে বৈশ্বিক গেমকে ‘কূটনৈতিক বয়কট’ করেছে। মুখ্য কারণ বলা হয়েছে- জিন-জিয়াংয়ে উইঘুর গণহত্যা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে তিনি সান ইয়াত-সেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করেছেন। ২০২০ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে এসে ‘চীনে ইসলাম : পূর্ব ও এখন’ নামে বই প্রকাশ করেন এবং চীনা রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ সঙ্কলন ও প্রকাশনার কাজও করছেন।

নোভি বাসুকি বলেন, গণহত্যার অভিযোগগুলো লন্ডনের সাম্প্রতিক ‘উইঘুর ট্রাইব্যুনাল’ থেকে উদ্ভূত। এর পেছনে রয়েছে ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস, যাদের একটি স্বাধীন সংস্থা বলে দাবি করা হয়। সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্র্যাসি থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে থাকে এবং সিআইএ বা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সাথে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

আরো জানা যায়, ‘উইঘুর ট্রাইব্যুনাল’ মূলত একটি গোয়েন্দা ইপিসোড বা অভিযান। উইঘুর ট্রাইব্যুনালে রয়েছেন প্রবীণ কমিউনিস্টবিরোধী গবেষক অ্যাড্রিয়ান জেঞ্জ। তিনি আগে স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে জিনজিয়াং সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। জেঞ্জ দাবি করেছেন, চীনা সরকার উইঘুরদের ওপর কঠোর জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, ফলে ২০১৮ সাল থেকে উইঘুর জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তিনি দাবি করেন, এটিও গণহত্যা থেকে পৃথক কিছু নয়।

পরিসংখ্যান মতে, ২০১৮ সালে জিনজিয়াংয়ে উইঘুর জনসংখ্যা ছিল ৮.৩৪ মিলিয়ন এবং ২০২০ সালে ১১.৬২ মিলিয়ন অর্থাৎ জনসংখ্য বৃদ্ধির হার ১.১৭ শতাংশ, বিপরীতে হান জাতিগোষ্ঠীর জন্ম হার ০.৮৩ শতাংশ। দেখা যায়, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জেঞ্জ যাকে গণহত্যা বলেছেন, সেটি একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ। চীন জানিয়েছে, অলিম্পিককে সঙ্ঘাতের পরিবর্তে ক্রীড়ার মাধ্যমে বিশ্ব মৈত্রীর একটি ধাপ বলে মনে করা হয়। ক্রীড়াকে রাজনীতিমুক্ত করতে এত দিন যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাই এখন ক্রীড়ায় কূটনীতির বিষাক্ত বাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে তাদের দেশের হাজার হাজার ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদি অলিম্পিক গেমের সৌরভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ পদক্ষেপ অলিম্পিজমের ন্যায়বিচার এবং বন্ধুত্বের প্রতিনিধিত্বকে আঘাত করেছে। ক্রীড়া সভায় অংশ নেয়াও এক মানবাধিকার; সেটিও তারা ভ্রুক্ষেপ করল না।

বেশির ভাগ ইন্দোনেশীয় শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য প্রাথমিকভাবে নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য ও জার্মানি, তার পর যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করেন। এক দশক ধরে চীনা সরকার ইন্দোনেশীয় শিক্ষার্থীদের বেশি করে বৃত্তি দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা বেশি পরিমাণে চীনমুখী হয়েছেন। প্রাথমিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শত শত পূর্ব জাভার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন।

বেইজিংয়ে ইন্দোনেশীয় দূতাবাসের তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালে চীনে ১৫ হাজার ৭৬০ ইন্দোনেশীয় ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা দেশে ইসলামী শিক্ষা শেষে চীনে পাড়ি দিয়েছেন। এক জরিপ অনুসারে চীনের কৃষক-ছাত্ররা ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন না, অন্যান্য কোর্স গ্রহণ করেন। কেউ চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন করেন, কেউ সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত কোর্স অধ্যয়ন করেন।

চীন-মার্কিন কৌশলগত প্রতিযোগিতায়, চীনে শিক্ষিত সব ইন্দোনেশীয় শিক্ষার্থী চীনের দিকে ঝুঁকবেন না, তবে বেশির ভাগই চীনকে সমর্থন করবেন বা অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষ থাকবেন। এটি লক্ষণীয় যে, এসব ছাত্রের প্রবন্ধগুলো চীন ও দক্ষিণ চীন সাগর, বা ইন্দোনেশিয়ার সাথে বিরোধ নিয়ে লেখা নয়। এসব শিক্ষার্থী যখন ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসেন, তখন কেউ ইন্দোনেশিয়ায় চীনা কোম্পানিতে কাজ করেন, আবার কেউ তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় বা শিক্ষা ক্ষেত্রে ফিরে যান বা বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন।

এসব ইন্দোনেশীয় যারা চীনে অধ্যয়ন করে তারা চীনা ভাষা জানেন এবং চীনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখেন, তাই তারা প্রায়ই পশ্চিমা-শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় ছাত্রদের থেকে ভিন্ন, এমনকি বিরোধী মতও উত্থাপন করেন। অন্যান্য দেশের চেয়ে এ মুহূর্তে চীনে খুব বেশি ইন্দোনেশীয় পড়াশোনা করেন না, তবে সংখ্যাটি দ্রুত বাড়ছে। চীন সম্পর্কে তাদের মতামত পশ্চিমা-শিক্ষিত, পশ্চিমপন্থী ইন্দোনেশীয় শিক্ষার্থীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

প্রকৃতপক্ষে চীন একুশ শতকের গোড়ার দিকে ইন্দোনেশিয়ার সাথে ইসলামিক কূটনীতি শুরু করেছিল। ইন্দোনেশীয় মুসলিম ছাত্রদের, বিশেষ করে যারা কৃষক পরিবারের; তাদের চীনের তৃতীয় প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে বৃত্তি দিয়ে থোকে বেইজিং। একই সাথে ইন্দোনেশীয় মুসলিম নেতাদের চীন সফরের আমন্ত্রণ জানানোর সাথে সাথে চীনা ভাষা শেখানোর জন্য কৃষকদের কাছেও শিক্ষক পাঠায়।

চীনও ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে যৌথ প্রকল্প শুরু করেছে। ২০১৮ সালে যখন জিনজিয়াং উইঘুর ইস্যুটি প্রকাশিত হয়, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অভিযোগ করেছিল- চীন ইন্দোনেশিয়ার প্রধান ইসলামী সংগঠনগুলো যেমন- নাহদলাতুল উলামা ও মুহাম্মদিয়াহ বিশাল অঙ্কের আর্থিক সহায়তা দিয়েছে, যাতে ওই সব দলের নেতারা জিনজিয়াং ইস্যু নিয়ে চুপ থাকে। অথচ এই দুই গোষ্ঠীর নেতারা সব দাবি কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন।

চীন ইন্দোনেশিয়ায় ক্রমবর্ধমান অবস্থান ধরে রাখতে সফট পাওয়ারকে প্রসারিত করছে। মিডিয়ায় প্রভাব, শিক্ষায় অংশীদারিত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে চীন এগিয়ে যাচ্ছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো- হুয়াওয়ের ডিজিটাল বুদ্ধিমত্তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, যা ইন্দোনেশিয়ার ৩৩টিরও বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে; সেটিও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। হুয়াওয়ের কর্মসূচির সাথে জড়িত রয়েছে প্রচুর চাকরির সুযোগ। তাই এর জনপ্রিয়তা হু হু করে বাড়ছে ইন্দোনেশিয়ার সমাজে।

প্রোগ্রামটির লক্ষ্য হলো ইন্দোনেশিয়ায় ডিজিটাল রূপান্তরের ধারাকে বাড়ানো; যাতে তরুণরা ডিজিটাল প্রতিভাকে লালন করতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার হুয়াওয়ে সিইও জ্যাকি চেনের মতে, এই ডিজিটাল প্রতিভা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), বিগ ডেটা, ক্লাউড অভিজ্ঞান ও দক্ষতার সাথে জড়িত। উন্নত ডিজিটাল পরিবেশে এসব আবশ্যিক বিষয়। অনেক প্রোগ্রামের মাধ্যমে এসব লক্ষ্য অর্জন করা হবে। আইসিটি একাডেমি এসব বাস্তবায়ন করবে। চীন ও হুয়াওয়ে ৭০টিরও বেশি দেশে এসব কর্মসূচি চালু করেছে।

এ ছাড়াও হুয়াওয়ে তরুণদের নিজের স্টার্ট-আপ তৈরি করতে উৎসাহিত করতে স্পার্ক প্রোগ্রামেরও সূচনা করেছে। ইন্দোনেশিয়ায় প্রোগ্রামটি ২০২০-২১ সালের মধ্যে প্রায় ৫২ হাজার ইন্দোনেশীয়কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। হুয়াওয়ে ডিজিটাল ট্যালেন্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে, কোম্পানিটি ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম টেলিকমিউনিকেশন অপারেটর টেলকোমসেলের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছে।

সমঝোতা স্মারকের অধীনে ৪০০ টেলকোমসেল কর্মচারী হুয়াওয়ের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এসব প্রশিক্ষণে ‘ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন এরিয়ায় নেতৃত্ব’, ‘গ্লোবাল অপারেটর বেঞ্চমার্ক’ এবং ‘টেকনোলজি নলেজ ট্রান্সফার’ ‘ফাইভ-জি গ্রাহক অভিজ্ঞতা ব্যবস্থাপনা’ ‘নেটওয়ার্ক ফাংশন ভার্চুয়ালাইজেশনের’ সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

এ অঞ্চলে ডিজিটাল প্রতিভা বিকাশের বিষয়ে হুয়াওয়ে এবং আসিয়ান ফাউন্ডেশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারকের আকারে অনুরূপ প্রচেষ্টা হয়েছে। এ সহযোগিতা বিশেষভাবে ২০০৮ সাল থেকে হুয়াওয়ের ফ্ল্যাগশিপ গ্লোবাল করপোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি প্রোগ্রামের স্কেল-আপ সংস্করণ, ভবিষ্যতে আসিয়ানেও এ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হবে।

এটি এখন স্বীকার করতেই হবে যে, হুয়াওয়ের ডিজিটাল প্রোগ্রাম ইন্দোনেশিয়ায় চীনের সফট পাওয়ার কর্মসূচির খুব বড় অংশ। এ ছাড়া চীনের বিআরআই বা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। চীনা প্রযুক্তি জায়ান্টদের এসব কাজ চীনকে ইন্দোনেশিয়ার সমাজে ভালো ইমেজ প্রসারে সহায়তা করেছে। এখন ইন্দোনেশিয়ার ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচিতে চীনের নাম সবখানে উচ্চারিত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় অ-ডিজিটাল অবকাঠামো প্রকল্পেও অনেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল রূপ ধারণ করবে যেমন- রেল শিল্প। নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কেত সিস্টেমের পাশাপাশি স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেম ব্যবহৃত হবে। ই-কমার্স ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মও ডিজিটাল হয়ে চীনা পণ্য রফতানিতে অবদান রাখবে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, চীন ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় চীন, চীনা নীতি ও অনুশীলন সম্পর্কেও তথ্য প্রচার করতে সক্ষম। এটি ইঙ্গিত করে যে, বেইজিং কেবল প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও জ্ঞানই রফতানি করছে না, চীনের চিন্তাধারা ও নীতিও রফতানি করছে।

বেইজিং ইন্দোনেশিয়ার সাথে নাতুনা দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ চীন সাগরের অন্যান্য অংশ নিয়ে আঞ্চলিক বিরোধে জড়িত এবং জাকার্তা সামরিক সক্ষমতা বাড়াতে চায়। ২০২১ সালে একটি চীনা সমীক্ষা জাহাজ এবং দু’টি সশস্ত্র উপকূল গার্ড কাটার কয়েক সপ্তাহ ধরে ইন্দোনেশিয়ার জলসীমায় ২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিল। এটি জাতীয় সার্বভৌমত্বের নয়- ড্যাশ লাইন প্রয়োগ করার চীনের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার টহল জাহাজ প্রায়ই জলে চীনা জাহাজের মুখোমুখি হয়, জাকার্তা সেগুলোকে অর্থনৈতিক এলাকায় বিচরণের অধিকার বলে দাবি করে।

শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের উদ্দেশে ইন্দোনেশিয়া বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীতে রাফায়েল যুদ্ধবিমান ও নৌ গ্রুপ আক্রমণকারী সাব-মেরিন আনতে চায়। ইন্দোনেশিয়া ১০ ফেব্রুয়ারি ৪২টির মধ্যে ছয়টি রাফায়েল জরুরি সরবরাহে ফ্রান্সের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ফ্রান্স জানিয়েছে, এ অস্ত্রের চুক্তির মূল্য ৮.১ বিলিয়ন ডলার। ভারতের পর এ অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয় দেশ রাফায়েল বিমান কিনছে। বিমানের ক্রু প্রশিক্ষণ, বেশ কয়েকটি বিমান ঘাঁটির জন্য সাজসরঞ্জাম সহায়তা, দু’টি পূর্ণ মিশন সিমুলেটরসহ প্রশিক্ষণকেন্দ্রও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রাফায়েল যুদ্ধবিমান আন্তর্জাতিক বাজারে খুব জনপ্রিয়।

এরই মধ্যে বাইডেন প্রশাসন ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৩৬টি এফ-১৫ ফাইটার বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। পেন্টাগনের তথ্য মতে, চুক্তিটির মূল্য ১৩.৯ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৭০টিরও বেশি জেট কিনতে চায়।

প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে ফরাসি নেভাল গ্রুপ ইন্দোনেশিয়ার সাথে সাব-মেরিন গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতায়ও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কৌশলগত অংশীদারিত্ব ইন্দোনেশিয়ার সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া নিজ নৌবাহিনীর নেভাল গ্রুপের জন্য দু’টি স্কোর্পিন সাব-মেরিন সংগ্রহেরও চেষ্টা করছে। এরই মধ্যে বাইডেন প্রশাসন ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৩৬টি এফ-১৫ ফাইটার বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। পেন্টাগনের তথ্য মতে, চুক্তিটির মূল্য ১৩.৯ বিলিয়ন ডলার। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৭০টিরও বেশি জেট কিনতে চায়।

প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে ফরাসি নেভাল গ্রুপ ইন্দোনেশিয়ার সাথে সাব-মেরিন গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতায়ও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কৌশলগত অংশীদারিত্ব ইন্দোনেশিয়ার সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া নিজ নৌবাহিনীর নেভাল গ্রুপের জন্য দু’টি স্কোর্পিন সাব-মেরিন সংগ্রহেরও চেষ্টা করছে।

প্রতিরক্ষা চুক্তির অংশ হিসেবে ফরাসি নেভাল গ্রুপ ইন্দোনেশিয়ার সাথে সাব-মেরিন গবেষণা ও উন্নয়ন সহযোগিতায়ও একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কৌশলগত অংশীদারিত্ব ইন্দোনেশিয়ার সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া নিজ নৌবাহিনীর নেভাল গ্রুপের জন্য দু’টি স্কোর্পিন সাব-মেরিন সংগ্রহেরও চেষ্টা করছে।

বিআরআই বা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সক্রিয় বাস্তবায়নের সময় ২০১৬ সালে চীনের ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক কূটনীতি বা ফেইথ ডিপ্লোম্যাসি শুরু হয়েছিল। এর কিছু প্রধান উপাদান রয়েছে। যেমন- সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রেক্ষাপটে জিনজিয়াং নীতি প্রণয়ন। ২০১৮ সালে চীনের জিনজিয়াং নীতির বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় ইন্দোনেশিয়ায় চীনা রাষ্ট্রদূত জিয়াও কিয়ান, ‘জিনজিয়াংয়ের বাস্তব অবস্থা’ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সফরের সময়, তিনি উইঘুরদের বিরুদ্ধে চীনের দমনপীড়নকে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টা হিসেবে প্রণয়ন করেন। সেই সাথে পারস্পরিক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেইজিংকে মধ্যপন্থী ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের মিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন। ২০১৯ সালে ইন্দোনেশিয়ার মুহাম্মাদিয়া সংস্থা চীনের জিনজিয়াং নীতির সমালোচনা করে খোলা চিঠি জারির পর জাকার্তা বিষয়টি নিয়ে মৌন ছিল। মুহাম্মাদিয়া, কাউন্সিল অব উলামা ইন্দোনেশিয়া, বিভিন্ন সংস্থা ও শীর্ষ আলেমদের উইঘুরদের অবস্থা দেখতে জিনজিয়াং সফরের ব্যবস্থা করে থাকে চীন।

২০১৫ সালে চীনা দূতাবাস ইন্দোনেশিয়ার এতিমখানাগুলোতে সাত হাজার ডলার দান করে, ২০১৮ সালে পশ্চিম জাভার গ্রামগুলোতে স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণে অর্থায়ন করে। চীন মুহাম্মাদিয়ার সাথে শিক্ষাসংক্রান্ত বেশ কয়েকটি সহযোগিতামূলক প্রকল্পে কাজ করে। ইন্দোনেশিয়াজুড়ে ৩২টি মুহাম্মাদিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয় চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সহযোগিতা করছে। বিশ্বাসভিত্তিক কূটনীতিতে চীনের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় এমন ধারণা রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে ওয়াশিংটনের সফট পাওয়ার কমছে। চীন মিডিয়া ও শিক্ষাগত সফট-পাওয়ারও প্রসারিত করেছে, যা বেইজিংয়ের ভাবমর্যাদা সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারে।

আসল কথা হলো, কৌশলগত প্রতিযোগিতায় চীন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই ইসলামী সংগঠনের সমর্থনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় চীনের ইসলামী কূটনীতি ফল পেলেও মার্কিন প্রচেষ্টা হালে পানি পায়নি। কাশ্মির, আসাম, হায়দরাবাদে মুসলিম নিপীড়ন, হিজাব বিরোধিতা, আফগানিস্তানে গণহত্যা, ইয়েমেন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও লেবাননে মুসলমানদের দুর্দশা কি এর কারণ?

ভাষা সৈনিক তালিকা প্রণয়ন পর্যালোচনা ও কয়েকটি প্রস্তাবনা

এবং সম্ভাব্য অন্যন্য সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে বাকিদের তালিকা, তাদের কর্মকাণ্ড/অবদান জানতে হবে। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের স্বাধীনতা-ভাষাসৈনিকরা মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্বসূরি আমাদের ইতিহাসের এক এক সূর্যসন্তান। ভাষাসৈনিক তালিকা এবং মুক্তিযোদ্ধা তালিকা আমাদের ভাবী প্রজন্মের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

২. ভাষাশহিদ এবং ভাষাসৈনিকদের স্মরণ ও সম্মাননা : ভাষাশহিদ এবং ভাষাসৈনিকদের স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদের জীবনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি এবং জাতীয়/স্থানীয়ভাবে তাদের নামে রাস্তা, স্থান, ঘাট ও প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করে আমরা তাদের স্মরণ করতে পারি। যে জাতি তার বীরদের সম্মান জানাতে পারে না, সে জাতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মে বীরসন্তান আশা করতে পারে না। ভাষাশহিদ ও ভাষাসৈনিকদের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অনুরূপ সম্মানির ব্যবস্থা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব।

৩. ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ভাষা আন্দোলন তথ্যভান্ডার সৃষ্টি : ভাষা আন্দোলন এবং এর মূল চেতনা এখন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত। মুক্তিযুদ্ধ একান্তভাবে আমাদের; কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও এর চেতনা এখন আর শুধু আমাদের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব এখন ভাষা আন্দোলন এবং ভাষাশহিদ/ভাষাসৈনিকদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। বিশ্বে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এখন আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ২৭ কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা এবং মাতৃভাষীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বে বাংলার অবস্থান ষষ্ঠ। বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখে ‘বাংলা’ হবে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা। সময়ের পরিক্রমায় বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববাসীর প্রত্যাশাও বেড়ে যাবে অনেক।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপকতার পরিধি বিবেচনায় এ বিশাল সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি এখনই শুরু করতে হবে। ভাষা এবং ভাষা আন্দোলন ও এতৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠু সমন্বয়ের স্বার্থে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, তা আপাতত সম্ভব না হলে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ কর্মকাণ্ড যুক্ত করে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম ‘ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়’ বিবেচনা করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন যেমন এক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল; কালে ‘ভাষা ও ভাষা আন্দোলন-বিষয়ক মন্ত্রণালয়’ কিংবা ‘ভাষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়’ গঠনও তেমনই দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এতে ভাষা এবং ভাষা আন্দোলন ও এতৎসম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে নতুন নতুন দিক উন্মোচনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে ‘ভাষা আন্দোলন তথ্যভান্ডার’ গড়ে তোলা সহজতর হবে, যে তথ্যভান্ডার এতদবিষয়ে নতুন নতুন গবেষণার দুয়ার খুলে দেবে যাতে শুধু দেশ নয়, বিশ্বও উপকৃত হবে।

ডা. এম ফারুক ইউ চৌধুরী : ক্যালগেরি, কানাডা প্রবাসী

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন হুমকির মুখে বিশ্ব অর্থনীতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : শেষ পর্যন্ত আর্থিক লেনদেনের বার্তা আদান-প্রদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সুইফট পেমেন্ট নেটওয়ার্ক থেকে রাশিয়াকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশ্চিমা নেতারা। এ বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছে আজ রোববার। বিবৃতিতে বলা হয়, 'রুশ সেনা বাহিনী ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ এবং দেশটির তুলেছে দেশটির সেনাবাহিনী। শনিবার সকাল থেকে রাজধানী কিয়েভসহ বিভিন্ন শহরে রাস্তায় রাস্তায় তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ইউক্রেন সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন হাজার হাজার বেসামরিক লোক।

ইউক্রেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৯৮ জন নিহত এবং দেড় হাজারের বেশি আহত হয়েছেন। রাশিয়া দাবি করেছে, তারা মেলিটপোল শহর দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেন সেনাদের দাবি, রাশিয়ার সাড়ে ৩ হাজার সেনাকে হত্যা এবং ২০০ জনকে বন্দি করেছে তারা। পেন্টাগন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকরা বলছেন, আগ্রাসী অভিযান শুরুর পর রাশিয়ার কিছুটা গতি কমেছে। কারণ সীমান্তে ঢুকে পড়া যত সহজ, শহর দখল ততটাই কঠিন। তবে ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধের পরিস্থিতি পালটাচ্ছে বলেও সতর্ক করেছেন তারা।

এদিকে দুই পক্ষের কাছ থেকে আলোচনা ও অস্ত্রবিরতির খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করতে পারে ইসরাইল। দেশটিতেই দুই পক্ষ আলোচনায় বসতে পারে। তবে আত্মসমর্পণের গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তিনি বলেন, আমরা পালিয়ে যাইনি। অস্ত্রও ছাড়িনি। দেশকে রক্ষা করব আমরা। ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ ২৮টি দেশ। খবর বিবিসি, এএফপি, রয়টার্স, দ্য গার্ডিয়ানসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের।

সকাল থেকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের নানা প্রান্ত থেকে বিস্ফোরণ আর গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসে। কিয়েভের ব্রোইয়েশনিয়া ও ময়দান স্কয়ারের কাছে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ হয়েছে। এরপর সারা দিনই এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কিয়েভে রাশিয়ার কামান হামলার শব্দ এত বেশি যে, শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে কয়েক মাইল দূরেও শব্দ শোনা যাচ্ছে। শহরের চিড়িয়াখানা ও শুলিভাকা এলাকায় অর্ধশতাধিক বিস্ফোরণ হয়েছে। কিয়েভের পেরেমোহি অ্যাভিনিউয়ে গাড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। ভাসিলকিভের একটি বিমানঘাঁটির কাছে প্রচ- লড়াই হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, রুশ সেনারা কিয়েভে হামলায় এই ঘাঁটি ব্যবহারের চেষ্টা করছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী দাবি করে, কৃষ্ণসাগর উপকূলীয় শহর মাইকোলাইভ থেকে রাশিয়ান সেনাদের সফলভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে তারা। ইউক্রেনের স্টেট স্পেশাল সার্ভিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কিয়েভে ব্রোইয়েশনিয়া জেলায় সিএইচপি-৬ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে দুই পক্ষের সেনাদের লড়াই চলছে। রাশিয়ার সেনারা বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়ে রাজধানী কিয়েভ অচল করে দেওয়ার লক্ষ্যে সেখানে এমন হামলা চালাচ্ছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তারা আরও জানায়, রাজধানী কিয়েভে একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে রাশিয়ার সেনাবাহিনী। তবে তারা সেটি প্রতিহত করেছে। তারা আরও বলেছে, ওডেসা বন্দরের কাছে বাণিজ্যিক দুটি জাহাজে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত ছবি-ভিডিওতে দেখা যায়-দুপক্ষের সেনারা অস্ত্র তাক করে সতর্ক অবস্থানে আছেন। কোথাও রুশ বাহিনীর গোলায় বিধ্বস্ত ভবনে চলছে উদ্ধার তৎপরতা। অস্ত্র হাতে লড়াইয়ে নেমেছেন বাসিন্দারা। একটি শহরে রুশ সেনার সঙ্গে এক নারীকে তর্ক করতেও দেখা যায়। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, চলন্ত প্রাইভেট কার পিষে দিচ্ছে একটি রুশ ট্যাংক।

এক শহর দখলে নিল রাশিয়া : রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনের দক্ষিণের জাপোরিঝঝায় অঞ্চলের মেলিটপোল শহর দখল করেছে। মেলিটপোল দেশটির একটি মাঝারি আকারের শহর। ইউক্রেনের প্রধান বন্দরগুলোর একটি মারিওপোলের কাছেই মেলিটপোলের অবস্থান। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় রাশিয়ার সেনাদের একটি দল কোনো প্রতিরোধ ছাড়া মেলিটপোলে ঢোকে। শহরে টহলরত রুশ সেনাদের স্বাগত জানায় বাসিন্দারা। প্রাপ্তবয়স্ক অনেকে লাল পতাকা নিয়ে রাস্তায় নামেন।

রাশিয়ার ৩৫০০ সেনা হত্যার দাবি ইউক্রেনের : ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী তাদের ফেসবুক পেজে দাবি করে, তারা আগ্রাসনে জড়িত ৩ হাজার ৫০০ রুশ সেনাকে হত্যা এবং প্রায় ২০০ জনকে বন্দি করেছে। এছাড়া এ পর্যন্ত রাশিয়া ১৪টি যুদ্ধবিমান, ৮টি হেলিকপ্টার ও ১০২টি ট্যাংক হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর এখন পর্যন্ত নিজেদের কত সেনা হতাহত হয়েছে, সে সম্পর্কে রাশিয়া এখনো কিছুই জানায়নি।

আমরা দেশকে রক্ষা করব-জেলেনস্কি : শুক্রবার থেকে গুঞ্জন উঠতে শুরু করে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি রাশিয়ার সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। শনিবার টুইটারে একটি ভিডিওতে এমন গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ভিডিওতে দেখা যায়, কিয়েভের রাস্তায় সাদামাটা পোশাকে হাঁটছেন জেলেনস্কি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের বাসভবন গরোদেৎস্কি হাউজের সামনের ওই ভিডিওতে জেলেনস্কিকে বলতে শোনা যায়, 'অনলাইনে অনেক ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নাকি সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিয়েছি এবং নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি এখানেই আছি। আমরা অস্ত্র ছাড়ব না। দেশকে রক্ষা করব।'

ইউক্রেন সীমান্তে ৫০০ সেনা পাঠাচ্ছে ফ্রান্স : ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযান শুরুর পর ন্যাটো জোটের অংশ হিসাবে ইউক্রেন সীমান্ত লাগোয়া রোমানিয়ায় ৫০০ সৈন্য মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে ফ্রান্স। শুক্রবার ফ্রান্সের সেনাপ্রধান থিয়েরে বুরখারদ দেশটির সংবাদমাধ্যমের কাছে এ তথ্য জানান। বুরখারদ বলেন, কৌশলগত সার্বভৌমত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রোমানিয়ায় অবস্থানরত সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাটো। আলোচনায় প্রস্তুত দুই পক্ষ : রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্রবিরতি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত আছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। আলোচনার জন্য সম্ভাব্য তারিখ ও ভেন্যু ঠিক করা নিয়ে ক্রেমলিনের সঙ্গে কথা বলছে কিয়েভ। স্থানীয় সময় শনিবার এক ফেসবুক পোস্টে জেলেনস্কির মুখপাত্র সের্গি নিকিফোরভ বলেন, 'আমরা আলোচনায় অস্বীকৃতি জানিয়েছি বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা ঠিক নয়। অস্ত্রবিরতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনায় ইউক্রেন আগেও প্রস্তুত ছিল, এখনো আছে।' নিকিফোরভ আরও দাবি করেন, আলোচনার তারিখ ও ভেন্যু নির্ধারণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আলাপ চলছে। ইসরাইলে নিয়োজিত ইউক্রেনের দূত ইউজিন করনিচাক আভাস দিয়েছেন, ক্রেমলিনের সঙ্গে কিয়েভের আলোচনায় মধ্যস্থতা করতে পারে তেল আবিব। নিউইয়র্ক টাইমসকে তিনি বলেন, 'তারা (ইসরাইল) না বলেনি। তারা বোঝার চেষ্টা করছে যে দাবার বোর্ডে তাদের অবস্থানটা কোথায়। আমরা বিশ্বাস করি, এ বিশ্বে ইসরাইলই একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশ, যার সঙ্গে ইউক্রেন ও রাশিয়া দুই দেশেরই দারুণ সম্পর্ক রয়েছে।'

ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠাবে যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনসহ ২৮ দেশ : রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেনসহ ২৮ দেশ। এছাড়াও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য মিলিটারি সহায়তা দেবে দেশগুলো। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনকে জরুরি অস্ত্র সহায়তা দিতে একটি ৬০০ মিলিয়ন ডলারের স্মারকে সই করেছেন। এতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনকে কোনো ধরনের আইনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জরুরি ভিত্তিতে ইউক্রেনকে ২৫০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বাইডেন। বাকি ৩৫০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সহায়তা প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রতিরক্ষা আইনের ধারা ও সেবার অধীনে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

গতি কমল রুশ বাহিনীর : পেন্টাগন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকরা বলছেন, মাথার ওপরে থাকা যুদ্ধবিমানের সুরক্ষা আর ট্যাংক-কামান নিয়ে অন্য দেশের সীমান্তে ঢুকে পড়া যত সহজ, শহরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং জীবন দিতে প্রস্তুত লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা ততটাই কঠিন। রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ইউক্রেনে সর্বাত্মক যুদ্ধে নামার পর খুব দ্রুতই যুদ্ধের কঠিন অংশটুকু সামনে চলে আসায় তাদের গতি কমেছে। রাশিয়া এখনো জনবহুল কোনো শহর দখলে নিতে পারেনি বলেও জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

ওমিক্রন দিয়েই শেষ হচ্ছে কোভিড মহামারি?

(প্রথম পাতার পর)

শিগগিরই তাদের অনেকে মনে করেন করোনাভাইরাসের ভ্যারিয়েন্টের ওপর প্রচ- চাপ তৈরি হয়েছে এবং তার ফলে এটি দিনে দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এছাড়াও সারা বিশ্বে লোকজনকে টিকা দেওয়ার কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা। এসব থেকে ধরে নেওয়া যায় যে মহামারির সময় ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। তারা বলছেন ইতোমধ্যেই কোভিড মহামারি "শেষ হয়ে যেতে শুরু" করেছে। এটি যে এখন শেষ পর্যায়ে তার লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: মহামারির পরে কী? জীবন কি আগের অবস্থায় ফিরে যাবে, নাকি তৈরি হবে নতুন কোনো পরিস্থিতি? ভাইরাসটি কি এই পৃথিবী থেকে একেবারেই উধাও হয়ে যাবে?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোনো সন্দেহ নেই যে কোভিড থাকবে, কিন্তু সেটি প্যান্ডেমিক হিসেবে নয়, থাকবে এন্ডেমিক হিসেবে। অর্থাৎ আমাদের সামনে কোভিড-পরবর্তী নতুন এক বিশ্ব আসন্ন যেখানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মহামারির মতো এতো মানুষের মৃত্যু না হলেও, এই অসুখটি আর দশটি সাধারণ রোগের মতোই থেকে যাবে।

বাংলাদেশে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টে সংক্রমণ ৮০ শতাংশের উপরে, স্বাস্থ্যের ডিজি

টিকা নেবার পরও লোকে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছে কেন?

অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্তদের দেহে যেসব উপসর্গ দেখা দেয়

ইউরোপ-আমেরিকায় অমিক্রনের ঢেউ, রেকর্ড সংখ্যায় সংক্রমণ

বিজ্ঞানীরা বলছেন, সাধারণ রোগের মতো কোভিড থেকে যাবে আমাদের জীবনে।

মহামারি শেষ হওয়ার শুরু?

যুক্তরাজ্যে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর জুলিয়ান হিসকক্স বিবিসির স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা জেমস গ্যালাহারকে বলেছেন, "বলা যায় যে এরকম পরিস্থিতিতে আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। বলতে পারেন মহামারি শেষ হতে শুরু করেছে। অন্তত পক্ষে যুক্তরাজ্যে। আমার মনে হয় ২০২২ সালে আমাদের জীবন প্যান্ডেমিকের আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।

করোনাভাইরাসের দুর্বল ভ্যারিয়েন্ট - অমিক্রনই তার অন্যতম লক্ষণ। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই ভ্যারিয়েন্ট যত বেশি ছড়াবে ভাইরাসটি ততোই দুর্বল হয়ে পড়বে। এবং এর মধ্য দিয়েই অবসান ঘটবে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্য সঙ্কটের।

কিন্তু বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এ এস এম আলমগীর মনে করেন না যে খুব শীঘ্রই বর্তমান মহামারির অবসান হচ্ছে।

গেলো দুই সপ্তাহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দুই শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে উঠে গেছে।

তিনি বলেন, "গত একশ বছরে শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন ভাইরাসের প্যানডেমিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সেসব মহামারি এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। সেই বিবেচনায় হয়তো বলা হচ্ছে যে এটাই হয়তো শেষ বছর। কিন্তু এখানে অন্য প্রশ্নও রয়েছে।

দুটো সম্ভাবনা আছে। আমরা অমিক্রনের যত মিউটেশন দেখছি সেটি আবার ততোই সংক্রমিত হচ্ছে। যখনই ভাইরাস ব্যাপক ট্রান্সমিশনে থাকে তখন ভাইরাসের আরো বেশি মিউটেশনের সম্ভাবনা থাকে। তখন হয়তো ভাইরাসটি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। আবার শক্তিশালীও হতে পারে। একারণে প্যান্ডেমিক শেষ হয়ে যাচ্ছে কীনা সেটা বলার জন্য আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে,চ বলেন তিনি।

যেখানে এখনও প্রতিদিন ২০/২৫ লাখের ওপর রোগী হচ্ছে, পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে সেখানে কোনো ভ্যারিয়েন্ট দুর্বল হয়ে যাচ্ছে- এই ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো সময় এখনও আসেনি।

টিকার কারণে করোনাভাইরাস ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

মহামারি শেষ হওয়ার কারণ

এর পেছনে মূল কারণ দুটো: একদিকে ভাইরাসের দুর্বল হয়ে পড়া এবং অন্যদিকে ভাইরাসের হোস্ট অর্থাৎ মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, গত দুবছরে পৃথিবীর ৩২ কোটিরও বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং এর হাত থেকে রক্ষা পেতে বহু মানুষ টিকা নিয়েছে, যার ফলে তাদের দেহে ভাইরাসটি প্রতিরোধ করার জন্য এন্টিবডি তৈরি হয়েছে।

এটিকে প্রতিরোধের জ্ঞানও তৈরি হয়েছে মানুষের দেহে।

চীনের উহান শহরে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে যখন নতুন এই ভাইরাসটির উৎপত্তি হয় তখন দেহের রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থার কাছে এটি ছিল একেবারেই অচেনা অজানা, ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি ভাইরাস এবং এর সাথে কিভাবে লড়াই করতে হবে সেই জ্ঞানও তাদের ছিল না। একইসঙ্গে এর কোনো ওষুধ ছিল না, ছিল না কোনো টিকাও।

কিন্তু এর মধ্যে মানুষের দেহে কোভিড মোকাবেলার ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা এখন ভাইরাসটি সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি জানে। এটিকে পরাস্ত করার অভিজ্ঞতাও তাদের হয়েছে।

প্রতি মুহূর্তের এই লড়াইয়ের ফলে ভাইরাসটি রূপান্তরিত হতে হতে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবিষয়ে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি আগের যেকোনো ভ্যারিয়েন্টের তুলনায় অনেক বেশি সংক্রামক হলেও, রোগীকে আগের মতো কাবু করতে পারে না এবং এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি কিংবা মৃত্যুর হারও অনেক কম।

কোভিড বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেই বিক্ষোভ হচ্ছে।

কিন্তু সারা বিশ্বেই কি প্রতিরোধের এই চিত্রটা একই রকমের?

পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় দরিদ্র দেশগুলোতে খুব কম সংখ্যক মানুষই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এসব দেশে টিকাও দেওয়ার হারও অনেক কম।

ফলে দরিদ্র দেশগুলোতেও মহামারি এখন শেষ পর্যায়ে- একথা কি বলা যাবে?

মনে রাখতে হবে এসব দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কম হলেও মানুষের দেহে ভাইরাসটি প্রতিরোধের ক্ষমতা কিন্তু এখনও সেভাবে তৈরি হয়নি।

আইইডিসিআরের বিজ্ঞানী মি. আলমগীর বলেন, সারা বিশ্বে এখনও কিন্তু সমানভাবে টিকা দেওয়া যায়নি।

স্বাভাবিক সংক্রমণ থেকে যে এন্টিবডি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয় সেটা কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তবে যদি আমরা টিকার পরিমাণ বাড়াতে পারি, বিশ্বের অন্তত ৭০ ভাগ মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে পারি, তখন পরিস্থিতি অন্যরকম হবে।"

তিনি বলেন, "টিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে এখনও যে বৈষম্য তাতে সবাইকে টিকার আওতায় আনতে কতদিন লাগবে সেটা কেউ জানি না। আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রচুর টিকা দেওয়া হয়েছে। এশিয়াতে এই সংখ্যা কম, আফ্রিকাতে আরো কম। টিকার সমবন্টন যদি হয়, একসাথে যদি সবাইকে টিকা দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ভাইরাসটি প্রতিরোধ করা যাবে। পৃথিবীর এক দেশে বা দুই দেশে কিংবা এক অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ করলেই তো আর মহামারি শেষ হয়ে যায় না। এজন্য সারা পৃথিবীতেই এক সাথে সংক্রমণ ও মৃত্যু দুটোই কমতে হবে।"

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর সামনে দুটো সম্ভাবনা: হয় কোভিড পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে যেমনটা পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে ইবোলো ভাইরাসের বেলায় হয়েছে। অথবা এটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে সাধারণ সর্দি কাশি, এইচআইভি, হাম, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মার মতো রয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোভিডের বেলাতেও ঠিক সেরকমটাই ঘটতে যাচ্ছে।

ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ভাইরোলজিস্ট ড. এলিজাবেটা গ্রোপেলি বিবিসিকে বলেছেন, "আমি খুব আশাবাদী যে আমরা খুব শীঘ্রই এমন এক পরিস্থিতিতে পৌঁছাবো যেখানে ভাইরাসটি ছড়াতে থাকবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ লোকজনকে রক্ষায় আমাদের কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সাধারণ লোকজনের খুব একটা অসুবিধা হবে না।"

মহামারি বিশেষজ্ঞরা একটি রোগকে তখনই এন্ডেমিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করেন যখন সেই রোগের মাত্রা স্থিতিশীল থাকে এবং বোঝা যায় এর পর কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কিন্তু যখন কোনো একটি রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে অতিদ্রুত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে সেটিকে তারা বিবেচনা করেন প্যান্ডেমিক রোগ হিসেবে।

মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই-এ অন্যতম মোক্ষম অস্ত্র-টিকা।

ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের মহামারি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আজরা গানি বলেন, "আমরা খুব দ্রুত এন্ডেমিক পর্যায়ে চলে যাব। মনে হচ্ছে অনেক সময় লাগছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে মাত্র এক বছর আগে লোকজনকে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। এবং এই টিকার কারণে আমরা আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারছি।

তবে এই পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে যদি এমন কোনো নতুন ভ্যারিয়েন্টের আবির্ভাব ঘটে যা মানুষকে গুরুতর অসুস্থ করে দিতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এটা মনে রাখা জরুরি যে এন্ডেমিক রোগ সবসময় দুর্বল হয় না।

কিছু এন্ডেমিক রোগ আছে যেগুলোতে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়,চ বলেন প্রফেসর গানি।

স্মলপক্স কয়েক হাজার বছর ধরে এন্ডেমিক রোগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে যাতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে যতো মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় তার এক তৃতীয়াংশেরই পরিণতি- মৃত্যু। ম্যালেরিয়াও এন্ডেমিক রোগ যাতে আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বে বছরে প্রায় ছয় লাখ মানুষ মারা যায়।

নতুন জীবন

প্রফেসর হিসকক্স মনে করেন পরিস্থিতি আবারও খুব বেশি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

"নতুন ভ্যারিয়েন্ট কিম্বা পুরনো ভ্যারিয়েন্ট যা কিছুই আসুক না কেন, বেশিরভাগ মানুষই যখন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হবে তাদের সামান্য একটু সর্দি-কাশি হবে, সামান্য মাথাব্যথা করবে, এবং তারপরেই আমরা ঠিক হয়ে যাব,চ বলেন তিনি। অমিক্রন অতিসংক্রামক হলেও এর ফলে রোগীর গুরুতর অসুস্থ হওয়ার হার কমে গেছে।

তবে কিছু লোক থাকবে, বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং যাদের বড় রকমের শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে, তারা নাজুক অবস্থায় থাকবে এবং এন্ডেমিক কোভিডে তাদের কারো কারো মৃত্যুও হবে। সেকারণে এই ভাইরাস নিয়ে আমরা কীভাবে বসবাস করবো সেবিষয়ে নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রফেসর হিসকক্স বলেন, শীতকালে ফ্লুর কারণে সারা বিশ্বে বহু মানুষের মৃত্যু হয় এবং সেসময় কেউ মাস্ক পরে না অথবা সামাজিক দূরত্বও বজায় রাখে না।

তিনি মনে করেন আগামীতে লকডাউন জারির সম্ভাবনা কম এবং সমাবেশের ওপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। কোভিড টেস্টও হয়তো এবছরেই উঠে যেতে পারে।

তবে এ এস এম আলমগীর বলেন, "মাস্ক পরলে শ্বাসতন্ত্রের রোগের ঝুঁকি যে কমে যায় সেটা কিন্তু মানুষ এখন বুঝতে পারছে। এই মহামারির পর দীর্ঘদিন হয়তো এটা মানতে হবে। স্বাস্থ্যবিধিও হয়তো জীবন থেকে আর হারাবে না। আগামীতে হয়তো নিউ নরমাল বা নতুন এক স্বাভাবিক জীবনে আমাদের প্রবেশ করতে হবে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন মেনে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রিত এক জীবনযাপন করতে হতে পারে।

তবে নাজুক অবস্থায় যারা আছে তাদেরকে হয়তো প্রতি বছর শীতকালের আগে বুস্টার নিতে হবে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চাঙ্গা করার জন্য।

শীতকালে ফ্লুর কারণে কিম্বা কোভিডে- যে কারণেই মৃত্যু হোক না কেন বিষয়টা তো একই দাঁড়ালো। একজন বিজ্ঞানী যেমন বলেছেন, "একজন মানুষ তো দুবার মরতে পারে না।

ম্যারাডোনা ও মেসির মধ্যে কে সেরা?

(প্রথম পাতার পর)

জুড়তে নারাজ অনেকেই। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ম্যারাডোনাকে ছাড়িয়ে গেছেন মেসি।

বিশ্লেষকরা আর্জেন্টাইন খুদেরাজকে এখনই কিংবদন্তিদের কাতারে দাঁড় করাতে রাজি নয়। কারণ একটিই–

ম্যারাডোনা বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন, মেসি জেতাতে পারেননি। তাই এ ম্যারাডোনা-মেসিকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় যেতে আগ্রহী নন অনেকেই।

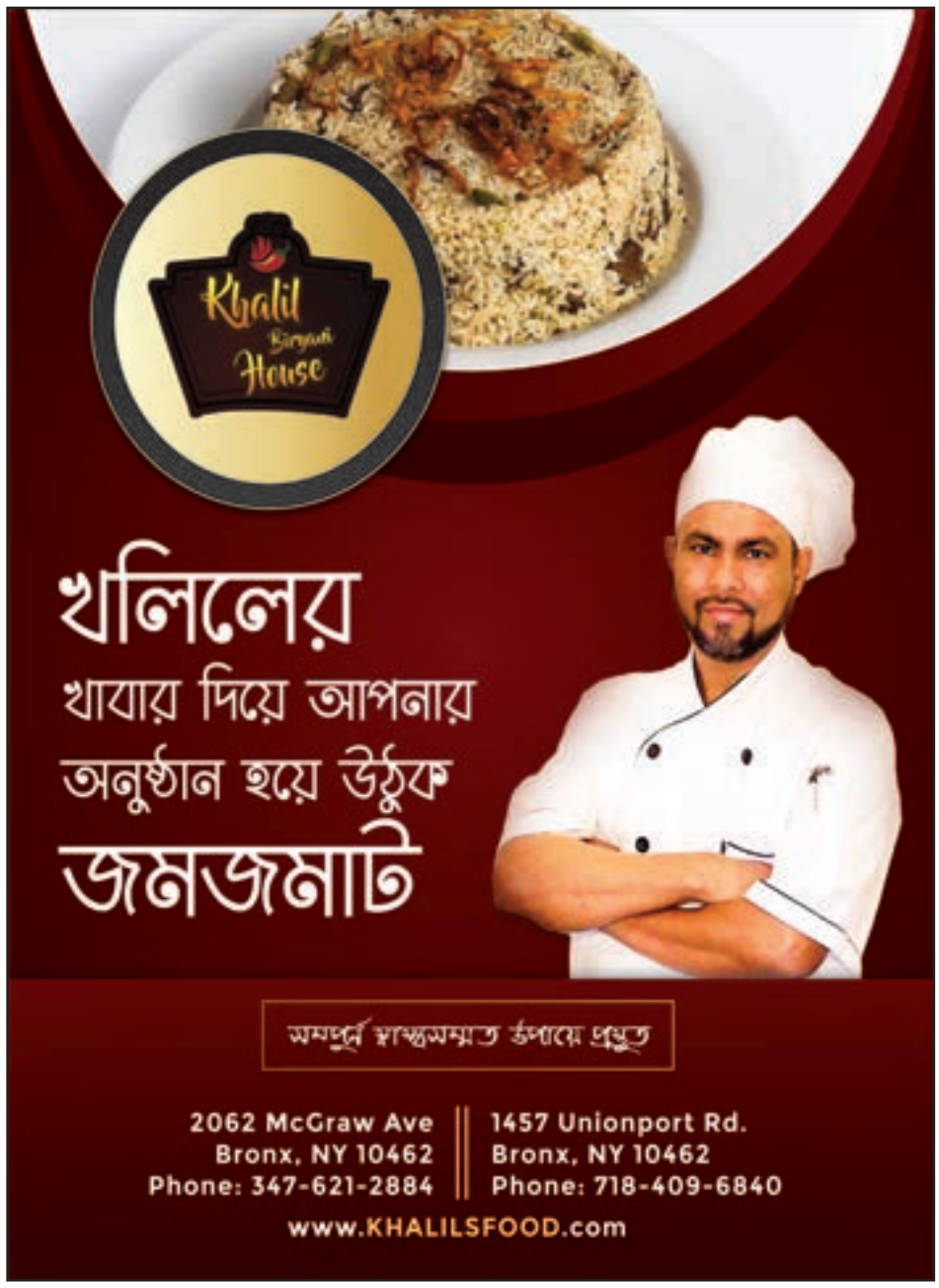
তবে কোপা আমেরিকা জয়ের পর ফের সেই তুলনার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এবারও সেই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন ম্যারাডোনার ছেলে দিয়েগো সিনাগ্রা। যাকে দিয়েগো ম্যারাডোনা জুনিয়র হিসেবেও ডাকা হয়।

কে ইতিহাসসেরা খেলোয়াড়– ম্যারাডোনা নাকি মেসি? এ প্রশ্নের জবাবে মেসির চেয়ে নিজের বাবাকেই এগিয়ে রেখেছেন সিনাগ্রা।

সম্প্রতি আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম দিয়ারিও স্পোর্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিনাগ্রা বলেন, 'আমার বাবার কোনো তুলনা নেই। তার সঙ্গে কাউকে তুলনা করা যায় না। তবে আমার কাছে ফুটবলের ইতিহাসে বাবার পরই মেসির অবস্থান।'

এমন জবাবে মেসির স্তুতিই গাইলেন ম্যারাডোনাপুত্র।

এমন বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি এর আগেও হয়েছিলেন সিনাগ্রা।





IRS Enrolled Agent



Md. Chowdhury Nizam, CEO
BS in Accounting (CUNY)
MBA in Finance (CU)

Contact
917-856-8809
718-350-1323
info@itradeincs.com
www.itradeincs.com

37-66, 72nd St, 3FL
Jackson Heights
New York- 11372

iTrade Inc

আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

আমাদের সেবাসমূহ: IRS e-file



- ট্যাক্স ফাইল
- একাউন্টিং এন্ড পেরোল
- সিটিজেনশীপ ফরম পুরন
- ইমিগ্রেশন ভিসা আবেদন
- গ্রীনকার্ড নবায়ন আবেদন
- হাউজিং এর আবেদন
- সিটি, স্টেট ও ফেডারেল জব সহায়তা

AICPA Member of American Institute of CPAs

IRS ENROLLED AGENT

বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোভিড ভ্যাকসিন উৎপাদনের প্রযুক্তি ও জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের

নিউইয়র্ক: "কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের উৎপাদন প্রযুক্তি ও জ্ঞান অবিলম্বে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনিময় করে নেওয়া উচিত যাতে বাংলাদেশের মতো ঔষধ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলো ব্যাপকহারে ভ্যাকসিন উৎপাদন ও বিতরণ করতে পারে"। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী নিউ-ইয়র্কস্থ জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সাধারণ পরিষদ হলে 'গ্যালভান-াইজিং মোমেন্টাম ফর ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনেশন' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের এক থিমেটিক বিতর্কে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আবদুল মোমেন এমপি। উচ্চ-পর্যায়ের এই ইভেন্টটি আহ্বান করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ শাহিদ। এতে বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, জাতিসংঘ মহাসচিব, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহ-াপরিচালক এবং জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মন্ত্রী ও সিনিয়র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।



কোভিড ভ্যাকসিনকে "সার্বজনীন বিশ্ব সম্পদ" হিসাবে বিবেচনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানের কথা উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, উন্নত দেশ এবং উৎপাদনকারীদের অবশ্যই সমতার ভিত্তিতে কোভ্যাক্স ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর টিকার বৈশ্বিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী টিকার চাহিদা মেটাতে এর উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে এবং বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। এছাড়া বিশ্ব সম্প্রদায়কে টিকা বিষয়ক ভুল তথ্য এবং টিকা জাতীয়করণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবশ্যই একতাবদ্ধ হতে হবে।

বাংলাদেশে কোভিড মোকাবিলা ও এর ব্যবস্থাপনায় সরকার সময়োপযোগী যে সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এক্ষেত্রে তিনি তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা এবং নাজুক জনগোষ্ঠীকে সরাসরি নগদ অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য নিশ্চিত করাসহ সংশিষ্ট বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, ১০১ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ কোভিড-১৯ এর টিকার অন্তত একটি ডোজ গ্রহণ করেছেন। কোভিড অতিমারির কার্যকর মোকাবেলায় আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের জনসংখ্যার অন্তত ৮০% (প্রায় ১৩২ মিলিয়ন) কে টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি"।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব সম্প্রদায়কে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে সবাই নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়। সর্বজনীন টিকা নিশ্চিত করতে এবং মানুষের জীবন ও বিশ্বের অর্থনীতিকে বাঁচাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

একই দিনে জাতিসংঘ সদও দপ্তরের ইন্দোনেশিয়া লাউঞ্জে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন মন্ত্রীর মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন কানাডার মন্ত্রী হারজিত সজ্জনকে রোহিঙ্গা সমস্যার চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেন এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে কানাডার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

জনাব সজ্জন রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে কানাডার সমর্থনের আশ্বাস দেন এবং বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করেন। কানাডায় পলাতক জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মু-জিবুর রহমানের অন্যতম খুনি নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়েও কানাডা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। তিনি কানাডার মন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। কানাডার মন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং অচিরেই বাংলাদেশ সফর করবেন মর্মে জানান।

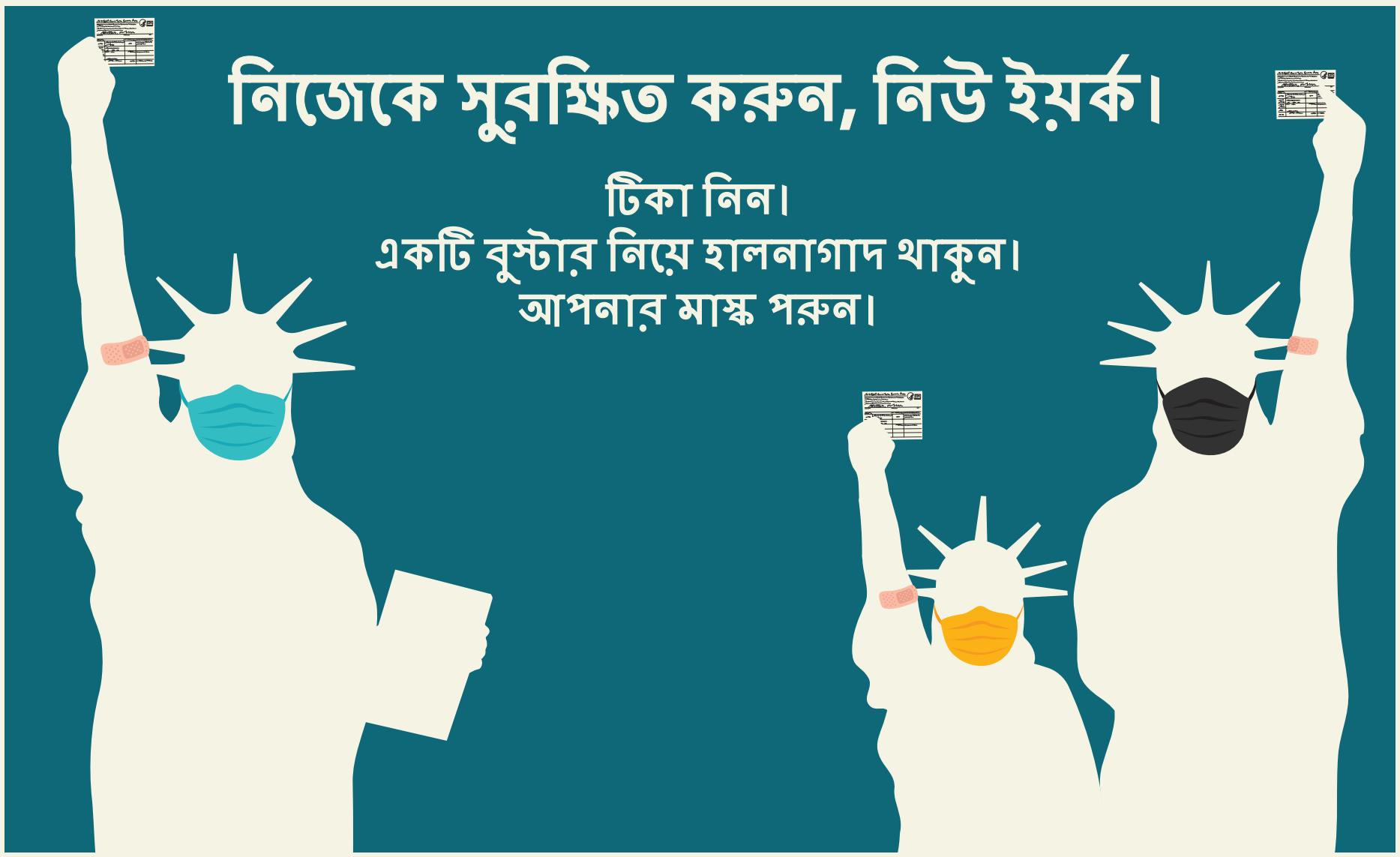
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে সরকারি সফরে নিউইয়র্ক অবস্থান করছেন। পহেলা মার্চ তিনি জাতিসংঘের মহীসোপান সীমা বিষয়ক কমিশনে (সিএলসিএস) বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত সংশোধিত তথ্যাদি উপস্থাপন করবেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





প্যাটারসন ইসলামিক সেন্টারে ঈসালে সাওয়াব অনুষ্ঠিত

নিউজার্সীঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোববার, নিউজার্সী স্টেটের প্যাটারসন শাহজালাল-লতিফিয়া ইসলামিক সেন্টারে উস্তাযুল মুহাদ্দিছিন ও মুফাচ্ছিরিন শায়খুল হাদিস আল্লামা হাবিবুর রহমান মুহাদ্দিস সাহেব (রহঃ) এর স্মরণে ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ জুবায়ের আলীর সভাপতিত্বে মাহফিলে শায়খুল হাদিস আল্লামা হাবিবুর রহমান (রহঃ)'র জীবিন ও কর্মের উপর আলোচনা করেন মাদরাসার প্রিন্সিপাল আল্লামা আব্দুন নুর, মাওলানা মনিরুল ইসলাম, হাফেজ মাওলানা আব্দুল ওয়াকিল, হাফেজ আলা উদ্দিন, হাফেজ তাজ উদ্দিন, মোনাজাত পরিচালনা করেন মসজিদ আল-ফেরদৌসের খতীব হাফেজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ মঞ্জলালী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

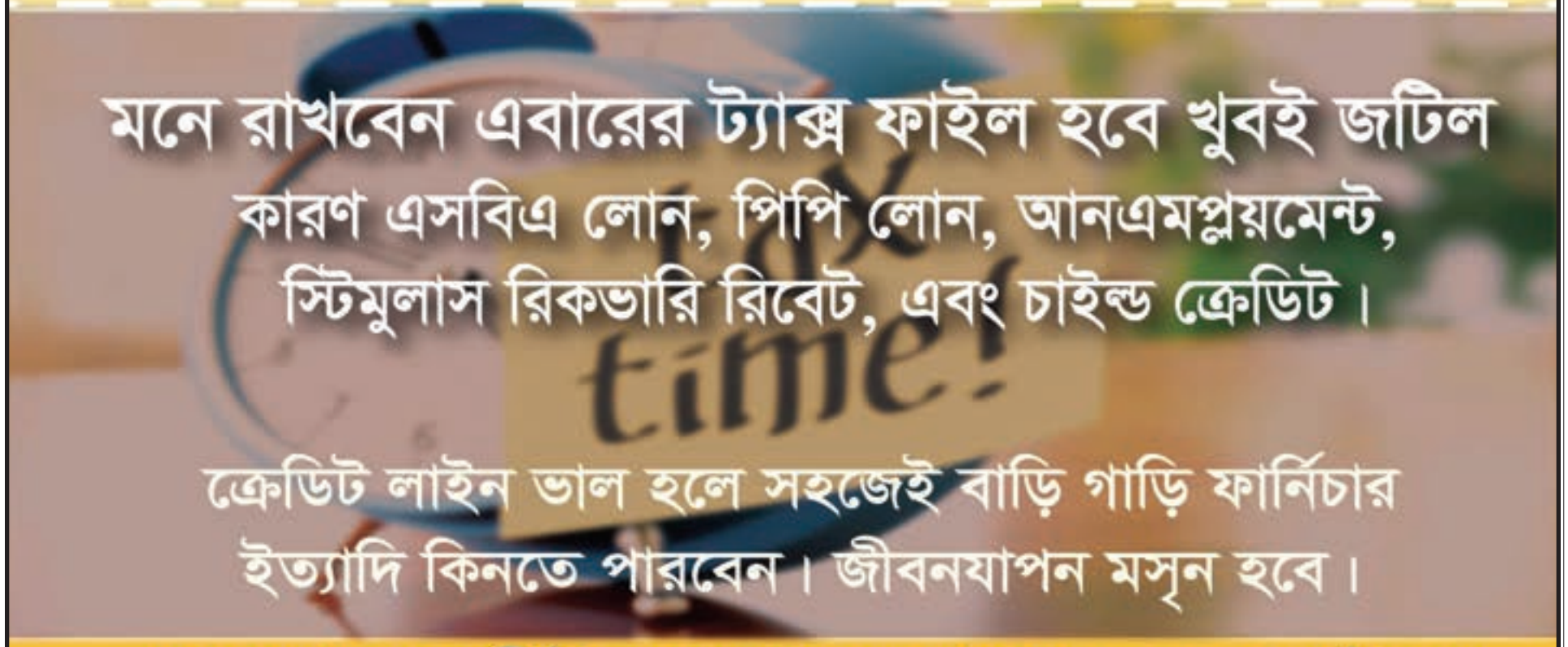


সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।



মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল
কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

প্রিমিয়াম সুপারমার্কেট

এর স্বত্বাধিকারীরা সকলেই মুসলমান।
নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা শুধুমাত্র
হালাল মাংস বিক্রয় করি এবং
আমাদের সকল মাংস সরবরাহকারীরা
হালাল ও জাবিহা হালাল সার্টিফাইড

PREMIUM SUPERMARKET

SELLS NOTHING BUT HALAL MEAT
AND ALL MEAT SUPPLIERS OF
PREMIUM SUPERMARKET ARE
HALAL AND ZABIHA HALAL CERTIFIED

SENIOR DISCOUNT AVAILABLE

PREMIUM SUPERMARKET

SPECIAL OFFER

$5 OFF WITH $99 PURCHASE

$10 OFF WITH $149 PURCHASE

$20 OFF WITH $299 PURCHASE

OFFER VALID TILL MARCH 31, 2022

168-07 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 | TEL : 718-526-1501

256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, NY 11004 | TEL : 718-343-1848

1196 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, NY 11208 | TEL : 718-235-6805

2101 STARLING AVE, BRONX, NY 10462 | TEL : 718-863-0529

74-18 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 | TEL : 718-255-1365











প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির অভিষেক

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন "প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউ এস এ ইনক এর নতুন কার্যকর কমিটির সদস্য ও সদস্যাদের বর্ণাঢ্য অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার। উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী সিরাজগঞ্জবাসীরা ছাড়াও নিউইয়র্ক কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিশনার রাশেদ মান্নান ফয়সালের উপস্থিতিতে প্রধান নির্বাচন কমিশন মোঃ সাইফুল ইসলাম ৩০ সদস্য/সদস্যা বিশিস্ট ২০২২-২০২৩ কার্যকর কমিটিকে শপথ পাঠ করিয়ে অভিষিক্ত করেছেন।

মোঃ ইহতেশামুল হক রোকনীর পবিত্র কোরান থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি মোঃ ইরশাদুল হক রোকনী। নতুন কমিটির শপথ গ্রহনের পর দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল।

অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের আহব্বায়ক মোঃ এস এম নাদির উজ্জ্বল, সদস্য সচিব মোঃ হাসান বিন নোমান রাসেল এবং পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন মোহাম্মদ কাসেম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অথিতি কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার এট লার্জ মইন চৌধুরী, বিশেষ অতিথি সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, লিভার্টি রেনোভেশনের কর্নধার মোহাম্মদ আজাদ, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার সম্পাদক আহসান হাবিব, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সহ সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, এটিএম কামাল পাশা, জেবিবিএ'র সহ সভাপতি জেড আলম নমী, জ্যাকসন হাইটস ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি জেড আর চৌধুরী লিটু, প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির বিগত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ লেবু, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোঃ আহম্মাদ শরীফ খান (মৌসুমী), সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য মোঃ সাই-ফুল বারী সফি ও সদস্য সচিব মোঃ রুহুল আমিন সরকার, নির্বাচন কমিশনের সদস্য রাশেদ মান্নান ফয়সাল, বর্তমান কমিটির উপদেষ্টা মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জাকারিয়া সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম সুজন।





পূর্ণাঙ্গ কমিটি : ১. মোঃ কামরুজ্জামান (কামরুল)- সভাপতি, ২. মোঃ আব্দুর রউফ লেবু- সি: সহ-সভাপতি, এস এম নাদীর উজ্জ্বল- সি: সহ-সভাপতি, এনাম এলাহী তরফদার (আরিফ)- সহ সভাপতি, মোঃ এহতেশামুল হক রোকনী- সহ-সভাপতি, মোঃ আহম্মাদ শরীফ খান (মৌসুমী)-সাধারণ সম্পাদক, মোঃ জহরুল ইসলাম (সুজন)- যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মোঃ রুবেল হাসান মুন্সি-সহ -সাধারণ সম্পাদক, ৩. মোঃ জাকারিয়া সরকার-সাংগঠনিক সম্পাদক, ৪. মোঃ রেজাউল বারী (কোষাদক্ষ), মোঃ হালিম (সহ কোষাধক্ষ), ৫. মোঃ মাহমুদুল হাসান (মার্ক)- (প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক), ৬.রেদওয়ানা বিনতে রাজ্জাক (সেতু)- সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা, মোছাঃ জেসমিন মান্নান মিতা (সহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা), ৭.মোঃ মোমিন মানিক (ক্রীড়া সম্পাদক), মোঃ জহরুল ইসলাম টিপু (সহ-ক্রীয়া সম্পাদক) ৮. মোছাঃ মাকসুদা বারী তুহিন (মহিলা সম্পাদিকা), মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস লিপি (সহ মহিলা সম্পাদিকা), ৯. মোঃ হাবিব- (সমাজ কল্যাণ সম্পাদক), ১০. মোঃ শফিকুল ইসলাম খান (শফিক)- (দপ্তর সম্পাদক), কার্যকরী সদস্য/সদস্যা: মোঃ খান হোসেন বিপু, হাসান বিন নোমান (রাসেল), মোহাম্মদ কাসেম, মোঃ মহিউল ইসলাম (মনি), মোঃ মাসুদ রানা, মোঃ ইসলাম (শফি), অনু হামিদ, দেবব্রত সাহা (দেবু), সেলিম রেজা, মোঃ ফজলুল বারী।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনা করেন রেদওয়ানা বিনতে রাজ্জাক (সেতু) ও সহযোগিতায় ছিলেন মোছাঃ জেসমিন মান্নান মিতা, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেছেন প্রবাসের আলোচিত কণ্ঠশিল্পি শাহ মাহবুব এবং রোকসানা মির্জা।

নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আহম্মাদ শরীফ খান (মৌসুমী) তিনি তার বক্তব্যে এই সংগঠনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেন এবং পাশাপাশি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

পরিশেষে বর্তমান সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল তার বক্তব্যে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও আগামীদিনের কার্যক্রমে সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন। শেষে উপস্থিত সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দ্বিতীয় উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্কঃ সমাপ্ত হলো ২য় বারের মতো আয়োজিত উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসব এবং ঘোষিত হলো "আবৃত্তি দিবস"। এখন থেকে প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারী শেষ শনিবার "আবৃত্তি দিবস" পালন করা হবে।

'ঘুচে যাক অন্ধকার আলোর বর্ণমালায়' এই শ্লোগানকে প্রাণে ধারন করে গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারী তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসব। একক ও দলগতভাবে প্রায় দুই শত আবৃত্তি শিল্পী উৎসবে আবৃত্তি করেন। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবৃত্তিশিল্পী ভয়েজ অব আমেরিকার বাংলা সার্ভিসের সাবেক প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সরকার কবির উদ্দিন ও রোকেয়া হায়দার। অনুষ্ঠানে সম্মানিত গুণী পথিকৃতেরা শুভেচ্ছা জানান উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের উদ্যোগকে এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে এই আয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। কবি আসাদ চৌধুরী ধারনকৃত বার্তা পাঠিয়ে এ উৎসবের আয়োজনকে স্বাগত জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরিবেশিত হয় উত্তর আমেরিকার আমন্ত্রিত আবৃত্তি শিল্পীদের পরিবেশনা। শিল্পীরা দর্শকদের মুগ্ধ করে রেখেছেন তাদের পরিবেশনা দিয়ে। 'পেইন্টেড পোয়েমস' নামক উত্তর আমেরিকা ভিত্তিক আবৃত্তি সংগঠনের রম্য নাটক 'ভূষন্ডীর কাক' পরিবেশনা সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে, যার রচয়িতা ও নির্দেশক ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাজুল ইমাম। উল্লেখ্য, উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের বিগত এবং এবছরের প্রচ্ছদ দুটিও চিত্রশিল্পী তাজুল ইমামের শিল্প কর্ম।

পেইন্টেড পোয়েমস ছাড়াও পুরো উৎসব জুড়ে প্রবাসে কহন, আটলান্টা আবৃত্তি চর্চা, অন্যস্বর টরন্টো, বাচনিক, ললিতকণ্ঠ, ক্রান্তি ও কাব্যকণ্ঠ সহ মোট ৮টি আবৃত্তি সংগঠন অংশ গ্রহন করে। এই ৮টি দলের পরিবেশনা উৎসবে ভিন্নমাত্রা যুক্ত করেছে। প্রবাস জীবনের গতিশীল সময়ের মাঝেও দলগুলো তাদের আবৃত্তি চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি তাদের পরম ভালেবাসায় তাদের নিবেদন এই স্বাক্ষরই রেখে গেছে।

'মায়ের ভাষায় কই কথা' শিরোনামে দুটি পর্বে শিশুদের পরিবেশনা সবার মন ছুঁয়েছে। উত্তর আমেরিকার এই প্রজন্মের ছোটদের চমৎকার পরিবেশনা ছিলো যা বাংলা ভাষার গৌরবকে বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। কবিদের পর্বে উপস্থিত ছিলেন কবি হাসান মাহমুদ, কবি তাপস গায়েন, কবি গৌতম দত্ত, কবি রুদ্র শংকর, কবি তুষার গায়েন, লেখক সেজান মাহমুদ, ছড়াকার মনজুর কাদের।

২০ ফেব্রুয়ারী রোববার রাতে সমাপনী অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেন স্বনামধন্য আবৃত্তি ও অভিনয় শিল্পী লুতফুন নাহার লতা, বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী ও আবৃত্তিশিল্পী মিথুন আহমেদ। সমাপনী অনুষ্ঠানে উত্তর আমেরিকা আবৃত্তি উৎসবের কর্মীরা আবৃত্তির জন্য একটি দিবস ঘোষণা করেন এবং প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ শনিবারকে আবৃত্তি দিবস হিসাবে পালন করার জন্য বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সকল আবৃত্তি প্রেমীদের আহ্বান জানান। এ উপলক্ষে উৎসব আয়োজকদের পক্ষ থেকে একটি ঘোষনা পত্র পাঠ করা হয়।

উৎসবকে বর্নিল করতে আয়োজক নাঈমা সিদ্দিকা'র সম্পাদনায় একটি দৃষ্টি নন্দন স্মরনীকা প্রকাশিত হয়। তিন দিনের এই উৎসবের মিডিয়া পার্টনার ছিলো কানাডার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা টিভি চ্যানেল দেশে বিদেশে। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করেন এই উৎসবের নেপথ্যে যারা গত কয়েক মাস নিরলস কাজ করে গেছেন সেই নয়জন আবৃত্তি কর্মী। তারা হলেন- আফাজউদ্দিন তোতন আহমেদ, মারুনা রাহী, রাশেদ চৌধুরী, রিজোয়ান হৃদয়, নাঈমা সিদ্দিকা, তারেক ইয়াসিন তারেক উজ্জ্বল, রুনি সরকার, সবুজ হক ও দিলারা নাহার বাবু।







সাহিত্য সাময়িকী

আদিম অমৃতে
শফিক ইমতিয়াজ

আদিম অমৃতে ভেসে থাকা বহতা বিস্ময়
তোমার অমোঘ আনন্দের দিকে
অপাপ শিশুর মতো হেঁটে যায় শরীরী শেকড়!
তুমি চির গুন্ঠনভাঙা
নতুন থেকে নতুনতর গণিকা
প্রতিদিন বিচিত্র চাহনি আর কামুক ইশারা
একক সৌন্দর্যে শরবিদ্ধ হায় রসিক নাগরধাম
আমি তোমার লৌকিক নাভিকুন্ড চিনি
অলৌকিক ব্যাসার্ধ রেখায় হাঁটি,
যাবো হিমকেন্দ্রে, যেখানে পাঁচকড়ির হাট
আর জগৎ ছাপিয়ে উঠা গোল ধ্বনি!
আকৈশোর নষ্ট আমি,
স্থিরলক্ষ্য প্রিয়-পতনের দিকে;
তোমার গোপন স্নানঘাটে ঢুকে পড়ি
অযান্ত্রিক ধুয়ে নিই ক্ষতমুখ উপশম জলে
একটি নদীর উৎসমুখ আর
কৃষ্ণপক্ষে ডুবে যাওয়া রহস্যের চাঁদ খুঁজতেই
জন্ম জন্মান্তর!

বারী সুমন-এর দুটি কবিতা
একুশ চির অম্লান

একুশ তিনটি বর্ণের বিশেষায়িত অধ্যায়
একুশ লিখা রবে ইতিহাসের সোনালী পাতায়
একুশ মায়ের শোক বোনের অবিরত ক্রন্দন
একুশ বাঙালীর স্মৃতিকথা প্রাণে প্রাণে স্পন্দন।

একুশ বর্ণমালার জন্য জীবন দেওয়ার মাস
একুশ মাঠে মাঠে জেগে উঠা চিরল সবুজ ঘাস
একুশ ফাগুন মাসে জ্বলে উঠা আগুন
একুশ এলেই বুকের ভেতর দুঃখ জাগে দ্বিগুণ।

একুশ তুমি শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ফুল
একুশ লাল হয়ে উঠা গাছে গাছে পলাশ আর শিমুল
একুশ বিশ্বের বুকে একটি নতুন ইতিহাস
একুশ যুগে যুগে চির অম্লান চির উদ্ভাস।

বাংলা ভাষার উপাখ্যান,
বিচিত্র কুমার

মায়ের মুখে শুনেছি-
আমাদের বাংলা ভাষার উপাখ্যান,
উনিশ'শ বাহান্নর আগে ছিলো না
এই মাতৃভাষার এত সম্মান।

শুনছিলাম ভিনদেশিদের ভাষাই বলে
বলতে হবে আমাদের কথা,
এই খবরে পর্ব বাংলার ছেলেদের
ভীষণ মাথা ব্যথা।

ক্ষিপ্ত হয়ে ছেলেরা সব
গেল রাজ পথে,
শ্লোগান মিছিল চলে দিকেদিকে
'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই শপথে।

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ
মিছিল মিটিং সব নিষিদ্ধ,
রফিক শফিক বরকত জব্বার সহ
হলো আরো অনেকে গুলিবিদ্ধ।

প্রতিবাদের ঝড় উঠে
সমগ্র বাংলা জুড়ে,
স্বীকৃতি পায় বাংলাভাষা
আমাদের ঘরে ঘরে।
বাংলাদেশ

পুষ্পমাসে ঘরে পুষ্পমধু
আহম্মদ হোসেন বাবু

শেষ কাঁপুনিটা জানান দিয়েই চলে গেল মাঘ
এলো ফাল্গুন পবনে আগুন, বাজে জয়ঢাক,
আত্মার মাঝে কার চোখে জ্বলে প্রেম ভরা আলো?
কার আলো দিয়ে মুছে যায় কার আত্মার কালো?

প্রেম জোতিময় প্রেম অক্ষয়, প্রলোভন নয়
প্রেমই শক্তি প্রকৃত শান্তি, নয় পরাজয়,
স্বর্গালোকের পথে পাহাড়ের মতো উতুঙ্গ
অনন্ত প্রেমে চেতনার দ্বীপে বাজে মৃদঙ্গ।

মঙ্গলদ্বীপে বসন্ত রাতে হারানো লজ্জা
অমরত্বের আশা নিয়ে জাগে কুসুমশয্যা,
বিস্মৃতি পথে, তারাহারা আকাশের শূন্যতা
বন্ধ্যাত্বতা ঘোছে প্রেমে, আর মোছে মৌনতা।

সব প্রেমে শিরোনাম দেয়া, জানি বড় দুস্কর
নীরব প্রেমের তুষের আগুনে পোড়ে অন্তর,
প্রগাঢ় প্রণয়ে অনন্ত প্রেম থাকে উজ্জ্বল
ছেঁড়া কাপড়ের ভেতরেও প্রেম সদা প্রোজ্জ্বল।

প্রেম যদি দোষ-রোষ হয় হোক, তবু যাই চলো
রাখাল বালক, ভেড়াকে কখনো ভয় পায় বলো?
আঙুলে আঙুল ছুঁয়ে প্রেমালাপে ছিল সম্মতি
চুম্বনে জাগে সমুদ্র ভরা, মহা-প্রশান্তি।

মৃত্যুকে সাদা কাপড়ে বন্দী করে প্রেম এলো!
বেহিসেবী পথে হিসেবি জীবন ফেলে চলে গেল!
আগামীকাল যে কী হবে? কে জানে কে রাখে হিসাব!
হলুদ শাড়িতে ঘরে ঋতুরাজ, কে খোলে হিজাব!

মাতি আনন্দে, এসো গাই গান বসন্ত বাতাসে
সৌন্দর্যের পূজা করি চলো, ফাগুন সুবাসে,
কোকিলের ডাকে জীবনের জানালায় আলো-ছায়া
ঈশ্বর জানে, অমরত্বের প্রেমময়-মায়া।

কবির মৃত্যুর ঘোষণাপত্র
রফিকুল নাজিম

ধরো
হঠাৎ আমার কোনো হদিস নেই
না আমি কোনো পত্রিকায় আছি
না আছি কোনো ম্যাগাজিনে,
সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক সাহিত্য পাতায়
কোথাও আমার আর কোনো কবিতা নেই।

ধরো
তোমাদের সভাসদ আড্ডায়
কবিতার ভাঁজপত্রে আমি নেই
ফেসবুকীয় পোস্টে দু'চার পঙক্তিতে আমি নেই
তোমাদের জাতীয় কবিতা উৎসবে
আমার কবিতার কোনো শাব্দিক উচ্চারণ নেই
অমর একুশে গ্রন্থমেলায় আমার নতুন বই প্রকাশিত হয়নি,
ধরো
হঠাৎই তোমার বুকের কুঠরি থেকে কর্পূরের মত
নিঃশব্দে বের হয়ে গেছে সর্বশেষ কবিতার লাইন...

তবে তুমি ধরে নিও
আমি আর নেই।
সেদিন আমার মৃত্যুর ঘোষণাপত্র তুমি পাঠ করে দিয়ো।
মাধবপুর, হবিগঞ্জ।

শবে মেরাজ
মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান শাহীন

বোরাকের -ই পাখায় চড়ে
মেরাজে যান নবী,
সৃষ্টির মাঝে দৃষ্টির পরশ
খোদার ঝলক সবই।

নয়ন জুড়ায় কুদরতের-ই
রূপ অপরূপ মেলা,
চাঁদ সুরুজ আর গ্রহ তারা
আপন পথে খেলা।

আল্লাহ পাকের নূরের জ্যোতি
বেহেশতের-ই হাওয়া,
কোমলতায় রাসুল মনে

সুখ সাগরে নাওয়া।

পিতা আদম - মুসা নবী
ফেরেস্তারা চলেন,
জিব্রাঈলের সফর সাথী
আল্লাহ আল্লাহ বলেন।

কথা মালার মধুরতায়
নামাজ এলো পাঁচে ,
স্বর্গ -নরক আলো -আধার
ঈমান নিয়ে বাঁচে।

আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান
আল্লাহ ভালো জানেন ,
শবে মেরাজ রাসুল শানে
নেকীর দিশা আনেন।

একুশ এলেই
সৈয়দুল ইসলাম

একুশ এলেই গর্ব করি
বাংলা ভাষা নিয়ে,
সালাম বরকত রফিক জব্বার
আনল জীবন দিয়ে।

একুশ এলেই বাংলা ভাষার
সার্থকতা বুঝি,
কাব্য গানে বীর বাঙ্গালি
শহীদ ভাইদের খুঁজি।

একুশ এলেই ভাষা শহীদ
দেয় নাড়া দেয় প্রাণে,
হাসিমুখে লড়েছিল
মায়ের ভাষার টানে।

একুশ এলেই শহীদ মিনার
যায় ভরে যায় ফুলে,
রক্তে রাঙা একুশ মোদের
কেমনে যাব ভুলে।

নবনির্বাচিত সিইসি কাজী

(প্রথম পাতার পর)

সাবেক সিনিয়র সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল। ৬৬ বছর বয়সী হাবিবুল আউয়াল পাঁচ বছর আগে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। এরপর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আইন বিভাগে শিক্ষকতা করছিলেন তিনি। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে অবসরে যাওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু পিআরএল বাতিল করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব হিসেবে তাকে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেয় সরকার। ওই চুক্তির মেয়াদ ২০১৬ সালে আরও এক বছর বাড়ানো হয়। এরপর ওই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকেই জ্যেষ্ঠ সচিব হিসেবে ২০১৭ সালে অবসরে যান তিনি।

বিসিএস ১৯৮১ ব্যাচের এই কর্মকর্তা সরকারি চাকরি শুরু করেন মুনসেফ (সহকারী জজ) হিসেবে। ১৯৯৭ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি পান।

২০০০ সালের ডিসেম্বরে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হন হাবিবুল আউয়াল। ২০০৪ সালে হন অতিরিক্ত সচিব। ২০০৭ সালে পদোন্নতি পেয়ে একই মন্ত্রণালয়ের সচিব হন তিনি। সচিব হওয়ার পর ২০০৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আইন মন্ত্রণালয়েই ছিলেন হাবিবুল আউয়াল। বিচার বিভাগের এই কর্মকর্তার আইন সচিব হিসেবে নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে ২০১০ সালে রায় দেন আদালত। আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে হাবিবুল আউয়ালের নিয়োগের সময় নীতিমালা মানা না হওয়ায় আদালত তার নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে।

আইন সচিব থাকা অবস্থায় বিধিবহির্ভূতভাবে দুই বিচারককে অবসরে পাঠানো নিয়েও জটিলতায় জড়িয়েছিলেন হাবিবুল আউয়াল। সংসদীয় কমিটি এ জন্য তাকে তলব করলে তিনি ওই ঘটনার দায় মাথায় নিয়ে ক্ষমাও চান। ওই সব ঘটনার পর ২০১০ সালের এপ্রিলে ধর্ম সচিব করা হয় হাবিবুল আউয়ালকে। পরে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব করা হয়। ২০১৪ সালে সেখান থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়। ওই বছরই পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র সচিব হন তিনি।

২০১৫ সালের জানুয়ারিতে অবসরে যাওয়ার কথা ছিল হাবিবুল আউয়ালের। কিন্তু পিআরএল বাতিল করে তাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেয় সরকার। ২০১৬ সালে আরও এক বছর বাড়ানো হয় চুক্তির মেয়াদ। এরপর ওই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকেই সিনিয়র সচিব হিসেবে ২০১৭ সালে অবসরে যান তিনি।

তিন মেয়ের জনক হাবিবুল আউয়ালের স্ত্রীর নাম সাহানা আক্তার খানম। তার আত্মজীবনীমূলক একাধিক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কাজী হাবিবুল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৬ সালের ২১শে জানুয়ারি। শিক্ষাগত জীবনে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে এলএলবি ও ১৯৭৮ সালে অর্জন করেন এলএলএম ডিগ্রি। এরপর বার কাউন্সিল সনদ পান ১৯৮০ সালে। একই বছর ঢাকা জেলা বার এসোসিয়েশনের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৮১ সালে বিসিএস উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন তিনি। এরপর ধারাবাহিক পদোন্নতি পেয়ে কাজী হাবিবুল আউয়াল জেলা জজ হন ১৯৯৭ সালে।

কর্মজীবনে কাজী হাবিবুল আউয়াল বাংলাদেশ আইন কমিশনের সচিব, শ্রম আদালতের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। সহকারী সচিব ও পরবর্তীতে উপ-সচিব হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেষণেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

দীর্ঘ ৩৪ বছরের সরকারি চাকরি জীবনে কাজী হাবিবুল আউয়াল দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নেন। ভ্রমণ করেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, চেক রিপাবলিক, পাকিস্তান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, নিউজিল্যান্ড, নেপাল, কানাডা, জাপান, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ঘানা, সাউথ কোরিয়া, ফিলিপিন ও হংকং।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বিভিন্ন সংস্থায় রিসোর্স পারসন হিসেবে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, পুলিশ স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টার, ফরেন সার্ভিস একাডেমি, জুডিশিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এ প্রশিক্ষণও দিয়ে আসছিলেন।

স্বদেশি বোনকে রক্ষায় ইউক্রেন

(প্রথম পাতার পর)

২৮ বছর। স্ত্রী-সন্তান নেই। ঝাড়া হাত-পা। পোল্যান্ডে নিরাপদ আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু নিকপোলে আটকে পড়া বাংলাদেশি এক নারী ও তার সন্তানকে ফেলে যাবেন না বলে যুদ্ধপীড়িত ইউক্রেনে রয়ে গেছেন তিনি।

নিকপোলে রোমান ছাড়াও বাংলাদেশি আছেন আরও তিনজন- আবদুর রহমান, আজমেরি রহমান ও তাদের চার বছর বয়সী সন্তান। আবদুর রহমান রোমানের সহকর্মী। ব্যবসার কাজে রয়েছেন পোল্যান্ডে। রাশিয়ার হামলা শুরু হওয়ায় ফিরতে পারেননি স্ত্রী-সন্তানের কাছে। রোমান দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের পোল্যান্ডে পৌঁছে দেবেন। স্বদেশি বোনকে বিদেশ বিভুঁইয়ে যুদ্ধের ময়দানে একা ফেলে যাবেন না।

ইউক্রেনে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের ১৫ দিনের ভিসা দিয়ে আশ্রয় দিচ্ছে পাশের দেশ পোল্যান্ড। শনিবার ভোরে ট্যাক্সিতে ৯১৫ কিলোমিটার দূরের লিভিভ সীমান্ত হয়ে পোল্যান্ড যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল রোমানের। কিন্তু স্বদেশি বোন ও তার শিশুসন্তানকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় বলে ট্যাপি ধরেননি। রয়ে গেছেন নিকপোলে। সমকালকে বলেছেন, যা হওয়ার হবে। কিন্তু একজন বাংলাদেশি নারীকে এভাবে একা বিপদের মধ্যে ফেলে যেতে পারেন না। গেলে এক সঙ্গেই যাবেন।

শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুরে সমকালের লাইভে যুক্ত হয়ে নিকপোলের স্তব্ধ জীবন ও রাস্তাঘাট দেখালেন মোহাম্মদ রোমান। জানালেন, নিকের নদীর মতোই শান্ত এই মফস্বল শহরের জীবন। কোনো সামরিক ঘাঁটি নেই। ফলে এখানে হামলা হয়নি। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের বড় শহর জাপরিজহিয়ায় ব্যাপক হামলা হয়েছে। মিসাইল, গোলার শব্দ নিকপোল থেকে শোনা গেছে।

হামলা না হলেও নিকপোল শহর এখন আতঙ্কের জনপথ। যে কোনো সময় রাশিয়ার সেনাবাহিনী আসতে পারে- এ আতঙ্ক বিরাজ করছে। লাইভে যুক্ত হওয়ার মিনিট কয়েক আগেও রোমান বললেন, ঘরের বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় আর্মি চলে আসতে পারে। শুক্রবার পর্যন্ত ট্রেন-বাস চললেও এখন তাও বন্ধ। ইউক্রেন ছাড়ার সুযোগ কমে আসছে।

আবদুর রহমান নিজেদের বিপদের কথা ও বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি নন। সমকালকে জানান, দেশে থাকা আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন বলে সংবাদমাধ্যমে নিজেদের বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা বিস্তারিত জানাতে চান না। রাজধানী কিয়েভে বাস করা বাংলাদেশি নাজমুল হাসান ফেসবুকে রাশিয়ার বোমা হামলায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভিডিও পোস্ট করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাশিয়ার মিসাইল হামলা খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন। ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতারা পালিয়ে না গিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন। খাবারদাবার এখনও দোকানপাটে পাওয়া যাচ্ছে। দামও বাড়েনি। যারা দেশ ছাড়ছে, তারা কিছুই লুটপাট করে নিচ্ছে না।

পোল্যান্ডে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশি নাগরিকদের সীমান্তে সহায়তা করছে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি দল। পোল্যান্ডের ওয়ারশে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর অনির্বাণ নিয়োগী টেলিফোনে সমকালকে জানান, কত বাংলাদেশি এখন পর্যন্ত এসেছে তা এখনই জানানো সম্ভব নয়। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ইউক্রেন থেকে আসা বাংলাদেশিদের সহায়তা দিতে ব্যস্ত রয়েছেন। দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে জানাবে কতজন পোল্যান্ডে এসেছেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সুলতানা লায়লা হোসেনের বক্তব্য জানাতে পারেনি সমকাল।

এদিকে শনিবার রাজশাহীতে এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানান, প্রথম ব্যাচে ২২ জন পোল্যান্ড দূতাবাসে এসেছেন। মাল্টোবা হয়ে আরও দুই বাংলাদেশি পোল্যান্ডে এসেছেন। তবে ইতোমধ্যে এ সংখ্যা আরও বেড়েছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত তিন শতাধিক বাংলাদেশি নাগরিক যোগাযোগ করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, অনিয়মিতদের জন্য ট্রাভেল পাস চালু করা হয়েছে। রোমানিয়া ও পোল্যান্ড দূতাবাস সার্বক্ষণিক কাজ করছে। তবে অনেকেই কিছুক্ষণ পরপর দূতাবাসে ফোন করছেন। এত ঘন ঘন যোগাযোগের প্রয়োজন নেই। যারা নিরাপদ এলাকায় যেতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য যাত্রাপথ কঠিন হবে। পথে যানজট রয়েছে। খাবার ও এটিএমে টাকার সংকট রয়েছে। এ কারণে যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশিদের। বেশ কয়েকজন আটকে পড়া নাগরিক এসব সমস্যায় পড়েছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর বিশ্ব ভাগ হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এই হামলাকে আগ্রাসন আখ্যা দিয়ে নিন্দা করছে। রাশিয়া ও তার মিত্ররা হামলাকে দখলদারিত্ব মনে করছে না। বাংলাদেশ আগেই বলেছে কোনো দিকে ঝুঁকবে না। নিরপেক্ষ থাকবে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া বাংলাদেশ তার দিকে থাকুক। শাহরিয়ার আলম বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে মনে করে বাংলাদেশ।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইউক্রেন সংকটে আলোচনার উদ্যোগ কতটুকু ফলপ্রসূ হবে

(প্রথম পাতার পর)

চলমান যুদ্ধের জন্য বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোকে দায়ী করেছে আন্তর্জাতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা শক্তির দুর্বল নেতৃত্ব, কূটনীতি ও সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবেই এ যুদ্ধের সূচনা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তারা। ইউরোপের দুটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘদিনের সমস্যা ও সংকট নিরসনে ন্যাটো কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো সময়োচিত শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান।

এ বিষয়টি বারবার পশ্চিমা শক্তি ও ন্যাটোর নজরে আনা সত্ত্বেও তারা অতীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হেঁটেছে বলে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান উল্লেখ করেছেন। ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা ন্যাটোর সদস্য না হওয়ার কারণে তারা এ দেশটিকে কোনো সামরিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অপারগতার কথা উল্লেখ করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য 'কঠিন অবরোধ জারি'র হুমকি-ধমকি দিয়ে গেছে বরাবর। তাতে থেমে থাকেননি 'রুশ সম্রাট পুতিন'।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ১৯৯১-এর দিকে ভেঙে পড়লে অন্যদের মধ্যে জন্ম হয়েছিল স্বাধীন ইউক্রেন রাষ্ট্রের। কিন্তু রাশিয়ার নিকটতম পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ইউক্রেনের সঙ্গে ছিল তাদের দীর্ঘদিনের জাতিগত সমস্যা। এর অন্যতম প্রধান সমস্যাটি ছিল ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দানবাস অঞ্চলের দোনেস্ক ও লোহানস্ক প্রদেশে বাস করা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশভাষী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। এ দুটি প্রদেশের মানুষ শুরু থেকেই ইউক্রেনের সঙ্গে যোগ দিতে কিংবা সম্পৃক্ত হতে অস্বীকৃতি জানায়। এ ছাড়া দক্ষিণ ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপাঞ্চল ক্রিমিয়াকে নিয়েও রাশিয়া বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে। কারণ ইউক্রেনেই ছিল রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) গুরুত্বপূর্ণ সাবমেরিন ঘাঁটি ও অন্যান্য সামরিক স্থাপনা। সুবিস্তৃত কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার চলাচলের প্রধান সমুদ্রপথ ছিল ক্রিমিয়া। সে কারণে বহু দেনদরবার করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। কিন্তু তুরস্কসহ অন্যরা, অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র সেটি মেনে নেয়নি।

ইউক্রেনের অখ-তা কিংবা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে জাতিসংঘও তার বিরোধিতা করে এসেছে। কিন্তু ক্রিমিয়া কিংবা রুশ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দোনেস্ক ও লোহানস্ক নিয়ে তারা কেউ কোনো বাস্তবভিত্তিক সমাধান এ পর্যন্ত দিতে পারেনি। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে ফ্রান্স ও ব্রিটেন নরমান্ডি ফরম্যাটে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে উল্লেখ করলেও বাস্তবে তা মোটেও এগোয়নি। ১৯৯১ এবং বিশেষ করে ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করার পর দোনেস্ক ও লোহানস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংঘর্ষ ক্রমেই স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যায়ে চলে যায়। রাশিয়ার সামনে তখন তাদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো গত্যন্তর ছিল না বলে রুশ নেতারা উল্লেখ করেছেন।

ইউক্রেনের দোনেস্ক ও লোহানস্কের ঘটনার ধারাবাহিকতায় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতি স্বীকৃতি জানান। তাতে তৎপর হয়ে ওঠে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। এতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। অবশ্য এর বহু আগে থেকেই সামরিক মহড়ার নামে ইউক্রেনের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে এবং একযোগে উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ বেলারুশে সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ ঘটায় রাশিয়া। ইউক্রেন আক্রান্ত হলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চরমতম অর্থনৈতিক বিরোধ জারি করবে বলে যুক্তরাষ্ট্র লাগাতার হুমকি দিয়ে যেতে থাকে এবং পরে তাতে যোগ দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য। এক দিনের মাথায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোরেই ইউক্রেনের শহরতলিতে পৌঁছে যায় রুশ সাঁজোয়া বাহিনী। রাশিয়ার উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত শহর বেলগারদ ও মারিউপোল দিয়ে ঢুকে পড়ে রুশ বাহিনী। কিয়েভ ছাড়াও ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলের সামরিক ঘাঁটির ওপর রুশ বিমান ও স্থল বাহিনী একযোগে হামলা চালায়। এর পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন উন্নত মানের রকেট ও উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার। ১২ ঘণ্টার মধ্যেই রুশ বাহিনী ইউক্রেনের ১১৮টি সামরিক স্থাপনা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। এ ছাড়া রাজধানী কিয়েভ ও দ্বিতীয় প্রধান নগরী খারকিবকে চারদিক থেকে প্রায় ঘিরে ফেলে তারা। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল এখন রাশিয়ার সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় উদ্বেগজনক অবস্থা দেখা দিয়েছে উত্তর ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক স্থাপনায়।

বৃহস্পতিবার ভোরে অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ ঘোষণার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছিলেন, দোনেস্ক ও লোহানস্কের রুশভাষী জাতিগোষ্ঠীর ঘোষিত স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ করার জন্যই তাঁর এ যুদ্ধের আয়োজন। কিন্তু এরপর ক্রমে ক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে যে তিনি ইউক্রেনকে সামরিকায়ন থেকে মুক্ত বা ডিমিলিট-ারাইজড করে কিয়েভে একটি নিরপেক্ষ বা বন্ধুভাবাপন্ন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। ইংরেজিতে এটিকে বলে রেজিম চেঞ্জ করা। শুধু তা-ই নয়, এমনও শোনা যায় যে তিনি ইউক্রেনকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানির মতো দুই ভাগে বিভক্ত করতে চান। পুতিনের কাছ থেকে এখনো এর বেশি আর কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে জনরব রয়েছে যে তিনি সম্পূর্ণ ইউক্রেনকেই সম্ভব হলে দখল করতে চান। বেসামরিক এলাকায় গোলাবর্ষণ ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হবে না বললেও কিয়েভের কয়েকটি জনবহুল অঞ্চল রকেট হামলার শিকারে পরিণত হয়েছে। তাতে শিশু, বৃদ্ধসহ এ পর্যন্ত কয়েক শ মানুষ মারা গেছে। এই আকস্মিক ঘটনার ধারাবাহিকতায় ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন নগরীতে মানুষ পুতিনের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া ২৫ ফেব্রুয়ারি ন্যাটো একটি জরুরি সভায় বিভিন্ন সামরিক ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করেছে। ন্যাটো নেতারা বলেছেন, রাশিয়ার প্রতিবেশী ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোভুক্ত দেশ পোল্যান্ড, রোমানিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মলদোভাসহ অন্যান্য সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের মুখে সামরিক সাহায্য দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন সদস্য দেশের সেনা সদস্যদের সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে এবং পাশাপাশি ইউরোপের অসদস্য দেশ ইউক্রেনকে আরো কিভাবে সাহায্য দেওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন, তিনি (পুতিন) রাশিয়ার চারদিকে অবস্থিত সাবেক সোভিয়েত শাস-নামলের সব ছোট-বড় দেশকে ক্রমে ক্রমে করায়ত্ত করে রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। সে কারণেই রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ। কিন্তু একটি জায়গায় তিনি সুস্পষ্টভাবে কথা না বলে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন। আর তা হলো, অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে 'রুশ সম্রাট' পুতিনকে এ পর্যায়ে ঠেকানো যাবে না। কারণ তেলের সাম্প্রতিক উর্ধ্বমূল্যের কারণে তার হাতে এখন বিশাল অঙ্কের অর্থ জমা হয়েছে। এ ছাড়া চীন রয়েছে রাশিয়ার পাশে। অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে এ পর্যন্ত ইরান, ভেনিজুয়েলা ও উত্তর কোরিয়াকে নিঃশেষ কিংবা নতজানু করা যায়নি। বর্তমান অর্থনৈতিক অবরোধের দংশন কার্যকর হতে হতে বর্তমান বিশ্বের চেহারাও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাশিয়া, চীন, ইরান, উত্তর কোরিয়াসহ মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত শাসনাধীন সাবেক রাষ্ট্রগুলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে চলে গেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান নেতৃস্থানীয় দেশ ফ্রান্স, জার্মানি ও পোল্যান্ড হয়তো তৃতীয় একটি ফ্রন্ট বা জোট গঠন করে স্বতন্ত্র অবস্থানে চলে যেতে পারে। এটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার জন্য কোনো সুখবর বয়ে আনবে না। সে অবস্থায় ভারত ও জাপানের মতো দেশকেও নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতে হতে পারে। অন্যদিকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যে আগ্রাসনের পথে পা বাড়িয়েছেন তা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুতও করতে পারে। পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণের প্রতিবাদে এরই মধ্যে তাঁর নিজের দেশ রাশিয়াতেই মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গসহ বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েক শ বিক্ষোভকারীকে।

ইউক্রেনের প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেও উন্নত যুদ্ধ প্রযুক্তিসম্পন্ন রুশ সেনাবাহিনী দেশটির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনও হতে পারে যে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন বাধা ও ক্ষয়ক্ষতির মুখে রুশ সেনারা কিয়েভ সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করে ফেলতে পারে এবং একে একে বাস্তবায়ন করতে পারে তার গোপন কর্মসূচি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে। তাতে কী হবে? যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিকের অন্য পার থেকে কবে আসবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে? শেষ ভরসা হচ্ছে, ইউক্রেন যদি কোনো মতে কিয়েভে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারে তাহলে তাদের দুই লাখ সেনা সদস্য দেশব্যাপী এক প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। গেরিলা পদ্ধতির সে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তাতে আফ-গানিস্তানে রাশিয়ার যে পরিণাম হয়েছে, ইউক্রেনেও তার পু-নরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে রাশিয়ার অন্য প্রতিবেশী মিত্র দেশ বেলারুশ রাশিয়ার সমর্থনে অস্ত্র ধরতে পারে। এখন ইউক্রেনে রাশিয়ার এক নম্বর শত্রু হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। ইউক্রেনে রাশিয়া অসংখ্য 'স্যাবোটাজ বাহিনী' নামিয়ে দিয়েছে বলে জেলেনস্কি অভিযোগ করেছেন। গোয়েন্দা তৎপরতা ও দুষ্কৃতিমূলক কর্মকা-ের জন্য রাশিয়া বিশ্বখ্যাত। সেটিই জেলেনস্কির ভয়ের কারণ। এ ছাড়া তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বিরোধ কিংবা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রয়েছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধবিরতির কোনো প্রস্তাব না দিয়ে জাতিসংঘ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ নিয়ে সোচ্চার হয়ে পড়েছে, তখন চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিং একটি আপস নিষ্পত্তির প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিস্তারিত সংলাপ ও দর-কষাকষি প্রয়োজন। ন্যাটোতে ইউক্রেনের নিরপেক্ষ অবস্থানসহ দোনেস্ক ও লোহানস্কের স্বাধিকার নিয়েও কথা বলতে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন চীনের নেতা শি চিনপিংকে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়েছেন। এখন দেখা যাক, পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়।

লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত
সাবেক মিনিস্টার

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান
একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।
ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩
* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস
SNS Authorized IRS e file Provider
Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund
দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER
যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম
৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law
Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice
এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
লেড বিষ সম্বন্ধীয়
বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
ভুল চিকিৎসা
মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
কাজের সময় দুর্ঘটনা
পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
ত্রুটিপূর্ণ পণ্য জন্য
অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস
এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি
Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মহানবী (সা.)-এর মিরাজ এক অনন্য মুজিজা

মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী



আল্লাহ তাআলার কুদরত ও নবী করিম (সা.)-এর অন্যতম মুজিজা হলো মিরাজ। মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুয়তের ১১তম বছরে, রজব মাসের ২৭ তারিখে। তখন নবীজির বয়স ৫১ বছর। এ বছর নবীজির চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে নবীজির সহধর্মিণী হজরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)-এর ওফাত হয়। ঘরে-বাইরে এই দুজন নবীজির অতি প্রিয় ও জীবনের বড় অবলম্বন ছিলেন। একই বছর প্রধান দুই প্রিয়ভাজন ও অবলম্বন হারিয়ে নবীজি খুবই বিচলিত হন। তাই এ বছরকে আমুল হুজন বা 'দুশ্চিন্তার বছর' বলা হয়। প্রিয় নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ও স্বীয় রহস্যলোক দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবিবকে মিরাজে নিয়ে যান। যে রাতে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল, তাকে শবে মিরাজ বা মিরাজ রজনী বলা হয়।

সশরীর ও জাগ্রত অবস্থায়ই মিরাজ হয়েছিল। এর বড় প্রমাণ হলো অবিশ্বাসী কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাস। যদি আধ্যাত্মিক বা রুহানিভাবে অথবা স্বপ্নযোগে হওয়ার কথা বলা হতো, তাহলে তাঁদের অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা বিলীন হয়। তোমাদের সাথি (মুহাম্মদ সা.) বিপথগামী হননি এবং বিভ্রান্ত হননি। আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। (বরং তিনি যা বলেন) তা প্রদত্ত ওহি (ভিন্ন অন্য কিছু নয়)। তাঁকে শিখিয়েছেন মহাশক্তিধর (জিবরাইল আ.)। সে (জিবরাইল আ.) পাখাবিশিষ্ট। সে স্থিত হয়েছে দূর ঊর্ধ্বে। অতঃপর নিকটবর্তী হলো, পরে নির্দেশ করল। তারপর হলো দুই ধনুকের প্রান্তবর্তী বা আরও নিকট। পুনরায় তিনি ওহি করলেন তাঁর বান্দার প্রতি, যা তিনি ওহি করেছেন। ভুল করেনি অন্তর, যা দেখেছে। তোমরা কি সন্দেহ করছ তাঁকে, যা তিনি দেখেছেন, সে বিষয়ে। আর অবশ্যই দেখেছেন, তিনি তাঁকে দ্বিতীয় অবতরণস্থলে; সিদরাতুল মুনতাহার কাছে; তার নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া। যখন ঢেকে গেল সিদরা, যা ঢেকেছে, না দৃষ্টিভ্রম হয়েছে, আর না তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন; অবশ্যই তিনি দেখেছেন তাঁর রবের বড় নিদর্শনসমূহ।' (সুরা-৫৩ নাজম, আয়াত: ১-১৮)।

মিরাজের একটা অংশ হলো ইসরা। ইসরা অর্থ রাতের সময়ের ভ্রমণ। যেহেতু নবী করিম (সা.)-এর মিরাজ রাতে হয়েছিল, তাই এটিকে ইসরা বলা হয়। বিশেষত বায়তুল্লাহ শরিফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বলা হয়ে থাকে। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি পবিত্র (আল্লাহ), যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালীন ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি, যাতে আমি তাঁকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ১)।

মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমন। আরবি পরিভাষায় মিরাজ হলো মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক সশরীর সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় হজরত জিবরাইল (আ.) ও হজরত মিকাইল (আ.) সমভিব্যাহারে বুরাক বাহনে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা হয়ে প্রথম আসমান থেকে একে একে সপ্তম আসমান এবং সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে একাকী রফরফ বাহনে আরশে আজিম পর্যন্ত ভ্রমণ; মহান রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে দিদার লাভ ও জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করে ফিরে আসা। মিরাজ ভ্রমণে প্রিয় নবী (সা.) প্রথম আসমানে হজরত আদম (আ.), দ্বিতীয় আসমানে হজরত ইয়াহিয়া (আ.) ও হজরত ঈসা (আ.), তৃতীয় আসমানে হজরত ইউসুফ (আ.), চতুর্থ আসমানে হজরত ইদরিস (আ.), পঞ্চম আসমানে হজরত হারুন (আ.), ষষ্ঠ আসমানে হজরত মুসা (আ.), সপ্তম আসমানে হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

প্রত্যেকের সঙ্গে সালাম কালাম ও কুশল বিনিময় হয়। তিনি বায়তুল মামুর গেছেন, যেখানে প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা আসেন ও প্রস্থান করেন; তাঁরা দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ পান না। অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে যান। তারপর তিনি বায়তুল মামুরে পৌঁছান।

মিরাজ রজনীতে হাবিব ও মাহবুবের এই একান্ত সাক্ষাতে যে বিষয়গুলো ঘোষণা হয়: আল্লাহকে ছাড়া কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, নিকট স্বজনদের অধিকার দিতে হবে; মিসকিন ও পথসন্তানদের (তাদের অধিকার দিতে হবে); অপচয় করা যাবে না, অপচয়কারী শয়তানের ভাই; কৃপণতা করা যাবে না; সন্তানদের হত্যা করা যাবে না; ব্যভিচারের ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না; মানব হত্যা করা যাবে না, (আত্মসাতের উদ্দেশ্যে) এতিমের সম্পদের কাছেও যাওয়া যাবে না; প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে; মাপে পূর্ণ দিতে হবে; তা করা বা বলা যাবে না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই; পৃথিবীতে গর্বভরে চলা যাবে না। এসবই মন্দ, তোমার রবের কাছে অপছন্দ। (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত: ২২-৪৪।)

যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মুলত্নাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ফ্রাউন্ড, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ছোলার বাসমতি রাইস	$ 18.99
সাধ্যর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুপারফাইন বাসমতি রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

এডামস স্কুলে এই ঘটনা ঘটে।

ড. বিপ্লব লিওনার্ড দাশ জানান, তার পুত্র গত ১৮ ফেব্রুয়ারী যথারীতি জন এডামস স্কুলে যায় এবং ব্যায়াম বা জিম ক্লাসে উপস্থিত হয়। স্কুলের নার্স লুইগি ড. বিপ্লব দাশকে জানায় যে, তার পুত্রকে মারাত্মক আহত অবস্থায় জামাইকা হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। কারন সে বাম চোখের কোনায় কপালে, চোয়ালে এবং নাকে আঘাত পেয়েছে। সে আরও জানায়, ব্যায়াম বা জিম ক্লাসে শিক্ষকের উপস্থিতিতে এক ছাত্র তাকে আঘাত করে আহত করে। নার্স জানায় যে স্কুল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হলেও তাকে হাসপাতালে নেয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল। খবর পেয়ে বিপ্লব দাশ তখনই জামাইকা হাসপাতালে ছুটে যান এবং তার পুত্রকে আহত অবস্থায় দেখতে পান।

ড. বিপ্লব দাশ জানান, এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত স্কুল থেকে কোন যোগাযোগ করা হয়নি। এবং তার পুত্র খুবই ভীত ও সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় আছে। আমরাও পারিবারিকভাবে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছি। তিনি ঘটনাটিকে হেইট ক্রাইম হিসেবে অভিযোগ করে এসব বন্ধ হওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে গভর্নর, মেয়র সহ সকল উর্ধ্বন কর্মকরতাদের আন্তরিকতা সহযোহিগতা করছেন।

যমজ দুই বোনের সঙ্গে যমজ

(প্রথম পাতার পর)

আয়োজন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। একই সময়ে তাদের বিয়ে দেখতে বিয়ে বাড়িতে ব্যাপক উৎসুক জনতার ঢল নামে।

শনিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ঈশ্বরদীর শহরের দরিনারিচা এলাকার কনের বাবার বাড়িতে ব্যতিক্রমী এই বিয়ে আয়োজন করা হয়। কয়েক শ অতিথির সম্মুখে প্রত্যেকের সাড়ে তিন লাখ টাকার দেনমোহরে তাদের বিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়।

বররা হলেন- নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর সেকেন্দার আলী মন্ডলের ছেলে সেলিম মাহমুদ ও সুলতান মাহমুদ। কনেরা হলেন- ঈশ্বরদী কাপড় ব্যবসায়ী মো. কুদ্দুস খানের মেয়ে মোছা. সাদিয়া ও মোছা. নাদিয়া। সেলিম ও সুলতান বেসরকারি কম্পানিতে কর্মরত এবং সাদিয়া ও নাদিয়া একটি কলেজের শিক্ষার্থী।

সরেজমিন দেখা যায়, ব্যাপক জমকালোভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যমজ বিয়ের খবর শুনে কৌতুহলী মানুষের ঢল নামে। এর আগের দিন শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়।

কনের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, কনের বাবা কুদ্দুস আলী ও মা শিল্পী খাতুনের ইচ্ছে ছিল যমজ মেয়েদের একসঙ্গে এক অনুষ্ঠানে বিয়ে দেবেন। কিন্তু একসঙ্গে যমজ ছেলে পেয়ে যাবেন, তেমনটাও তিনি ভাবেননি। এমন বর পাওয়ায় তাঁরা অনেক খুশি।

কনের বাবা আব্দুল কুদ্দুস বলেন, সম্প্রতি তাঁর কাপড়ের দোকানে একজন ক্রেতা আসেন। এ সময় যমজ দুই বোনকে দেখে তাঁর ভীষণ পছন্দ হয়। পরে ওই ক্রেতার মাধ্যমে যমজ পাত্রের সন্ধান পান তিনি। খোঁজ-খবর নিয়ে পাত্রের পরিবারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। একপর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের তারিখ ঠিক হয়।

বরের বাবা সেকেন্দার আলী জানান, বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পরপরই তারা খুশির সঙ্গে তা গ্রহণ করেন। প্রথম ছেলের মা শুনেই রাজি হয়ে যায়। ছেলেদের জানালে তারাও সম্মতি দেন। এরপরই বর ও কনে উভয় পক্ষ আলোচনা করে বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

ইউক্রেন ছেড়ে পোল্যান্ড-রোমানিয়ায়

(প্রথম পাতার পর)

আলম গতকাল শনিবার রাতে এ তথ্য জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ইউক্রেনপ্রবাসী প্রায় ৭০০ জনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।'

পোল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সুলতানা লায়লা হোসেন গতকাল শনিবার কালের কণ্ঠকে বলেন, ইউক্রেন থেকে পোল্যান্ডে ঢুকতে সীমান্তে একেকজনকে আট-দশ ঘণ্টা করে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সীমান্তে অপেক্ষার সময় অনেক অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। এখনকার যুদ্ধাবস্থা উপেক্ষা করার বা অন্য কোনো স্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়।'

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, 'যাঁরা সীমান্ত অতিক্রম করতে চান, তাঁদের মানসিক ও শারীরিকভাবে এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে সীমান্ত পার হওয়ার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।'

পোল্যান্ড থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এক শ-এর বেশি বাংলাদেশি পোল্যান্ডে ঢুকেছেন। মোট সাতটি পয়েন্টে লোকজন ইউক্রেন থেকে পোল্যান্ডে ঢুকছে। বাংলাদেশ দূতাবাসের একটি দল সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করছেন। তাঁরা ইউক্রেন থেকে আসা বাংলাদেশিদের থাকা, পরিবহনসহ সব ব্যবস্থা করছেন। তবে অনেকে পোল্যান্ডে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের সঙ্গে থাকছেন।

পোল্যান্ড প্রান্তে সমস্যা না থাকলেও ইউক্রেন প্রান্তে বেশ ভিড়। ফলে অনেকে সীমান্ত এলাকায় এসে সারা দিন অপেক্ষার পরও পোল্যান্ডে ঢুকতে না পেরে ফিরে যাচ্ছেন। পরদিন আবার আসছেন। বাংলাদেশ দূতাবাস বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহিরয়ার আলম বলেন, ইউক্রেনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাঁরা আছেন তাঁরা রোমানিয়ায় যেতে পারেন। রোমানিয়া সরকার দুই দিনের থাকার ব্যবস্থা করবে এবং তারপর তাঁদের বুখারেস্টে বাংলাদেশ দূতাবাসের তত্ত্বাবধানে রেখে বাংলাদেশে আসার ব্যবস্থা করা হবে।

সীমান্তে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ

এই সংকটের সময়ও প্রতারকচক্র সীমান্ত অতিক্রম ও পোল্যান্ডে যাওয়া ব্যক্তিদের সহযোগিতা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পোল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা জেনেছি, একটি অসাধু চক্র ইউক্রেন থেকে আগত ব্যক্তিদের সহযোগিতা দেওয়ার বিনিময়ে অর্থ নিচ্ছে, যা মোটেই কাম্য নয়। এ রকম ঘটনা নজরে এলে দূতাবাস তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

ইউক্রেনে বাংলাদেশের দূতাবাস নেই। প্রতিবেশী পোল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাস ইউক্রেনে বাংলাদেশের স্বার্থ দেখভাল করে থাকে। ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর প্রায় দুই সপ্তাহ আগে দূতাবাসের পক্ষ থেকে ইউক্রেনপ্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যত্র নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগই তখন ইউক্রেন ছাড়েননি।

দূতাবাস সূত্র জানায়, যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ইউক্রেনপ্রবাসী অনেক বাংলাদেশি পোল্যান্ডে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও অনেকে এখনো করেননি। দূতাবাসের হিসাবে, ইউক্রেনে বাংলাদেশির সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।

এদিকে ডয়েচে ভেলেকে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় ইউক্রেনপ্রবাসী বাংলাদেশি ছাত্র সুসময় সরকার বলেন, তিনি সীমান্ত এলাকায় যাওয়ার ট্রেনে উঠেছেন। তিনি জেনেছেন, সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে বাংলাদেশিদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

ডয়েচে ভেলে জানায়, ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে এখনো অনেক বাংলাদেশি আটকে আছেন। কিয়েভ ছেড়ে যেতে তাঁরা কোনো পরিবহন পাচ্ছেন না। রাত বাড়লেই হামলার শঙ্কা বাড়ে। একটু পর পর রকেট হামলার শব্দ পাচ্ছেন।

ইয়েলো সোসাইটির নির্বাচন ১ মার্চ

(শেষের পাতার পর)

গঠন করা হয়েছে। কমিশনের সদস্যরা হলেন মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোহাম্মদ আরশাদ হোসেন ও মোহাম্মদ খান বাসার। খবর ইউএনএ'র। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুস সালাম বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, নির্বাচনী তফসিল মোতাবেক আগামী ১ মার্চ রোববার উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বেলা ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের ১৫টি কার্যকরী পরিষদের মধ্যে সভাপতি ও কার্যনির্বাহী সদস্য পদে চারের অধিক প্রার্থী থাকায় এ দুই পদে নির্বাচন হবে। অন্যান্য পদে একক প্রার্থী থাকায় তাদেরকে প্রাথমিকভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। সভাপতি পদের প্রার্থীদ্বয় হচ্ছেন রফিকুল ইসলাম জিয়া ও সালমান জাহিদ জুয়েল। আর কার্যনির্বাহী সদস্য পদের প্রার্থীরা হচ্ছেন- আহবাবুল চৌধুরী আহবাব, মোরশেদ খান শিবলী, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান হিটলার, নাসির উদ্দিন মালিক ও মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া। এছাড়াও ক্রীড়া সম্পাদক পদটি শূন্য রয়েছে। এই পদে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় পদটি শূন্য রয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিকভাবে বিজয়ীরা হলেন: সহ সভাপতি- মাসুদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক- একেএম রশীদ, কোষাধ্যক্ষ- শাহেদুল হক (রওশন), সহ কোষাধ্যক্ষ- হাবিবুর রহমান তুহিন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ এম রহমান, প্রচার সম্পাদক- মোহাম্মদ আমিনুর রহমান খোকন এবং দপ্তর সম্পাদক- মুন্সী মোহাম্মদ হোসেন।

নিউইয়র্কে চাই স্থায়ী শহীদ মিনার

(শেষের পাতার পর)

বাংলা বাজার আর জেএমসি ওয়ে'র পর এবার জ্যামাইকায় নামকরণ হলো 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ'। এখন কমিউনিটির দাবী নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার।

জানা যায়, ২০০২ সালে দূর্বৃত্তের হামলায় নিহত দৈনিক ইনকিলাব-এর ফটো সাংবাদিক মিজানুর রহমানের সম্মানে ওজনপার্কের ফরবেল স্ট্রীটের একাংশের নামকরণ করা হয়েছে 'মিজানুর রহমান ওয়ে'। পরবর্তীতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ব্রুকসের প্রবাসী বাংলাদেশীদের দাবীতে স্থানীয় স্টালিং এভিনিউর নামকরণ করা হয় 'বাংলাবাজার'। সর্বশেষ গেলো ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ-তে প্রতিকী নামকরণ করা হলো 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'। যা নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের অগ্রযাত্রার মাইলফলক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৪৩ স্ট্রীট থেকে শুরু করে ১৬৯ স্ট্রীট পর্যন্ত প্রতিকী সড়ক হিসেবে এই সড়কের নাম 'লিটল বাংলাদেশ এভিনউ' হিসেবে স্বীকৃত। তবে ভুলবশত: লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'র সাইন হোমলন স্ট্রীট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলো।

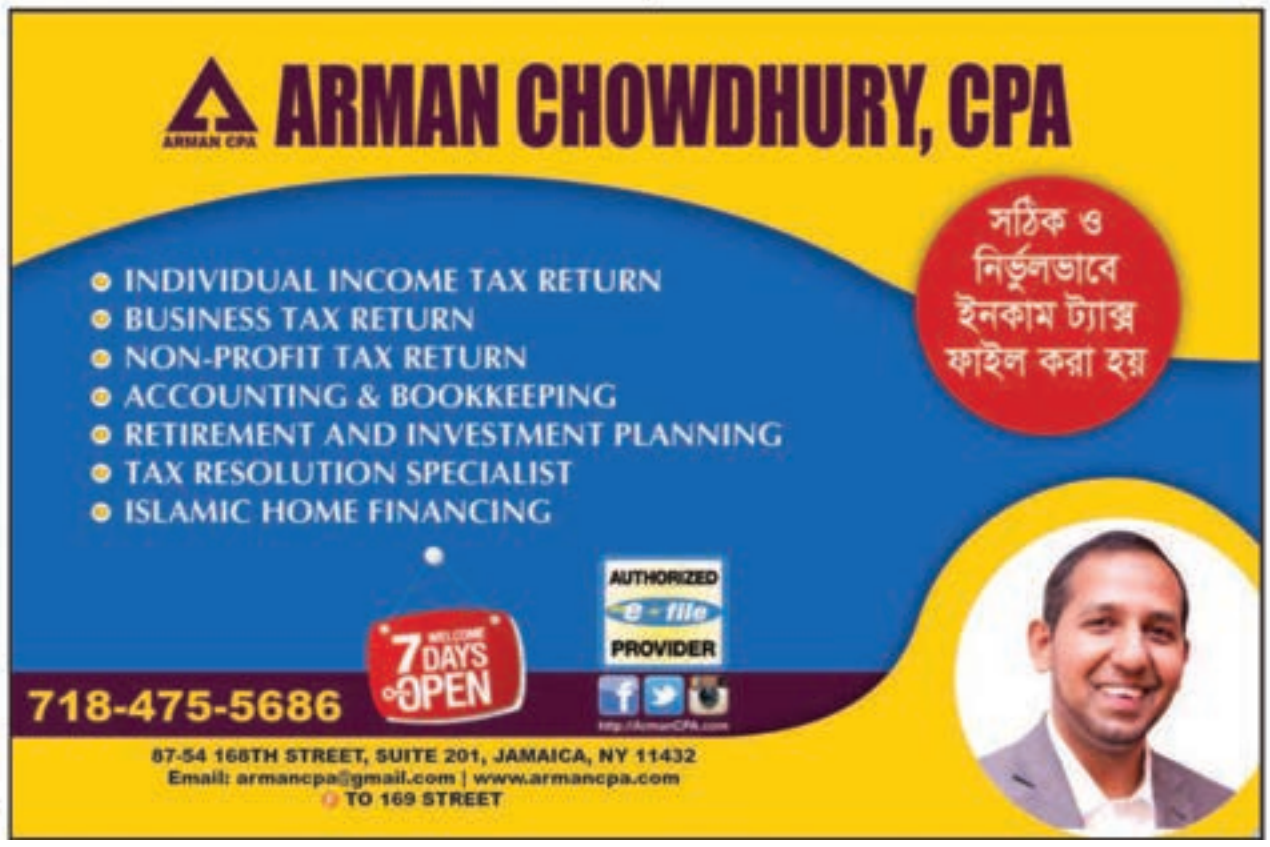
২০০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ছিলো আরো একটি গৌরবের দিন। সেদিন ব্রুকসের বাংলাদেশী অধ্যুষিত পার্কচেস্টারের স্টারলিং এভিনিউ'র একটি অংশ সিটি কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে "বাংলা বাজার" নামকরণ করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক সিটির তৎকালীন কাউন্সিলম্যান অ্যানাবেল পালমা। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'পার্কচেস্টারসহ নিউইয়র্ক সিটির উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান অনেক। সেই হিসেবে বাংলাবাজার নামকরণ সামান্য পুরস্কার মাত্র।'

ব্রুকসের "বাংলা বাজার" এরপর জ্যামাইকায় নামকরণ করা হয় জেএমসি ওয়ে। ২০১৮ সালে ১৮ মে তৎকালীন সিটি কাউন্সিলম্যান রবি ল্যাম্বম্যানের উদ্যোগে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-এর সামনের রাস্তা ১৬৮ স্ট্রীটের 'হাইল্যান্ড এভিনিউ থেকে গথিক ড্রাইভ' পর্যন্ত সড়কটির নামকরণ করা হয় 'জেএমসি ওয়ে'। জেএমসি ওয়ের পর এবার হলো 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'। এরই ধারাবাহিকতায় নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত অন্যান্য এলাকায় বাংলাদেশীদের বিজয় নিশান উড়বে এই প্রত্যাশা প্রবাসীদের।

প্রবাসীদের এখন দাবী নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার। এই লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ জানান। স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান ছাড়াও কমিউনিটির উন্নয়নে সিটির মোট অংকের বাজেটও বরাদ্ধ রয়েছে বলে সংশ্লিস্ট সূত্র জানায়। তবে এই দাবী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি- এমন অভিমত সচেতন প্রবাসীদের।







সাকিব শাস্তি পাবেন কী?

মাশরাফি প্রসঙ্গে ডমিঙ্গো, 'বাইরের মানুষের কথা গুরুত্বপূর্ণ নয়, স্যার' (ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-০৬)

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের সফল ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। ২০২০ সালে নেতৃত্ব ছাড়েন তিনি। তখন গুঞ্জন ওঠে প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গোর কারণেই অধিনায়কত্ব ছাড়েন ম্যাশ। ডমিঙ্গো তাকে চান না দলে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে আসেন ডমিঙ্গো। মাশরাফি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বিরক্তি প্রকাশ পায় তার চোখমুখে। সাবেক এই অধিনায়ককে তিনি সম্বোধন করেন, 'বাইরের লোক' হিসেবে।



ডমিঙ্গো বলেন, 'বর্তমান স্কোয়াডে নেই এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি না। বাইরের মানুষ কী বলে, কী করে তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, স্যার! আমার মনোযোগ আমার দল নিয়ে।

সংবাদ সম্মেলন শেষ করে যাওয়ার পথে ডমিঙ্গো এটাও বলেন,"মাশরাফিকে আমার হয়ে 'হাই' জানিও।"

প্রথম ওয়ানডেতে টপ অর্ডারের ব্যর্থতার দিনে সুবিধা করতে পারেননি ওপেনার লিটন কুমার দাসও। টেস্টে মিডল অর্ডারে ব্যাটিংয়ে সফল লিটনকে নিয়ে অন্য কোনো ভাবনা আছে কিনা জানলে চাইলে ডমিঙ্গো উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন সাংবাদিকদের দিকে। তিনি বলেন, 'আমরা সর্বশেষ সিরিজ কোথায় খেললাম? জিম্বাবুয়েতে। সেখানে সে (লিটন) একটা সেঞ্চুরি করেছিল। কত ম্যাচ হলো? ২-৩ ম্যাচ! হ্যাঁ, ঠিক তাই। আপনার কাছেই উত্তর আছে, স্যার।'

সংবাদ সম্মেলনের আগে ঐচ্ছিক অনুশীলনে মুশফিকুর রহীমের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে সেটাও জানাননি ডমিঙ্গো। বলেন, 'এটা আপনাকে বলার মতো নয়, স্যার। আমার ও খেলোয়াড়ের মধ্যকার কথোপকথন। আপনাকে জানানোর মতো নয়।' এমনকি অভিষিক্ত ইয়াসির আলী রাব্বীর পজিশন নিয়ে প্রশ্ন করার পরেও সাংবাদিকদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন তিনি। বিপিএলে ফিনিশারের ভূমিকায় থাকা ইয়াসিরকে কেন প্রথম ওয়ানডেতে উপরের দিকে খেলানো হলো জানতে চাইলে ডমিঙ্গো বলেন, 'কোন দলের হয়ে ফিনিশারের ভূমিকায় ছিল, স্যার! বিপিএলে? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সঙ্গে এখানের অনেক ভিন্নতা আছে, স্যার।Õ

ডমিঙ্গো সাংবাদিকদের এভাবে 'স্যার' ডাকা শুরু করেন মূলত তার চাকরির মেয়াদ নিয়ে কথা বলার পর থেকেই। চুক্তির মেয়াদ শেষ করার ব্যাপারে কতোটা আত্মবিশ্বাসী তিনি এমন প্রশ্নের জবাবে ডমিঙ্গো বলেছিলেন, 'এটা বিসিবির ব্যাপার, স্যার। এসব নিয়ে ভাবলে তো আন্তর্জাতিক দলকে কোচিং করাতে পারবো না। গণমাধ্যম ও মানুষ যা বলে, আমি তাতে মেজাজ হারাতে পারি। কিন্তু এটা করা জরুরি নয়। আপনাদের কাজ এটা, আপনারা আমাকে বা খেলোয়াড়দের নিয়ে যা খুশি



দাপুটে জয়ে শেষ ষোলোয় বার্সেলোনা

ঢাকা ডেস্কঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি : ১৭ বছরে প্রথম ইউরোপা লীগে অবনমন হয়েছে বার্সেলোনার। দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া ব্লাউগ্রানাদের ভাগ্য ফেরাতে চেষ্টার কমতি নেই কোচ জাভি হার্নান্দেজের। স্কোয়াড ভারি করতে একে একে ভেড়াচ্ছেন নতুন খেলোয়াড়। আদামা ত্রায়োর, পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং, ফেরান তোরেসদের উপস্থিতিতে ধীরে ধীরে স্বরূপে ফেরার আভাস দিচ্ছে বার্সেলোনা। স্প্যানিশ লা লিগায় আগের ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ৪-১ গোলে হারানো বার্সা এবার নাপোলির মাঠেও পেলো বড় জয়। বৃহস্পতিবার রাতে দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা স্টেডিয়ামের ইউরোপা লীগের প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে নাপোলিকে ২-৪ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-৫ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ ষোলোয় পৌঁছালো জাভির দল।

নাপোলির মাঠে গোটা ম্যাচে ছিল বার্সেলোনার আধিপত্য। ৫৬ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের গোলবারের উদ্দেশ্যে মোট ১৬টি শট নেয় ব্লাউগ্রানারা। যার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ৬টি। অপরদিকে ৪৪ শতাংশ বল দখলে রাখা নাপোলি ৭টি শটের ৩টি লক্ষ্যে রাখে।

ম্যাচের প্রথম ১৩ মিনিটেই দুই গোলের লিড নেয় বার্সেলোনা। অষ্টম মিনিটে অবামেয়াংয়ের বাড়ানো বল ধরে নিজেদের অর্ধ থেকে এগিয়ে যান আদামা ত্রায়োর। প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়কে পেছনে ফেলে তিনি পাস দেন জর্ডি আলবাকে। ডি-বক্সে ঢুকে দুর্দান্ত শটে লক্ষ্যভেদ করেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার।

Î‡য়াদশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফ্রেংকি ডি ইয়ং। মার্ক আন্দ্রে স্টেগানের লম্বা করে বাড়ানো বল ফেরান তোরেসের ব্যাকহিল ফ্লিকে পেয়ে যান ডাচ মিডফিল্ডার। ডি-বক্সের বাইরে থেকে চিপ শটে গোলবারের উপরের কোণা দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। গোলরক্ষক কিছু বোঝার আগেই বল জালে জড়ায়।

২৫তম মিনিটে স্পট কিক থেকে একটি গোল পরিশোধ করেন নাপোলি অধিনায়ক ইনসিনিয়ে। টের স্টেগান স্বাগতিক স্ট্রাইকার ভিক্টর ওসিমহেনকে ফাউল করলে শুরুতে ফ্রি-কিক দেন রেফারি। পরে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান তিনি।

বিরতির আগে স্কোরলাইন ৩-১ করেন জেরার্ড পিকে। কর্নার ঠিকমতো ক্লিয়ার করতে পারেনি স্বাগতিকরা। আলবার পাসে প্রতিপক্ষের পায়ে লেগে পাওয়া বল জালে পাঠান স্প্যানিশ ডিফেন্ডার।

৫৯তম মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন আগের ম্যাচের হ্যাটট্রিক ম্যান অবামেয়াং। ত্রায়োরের পাস ডি-বক্সে পেয়ে প্রথম স্পর্শে দারুণ শটে গোলটি করেন গ্যাবনিজ তারকা।

নির্ধারিত সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে ব্যবধান কমায় নাপোলি। সফরকারীরা বলের নিয়ন্ত্রণ হারালে পেয়ে যান পলিতানো। বাঁ পায়ের শটে গোলটি করেন তিনি।

অনেকদিন পর দেখলাম এমন নিখুঁত ব্যাটিং

ঢাকা ডেস্ক: রেকর্ডগড়া এক জুটিতে বাংলাদেশকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান আফিফ হোসেন ধ্রুব-মেহেদী হাসান মিরাজ। তরুণ দুই ক্রিকেটারের কীর্তি ড্রেসিংরুম থেকে দেখেছেন টাইগাদের ব্যাটিং পরামর্শক জেমি সিডন্স। আফিফ-মিরাজের ব্যাটিং মুগ্ধ করেছে তাকে। সিডন্স অকপটেই বলেছেন, এমন ব্যাটিং দেখেননি দীর্ঘদিন।

২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন সিডন্স। পঞ্চপাণ্ডবের চার পাণ্ডব সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহীম, তামিম ইকবাল ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ তার হাতেই গড়া। প্রথম ওয়ানডেতে এই সিনিয়র চার ক্রিকেটার ব্যাট হাতে দেন ব্যর্থতার পরিচয়। ২১৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে একটা সময় ৪৫ রানে ৬ উইকেট খুইয়ে বসে বাংলাদেশ। আফিফ-মিরাজের শুরুটা সেখান থেকেই।

ঐতিহাসিক জুটিতে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তারা। আফিফ ৯৩ এবং মিরাজ অপরাজিত থাকেন ৮১ রানে। শীর্ষ ৬ ব্যাটার মিলেও ৩০ রান করতে পারেনি এমন ওয়ানডে ম্যাচে ইতিপূর্বে জয়ের নজির ছিল না। বুধবার সপ্তম উইকেটে আফিফ-মিরাজে ১৭৪* রানের রেকর্ড জুটিতে বিরল এই অর্জনে নাম লেখায় বাংলাদেশ। আর ৬ উইকেট হারানোর পর এর আগে সর্বোচ্চ ১৬৪ করে জয়ের রেকর্ড গড়ে অস্ট্রেলিয়া। ২০০২ সালে মেলবোর্নে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২৪৫ রান তাড়া করতে নেমে ৮২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বসে অজিরা। মাইকেল বেভানের অপরাজিত সেঞ্চুরিতে শেষতক ২ উইকেটে জেতে স্টিভ ওয়াহর দল। ওই রেকর্ডও ভেঙে দিয়ে‡ছন আফিফ-মিরাজ। বুধবার ষষ্ঠ উইকেট পতনের সময় জয়ের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল ১৭১ রান। জেমি সিডন্স বলেন, 'একসঙ্গে দুজন ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আমি অনেক দিন পর এমন নিখুঁত ব্যাটিং দেখলাম। ও রকম একটা কঠিন সময়েও মাথা ঠান্ডা রেখে কী দারুণ হিসাবি ব্যাটিং করল তারা! একটাও বাজে শট নেই। অনেক দিন পর দেখলাম এ রকম কিছু।' ওয়ানডেতে সপ্তম উইকেটে আফিফ-মিরাজের জুটির চেয়ে সেরা জুটিই আছে একটি। ২০১৫তে বার্মিংহ্যামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৭৭ রান করেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার-আদিল রশিদ। রেকর্ড গড়ার পথে ১১৫ বলে আফিফের অবদান ৯৩ রান। ১১ বাউন্ডারির সঙ্গে ছক্কা হাঁকান একটি। সাত নম্বরে



ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশের পক্ষে এটাই এখন সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। আর ওয়ানডেতে সাকসেসফুল রান চেজে সাত নম্বর ব্যাটার হিসেবে এটি চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। আফিফের সামনে আছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (১০৮ বিপক্ষ ইংল্যান্ড ২০২০), আব্দুল রাজ্জাক (১০৯* বিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০১০) ও টমাস ওডোয়ো (১১১* বিপক্ষ কানাডা, ২০০৭)। নিজের ইনিংস নিয়ে আফিফ বলেন, 'আমার কাছে আজকের (প্রথম ওয়ানডে) ইনিংসটা সেরা। বিশ্বমানের বোলারদের বিপক্ষে ব্যাট করতে হয়েছে। অনেক হিসেব করে তাদের খেলতে হয়। তখন পরিস্থিতি ছিল আমাকে মানিয়ে নিতে হবে। সেই চেষ্টা করেছি আমি। দেশের জন্য ভালো খেলাটা সব সময় গর্বের বিষয়। চেষ্টা থাকে সর্বদা ভালো করার। কোনো সময় হয়, কোনো সময় হয় না। আজকে বড় একটা সুযোগ ছিল... এরকম বড় সুযোগ সবসময় পাওয়া যায় না। সুযোগ পেয়ে সেটি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।' অন্যদিকে আটে নামা মিরাজ ১২০ বলে ৯ বাউন্ডারিতে করেন ৮১ রান। রান তাড়ায় আট নম্বরে যা ওয়ানডে ইতিহাসেই সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। মিরাজ পেছনে ফেলেছেন জিম্বাবুয়ের হিথ স্ট্রিককে। ২০০১ সালে অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৯* রান করে জিম্বাবুয়েকে জেতান বাংলাদেশের সাবেক বোলিং কোচ স্ট্রিক। আট নম্বরে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসে স্বদেশিদের মধ্যে মিরাজ পেছনে ফেলেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে। ২০১৩ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৭৫* রান করেন রিয়াদ। মিরাজ বলেন, 'সত্যি কথা বলতে আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আফিফের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেললে আজকের ম্যাচটা আমরা দুইজনের জিতাতে পারি। বাট বিশ্বাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি বিশ্বাস করতে পারি এ ম্যাচটা জিতাতে পারবো তাহলে অবশ্যই আমরা জিতবো। মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। শুধু দরকার বিশ্বাস। বিশ্বাসটা ছিল এবং দর্শক যারা আছে অনেক সাপোর্ট করেছে।' ম্যাচ শেষে তরুণ দুই ব্যাটারকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। তিনি বলেন, 'যে দৃঢ়তা, যে বিশ্বাস দুই তরুণ দেখিয়েছে তা অসাধারণ। দলের ভবিষ্যৎ যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, ততটাও নয়। এটা আমাদের জন্য খুশির খবর, বিপদ থেকে বাঁচার বার্তা। বলের মেরিট অনুযায়ী খেলেছে তারা। কোনো বাজে শট খেলেনি বা খুব আগ্রাসী



হিটলার থেকে পুটিন

(প্রথম পাতার পর)

সমালোচিত নাম। রক্তাক্ত বৃদ্ধা। বৃটিশ মিডিয়া শিরোনাম করেছে, পুতিনের হাতে রক্তের দাগ। যুদ্ধের নেশা অবশ্য তার জন্য নতুন কিছু নয়। মসনদে বসার আগেই হারিয়ে যাওয়া সোভিয়েত প্রভাব ফেরানোর স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তিনি। রাশিয়াকে তিনি জড়িয়েছেন একাধিক রণাঙ্গনে। এ নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই তার। মাস খানেক ধরেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ইউক্রেন আক্রমণের। সীমান্তে জড়ো করেন হাজার হাজার সেনা। বলা হয়, যুদ্ধের শুরুতে মারা যায় সত্য। কিন্তু পুতিন এবার সত্যকে মেরে ফেলেন যুদ্ধ শুরুর আগেই। বারবার বলতে থাকেন, ইউক্রেনে হামলার কোনো অভিপ্রায় নেই তার। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্ররা আগেই খবর পেয়ে যান। শঙ্কা প্রকাশ করেন, যেকোনো মুহূর্তে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করবে। বিশেষ করে জো বাইডেন ছিলেন নিশ্চিত। শেষ পর্যন্ত সে আশঙ্কাই সত্য হয়। বৃহস্পতিবার টিভি পর্দায় হাজির হন পুতিন। ঘোষণা দেন যুদ্ধের। এর পরপরই শুরু হয় হামলা। বৃষ্টির মতো মিসাইল নিক্ষেপ। চারদিন হলো। আগ্রাসন চলছে। লড়াইয়ের ময়দানে ইউক্রেন একা। অনেকটাই অসহায়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ অবশ্য পাশে দাঁড়িয়েছে ইউক্রেনের। অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছে কয়েকটি দেশ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইতিহাসে সবচেয়ে কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তেলের বাজার এরইমধ্যে টালমাটাল। রণাঙ্গনে প্রাণহানি বাড়ছে।

এই যখন অবস্থা তখন আলোচনায় এসেছে আরেকটি নাম। এডলফ হিটলার। জার্মানির এই নাৎসি লিডার হত্যা করেন লাখ লাখ মানুষকে। যুদ্ধবাজ হিসেবে কুখ্যাতি পান সারা দুনিয়ায়। ভ্লাদিমির পুতিনকে এখন অনেকেই তুলনা করছেন হিটলারের সঙ্গে। এটা অবশ্য অস্বীকারের জো নেই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন পুতিন। নিজেকে প্রমাণ করেছেন এক ঝানু খেলোয়াড় হিসেবে। ২০১৮ সালে এক ভাষণে পুতিন বলেন, 'কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়নি, কেউ আমাদের কথা শুনতে চায়নি। কিন্তু এখন আমাদের কথা শুনছে।' হয়তো পুতিন রাশিয়াকে একটি ভীতি সঞ্চারক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশের ভেতরে এবং বাইরে। এবং সেটা তিনি পেরেছেনও বটে। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? অনেক প্রশ্নই উত্থাপিত হচ্ছে। ব্যাটলে জয়ের পথে রয়েছেন পুতিন। কিন্তু যুদ্ধে কি জিততে পারবেন? সহজ করে বললে, ছোট যুদ্ধে তিনি হয়তো জিতবেন। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যে সংঘাতের শুরু হলো তাতে কি তার জেতা সম্ভব? নাকি সব রাশিয়ানদেরই চড়া মূল্য দিতে হবে এর বিনিময়ে। অর্থনৈতিক অবরোধ উপেক্ষা করে তিনি কি টিকে থাকতে পারবেন? পারলে কি অন্য দেশগুলোকেও টার্গেট করবেন?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে বিশ শতকের অন্যতম বিপর্যয় মনে করেন পুতিন। ছোট বেলাতেই স্বপ্ন দেখতেন কেজিবিতে যোগ দেয়ার। সে স্বপ্ন পূরণও হয় তার। কিন্তু ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত এই গোয়েন্দা সংস্থায় পুতিনের অভিজ্ঞতা ছিল অম্ল-মধুর। এক পর্যায়ে পদত্যাগও করেন। কিন্তু রাজনীতিতে তার উত্থান দ্রুত এবং নাটকীয়। প্রথম দিকে তাকে পশ্চিমের বন্ধুই মনে করা হতো। এমনকি প্রেসিডেন্ট বুশ তাকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলে প্রশংসাও করেছিলেন। ইউরোপের অনেক নেতাই ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। নিষ্ঠুরভাবে বিরোধী দল ও মত দমন এবং অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রের একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। ক্রাইমিয়া অভিযান এবং বাশার আল আসাদকে রক্ষায় রণাঙ্গনে রাশিয়াকে শামিল করা পশ্চিম থেকে তাকে পুরোই বিচ্ছিন্ন করে দেয়। সব একনায়ক ও স্বৈরশাসকদের সিলেবাসে আশ্চর্য কিছু মিল থাকে। বিরোধীদের দমন। সমালোচকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। মিডিয়ার কণ্ঠরোধ। এসবই সর্বোচ্চ পর্যায়ে অনুসরণ করেছেন পুতিন। প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী যখন যা হওয়ার হয়েছেন। বিরোধীদের দাঁড়াতে দেননি কোথাও। আত্মপ্রচারণায় মগ্ন থেকেছেন। তার সম্পদের পাহাড় আর বান্ধবী নিয়ে কানাঘুষা হয়েছে বহুবার। পারমাণবিক বোমা ও বিশাল সেনাবাহিনী পুতিনের হাতকে আরও শক্তিশালী করেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপকে চ্যালেঞ্জ করেছেন বারবার। স্নায়ুযুদ্ধের পর যা ছিল অনেকটাই নজিরবিহীন। ৬৯ বছর বয়সী পুতিন কুংফু কারাতেতে দক্ষ হওয়ার কারণেই কিনা আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধানে আগ্রহ দেখান কম। বোমারু বিমান যেন তার বড্ড পছন্দ। পারমাণবিক অস্ত্রের কারণে পশ্চিমও সরাসরি তার সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহী নয়। কয়েকবারই বলা হয়েছে, বিশ্ব যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে কয়েক মিনিট দূরে ছিল। বলাই বাহুল্য, এমনটা কারও জন্যই সুখকর হবে না। হিটলারের ফরাসি শিক্ষক এডওয়ার্ড হুয়েমার বলেছিলেন, হিটলার নিঃসন্দেহে মেধাবী ছিল। তবে ভারসাম্যহীনও ছিল। এখন পুতিনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। তাই বিশ্বব্যাপী বলাবলি হচ্ছে, পুতিন কি তাহলে পুটলার হয়ে গেলেন? তিনি যে হিটলারের পথ ধরেছেন, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ৮১ বছর আগে এডলফ হিটলার একইভাবে ইউক্রেনে প্রবেশ করেছিলেন। যেমনটা করলেন নব হিটলার পুতিন।

ইউক্রেন নিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি!

(প্রথম পাতার পর)

রাখতে প্রতিরক্ষা প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুটিনের এই নির্দেশের পর বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিধর দেশ নাজুক ও নার্ভাস অবস্থায় পড়েছে। পুটিন আসলেই কি চান প্রশ্ন উঠেছে এনিয়ে। তাহলে কি তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন? হৃত সোভিয়েত সাম্রাজ্যকে পুনর্দখল কি তার লক্ষ্য? এই অবস্থায় বিশ্ব কি তাহলে জড়িয়ে পড়ছে পারমানবিক যুদ্ধে? রোববার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে এমন পারমানিক বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট পুটিন। তিনি বলেন, রাশিয়ার সেনাবাহিনীর পারমাণবিক অস্ত্রের দায়িত্বে থাকা দলকে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে রাখার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এ সময় রাশিয়ার ওপর আরোপ করা নানা নিষেধাজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করে পুতিন বলেন, রুশ অর্থনীতির প্রতি পশ্চিমা দেশগুলো শুধু অবন্ধুত্বসুলভ আচরণই করছে না, পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারাও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যার দিক দিয়ে রাশিয়ার অবস্থান দ্বিতীয়। এ ছাড়া দেশটির হাতে বিপুল পরিমাণ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। ইউক্রেনে হামলার পর যখন বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা চরমে, সে মুহূর্তে পুতিনের ওই নির্দেশ পরিস্থিতি আরও সংকটপূর্ণ করে তুলবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এদিকে ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গতশনিবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থাকা রুশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদ জব্দের ঘোষণা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডা। এ ছাড়া আর্থিক লেনদেনের বার্তা আদান-প্রদানের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা 'সুইফট' থেকেও রাশিয়ার ব্যাংকগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ। আর্থিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি আকাশপথেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে রাশিয়ার ওপর। ইউক্রেনে হামলার পর থেকে রাশিয়ার মালিকানায় থাকা উড়োজাহাজকে যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া ও বাল্টিক দেশগুলোর আকাশসীমায় প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না।

রাশিয়ার হামলার ফলাফল কী হতে পারে?

এরই মধ্যে রোববার থেকে রাশিয়ার জন্য জার্মানির আকাশপথ তিন মাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ দিনই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আকাশপথে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসও। আর রাশিয়ার উড়োজাহাজগুলোর জন্য ইতালির, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, আইসল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার আকাশপথ বন্ধ করা হবে বলে ঘোষণা এসেছে।৭জন যথাক্রমে মোহাম্মদ

কমিউনিটিকে অপমানের অভিযোগ

(৪৭ পাতার পর)

আলী, রেজাউল করীম চৌধুরী, ড. দিলীপ নাথ, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মোহাম্মদ তুহিন, বাহলুল সৈয়দ উজ্জল ও রাব্বী সৈয়দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং কিভাবে অনুষ্ঠানটি হলো তার প্রেক্ষপট তুলে ধরেন। এছাড়াও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিন-হাজ আহমেদ সাম্মু ও এএফ মিসবাহউজ্জামান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পর তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বিপুল সংখ্যক কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নাসির আলী খান পল বলেন, একুশের অনুষ্ঠানে যা হয়েছে তাতে বাংলাদেশ কমিউনিটি, বাংলাদেশ, দেশের পতাকা অপমানিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবাঙালীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আমাদের অনৈক্য আর নেতৃত্বের ব্যর্থতাই এজন্য দায়ী। তবে সেদিন কি হয়েছে সেটা আজকের বিষয় না, মুল বিষয় হচ্ছে আগামী যাতে আর একই ভুলের পনরাবৃত্তি না হয় এবং বৃহত্তর স্বার্থে আমরা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি সেই মূল বিষয়। তিনি তার দীর্ঘ দিনের প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, আজকের বাংলাদেশী কমিউনিটি একদিনে গড়ে উঠেনি। অনেক কাঠখড় পুরিয়ে কমিউনিটি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মান-সম্মান আমাদের মান-সম্মান। এজন্য ঐক্যের কোন বিকল্প নেই।

মোর্শেদ আলম তার বক্তব্যে তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, আমরা দেশে রাজনীতি করতাম বলেই প্রবাস জীবনে এসে কমিউনিটি অ্যাকটিভিটির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি। যাতে আমরা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি। আমরা আমরা বড় কমিউনিটি কিন্তু ঐক্যবদ্ধ নই। যার সুযোগে কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো আমাদের অপমান করেছেন। আমাদের অনুষ্ঠান তিনি করেছেন। আমাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে তিনি তা করতে পারেন না। এর প্রতিকারের জন্য তার কাছে যেতে হবে।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন তার বক্তব্যে একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে দীর্ঘ ৬/৭ টার্ম ধরে মূলধারার রাজনীতি ও ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেয়ার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, সময় এসেছে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। আমাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতা আর অনৈক্যের কারণে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ একটু ত্যাগ স্বীকার করলে আমরা আরো অনেক বড় বড় কাজ করতে পারি। তিনি আগামী নির্বাচনে কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক ২৪ থেকে একজন যোগ্য বাংলাদেশী-আমেরিকানতে প্রার্থী করার জন্য কমিউনিটির প্রতি আহ্বান জানান।

আওয়াল সিদ্দিকীও তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কতা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র সফলকালীন সময়ে তার সাথে যখন হোটেলে আমরা সাক্ষাৎ করি তখন তিনি বলেছিলেন- প্রবাসে যাই করো দেশকে ভুলে যেয়ো না, পরলে দেশের জন্য কিছু করো। তাঁর কথা আজো মনে আছে, তাই দেশের জন্য স্বাধ্য মতো কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকেও দেশ ও দেশের মানুষের সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যা হয়ে তার আর পুরনাবৃত্তি হতে দেয়া যাবে না। কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ' অর্জন কমিউনিটির বড় পাওয়া। প্রয়োজনে আমরা আবার একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে এই অর্জন সেলিব্রেট করতে পারি।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী বলেন, আমাদের আগামী দিনের টার্গেট আসন্ন নির্বাচনে ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ থেকে বাংলাদেশী-আমেরিকানকে নির্বাচিত করা। সেই লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ভূল-ত্রুটি শুধরে মিলে-মিশে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার করতে হবে, ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সেদিন আমরা অসহায় ছিলাম। বক্তা হিসেবে আমাদের পাঠানো লিষ্ট অনুস্মরণ করা হয়নি। যার জন্য আমরা অপমানিত হয়েছি।

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার অনুষ্ঠানটি আয়োজনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ নামকরণ অবশ্যই একটি বড় অর্জন, তবে এই সম্মান একদিনে কিংবা একজনের চেষ্টায় অর্জিত হয়নি। কিন্তু সাপ্তাহিক বাঙলী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম খবরে এই অর্জনের কৃতিত্ব একজনকে দেওয়া হয়েছে যার ফলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে বাঙালী সম্পাদক জনাব কৌশিক আহমেদ-কে আমি জানিয়েছি। তিনি আরো বলেন, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডানোভান রিচার্ডসেরও ভূমিকা ছিলো এবং তিনি চেয়েছিলেন বরো হল এবং কাউন্সিল মেম্বার অফিস মিলে যৌথভাবে নাম ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে। কিন্তু কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো একাই অনুষ্ঠানের আয়োজক করায় বরো প্রেসিডেন্ট ডানোভান রিচার্ডস আর অনুষ্ঠানে আসেননি। তিনি অনুষ্ঠানটির সকল ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, অনুষ্ঠানটিকে বর্ণাঢ্য করতেই জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় পতাকা সহ ব্যানার, পোষ্টার আর কয়েকজন অতিথির জন্য উত্তরীয় নিয়ে যায় এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কাউন্সিলম্যানকে প্ল্যাক দেয়।

বাহলুল সৈয়দ উজ্জল বলেন, জ্যামাইকায় আজকের বাংলাদেশ কমিউনিটি একদিনে গড়ে উঠেনি। আজকের লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ কারো বা কোন সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের একার অবদান নয়। এজন্য সকল বাংলাদেশী-ই কৃতিত্বের দাবীদার। আমরাও অতীতে সফলতার সাথে অনেক অনুষ্ঠান করেছি। তবে এমন অনুষ্ঠান আগে হয়নি। আগামীতে যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা আরো বড় অর্জন করতে পারি সেটিই সবার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এবং সেই লক্ষ্যেই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মোহাম্মদ তুহিন বলেন, সবার অবদানের ফসল আজকের লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ। তাই একে অপরের দোষ-ত্রুটি ধরে পিছনের দিকে নয়, আমাদেরকে সামনের দিকে এগুতে হবে। আমরা কে কোথায় থাকি সেটি বড় কথা নয়, আমরা সবাই কমিউনিটির জন্য কাজ রছি। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করতে হবে।

রাব্বী সৈয়দ বলেন, অনুষ্ঠানটি আয়োজনে আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে সত্য, তবে তা ইচ্ছেকৃত নয়। আর ঐদিন পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠে যে আমার কি করনীয় তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তিনি বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগুতে চাই, সবার সহযোগিতা চাই।





বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী

(শেষের পাতার পর)

সার্বজনীন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের সদস্য ছাড়াও প্রবাসের গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ মশিউর রহমান মজুমদার। এবিএম হুমায়ুন কবিরের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী তাজুল ইসলামকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যগণ। এসময় লাক-সাম জেলা বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে স্মারণ-লিপি প্রদান করা হয়। লাকসামের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলামকে ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সভাপতি মোঃ মশিউর রহমান মজুমদার, আবুল কালাম ভূইয়া, আব্দুল জলিল তিতুমির,সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মজুমদার প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আইগ্লোবাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান আবুবকর হানিপ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ মহসিন, মন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী ও মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব মো: জাহিদ হোসেন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল কালাম ভূঁইয়া। ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি আব্দুল জলিল তিতুমির, মোঃ লোকমান হোসেন রাজুসহ আরো অনেকে।

মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের সভাপতি মোঃ মশিউর রহমান মজুমদার। তিনি মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম, এমপি'কে এই স্বল্প সময়ে নিজেদের মাঝে পাওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সেই সাথে এ আয়োজনকে সফর করার জন্য সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদসহ সকলকে একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানান। তিনি মন্ত্রীর কাছে লাকসামকে জেলা করার জোরালো দাবী জানান। এছাড়া লাকসামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার দাবিও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম আয়োজক কমিটিসহ প্রবাসী লাকসামবাসীর প্রশংসা করে বলেন, আমি অভিভূত ও কৃতজ্ঞ এই স্বল্প সময়ে এত অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য। লাকসামবাসীর এ ধরণের মিলন মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমি জানি আপনারা এলাকার উন্নয়নে প্রবাস থেকে সবসময় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন, এতে এলাকাসহ দেশ ও জাতি উপকৃত হচ্ছে। লাকসামবাসীর উন্নয়নে আপনারা যেভাবে চিন্তা করেন তা আমাকে আগামীতে লাকসামের উন্নয়নে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মন্ত্রী বলেন, লাকসামে অবকাঠামোগত বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

লাকসামকে জেলা করার দাবীর পক্ষে একাত্ততা প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমি ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদে লাকসামকে জেলা ঘোষনার দাবি করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সময়ের মহকুমাগুলোকেই শুধুমাত্র জেলা করবেন বলে জানান। তবে ভবিষ্যতে সুযোগ হলে লাকসামকে জেলা ঘোষনার প্রস্তাব আবারো তুলবেন বলে আশ্বস্ত করেন।

অনুষ্ঠানে পেনসেলভেনিয়া স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোঃ লোকমান হোসেন রাজু, লাকসাম ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাবেক সভাপতি আব্দুল জলিল তিতুমির, উপদেষ্টা মো. আখতারুজ্জামান, এবিএম হুমায়ন কবির, খোরশেদ আলম, প্রফেসর সাফায়েত উল্লাহ মজুমদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম, ওমর ফারুক রিপন, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ইউছুফ মজুমদার, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাজী এনাম, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক কুলসুম আক্তার সুমী, ডেলসি জান্নাত, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আলী আক্কাস প্রমুখ মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাধারণ পরিষদ

(শেষের পাতার পর)

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এর সাথে অনুষ্ঠিত এক দ্বিপাক্ষিক সভায় আলোচনাকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতৃত্বে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এ প্রশংসা করেন তিনি। পিজিএ বলেন এ মুহূর্তে বাংলাদেশ ইউএন উইমেন নির্বাহি বোর্ডের সভাপতি, পিসবিল্ডিং কমিশনের চেয়ার, এবং আইএমআরএফ-এর কো-ফ্যাসিলেটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে যা এর সামর্থ্য ও নেতৃত্বের বহি:প্রকাশ।

সভার শুরুতে 'এসডিজি বাস্তবায়ন রিভিউ' বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের ইভেন্ট আয়োজন এবং সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন এর আওতাধীন উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থ, পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা- এ দুটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভাপতির নিকট পেশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন। এসডিজির বাস্তবায়ন, বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তহবিল ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অধিকাংশ তহবিল কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। প্রস্তাবিত উচ্চ পর্যায়ের ইভেন্টটির আয়োজন করা হলে তা এসডিজি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং তহবিল ঘাটতি মোকাবিলায় ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন (এসএসসি) এর আওতায় মন্ত্রী পর্যায়ের উক্ত ফোরাম এসএসসি'র বিষয়ভিত্তিক আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিতে একটি চমৎকার প্লাটফর্ম তৈরি করবে মর্মে মন্তব্য করেন তিনি। সাধারণ পরিষদের সভাপতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব দুটিকে স্বাগত জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কোভিড-এর মধ্যেও বাংলাদেশের জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া তিনি কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং কোভিড-এর টিকাকে 'সার্বজনীন বৈশ্বিক সম্পদ' হিসাবে ঘোষণার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বৃতির কথাও উল্লেখ করেন। সাধারণ পরিষদের সভাপতি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি, কোভিড মোকাবিলাসহ বাংলাদেশের অসামান্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রোহিঙ্গা সঙ্কট বিষয়ক আলোচনাকালে রোহিঙ্গা শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এখন পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা নিজ ভূমি মিয়ানমারে ফেরত যায়নি মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাধারণ পরিষদের সভাপতি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাতে সম্মতি প্রদান করেন। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে সরকারি সফরে নিউইয়র্ক অবস্থান করছেন। তাঁর জাতিসংঘে 'গ্যালভানাইজিং মোমেন্টাম ফর ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিনেশন' বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশ গ্রহণ এবং মহীসোপান সীমা বিষয়ক কমিশনে (সিএলসিএস) বাংলাদেশের এসংক্রান্ত সংশোধিত তথ্যাদি উপস্থাপন করার কথা রয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

"আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি"

(শেষের পাতার পর)

হাহাকার, উর্দ্ধাশ্বাসে বিক্ষিপ্ত মানুষ একটু পানি চাই, পানি চাই পানি.....পানি, বুক ফেটে গেল। সেদিন একটি পানির পোয়ারার সাকির দায়িত্ব পালন করবেন রাহমাতুললির আলামীন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নাম তার হাউজে কাউসার। যা একটি পানির ফোয়ারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"(হে নবী!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। কাজেই তুমি নিজের রবেরই জন্য সালাত পড়ো ও কুরবানী করো, তোমার দুশমনই শিকড় কাটা।"(সুরা আল কাউসার)

কাউসার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। "সেটি একটি হাউজ। আমার উম্মত কিয়ামতের দিন তার কাছে থাকবে।"(মুসলিম, কিতাবুস সালাত, আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) "আমি তোমাদের সবার আগে সেখানে পৌঁছে যাবো।"(বুখারী, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল ও কিতাবুল তাহারাত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: ও আবু হোরায়রা রা: বর্ণিত রেওয়ায়েত সমূহ)

"আমি তোমাদের আগে পৌঁছে যাবো, তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দেবো এবং আল্লাহর কসম, আমি এ মহুর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি।"(বুখারী, কিতাবল জানায়েয, কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুর রিকাক)

সাহল ইবনে সাদ, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন," আমি তোমাদের আগে হাউজে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো। যে আমার কাছে যাবে সে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারবো এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেয়া হবে না, বাধা দেয়া হবে। আমি বলব: এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কি সব নব উদ্ভাবন করেছিল। অন্য বর্ণনায়: আপনার পরে তারা কি আমল করেছে তা আপনি জানেন না। অন্য বর্ণনায়: আপনার পরে এরা কি উদ্ভাবন করেছিল সে বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নেই। তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা দুর হয়ে যাক! তারা দুর হয়ে যাক।" (বুখারী, কিতাবর রিকাক, ফিতান মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল)

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা রা: বলেন,"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন গোরস্থানে গিয়ে বললেন: 'হে বাড়ির মু'মিন বাসিন্দাদের বাড়ির লোকেরা! আপনাদের উপর সালাম। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবো।' আমার ইচ্ছা হয় যে, আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা আমার সাহাবী, সঙ্গী, আমাদের ভাইয়েরা হচ্ছেন তারা যারা এখনো আসেনি। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার উম্মতের যারা এখনো আসেনি তাদেরকে কিভাবে চিনতে পাবেন? তিনি বললেন, আচ্ছা বলোতো, অনেক কালো ঘোড়ার পালের মধ্যে কারো যদি কিছু সাদা মুখ ও সাদা পা ওয়ালা ঘোড়া থাকে তাহলে কি সে তার ওই ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবে না? সাহাবীগণ উত্তরে বলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ, সে অবশ্যই তার ঘোড়াগুলোকে চিনতে পারবে। তিনি তখন বললেন, আমার পরবর্তী যুগের উম্মতগণ ওযুর কারণে মুখ ও হাত সমুজ্জল নুরে চমকিত অবস্থায় আসবে। আমি তাদের জন্য আগে থেকেই হাউজে গিয়ে অপেক্ষা করবো। সাবধান! তোমরা শুনে রাখ!! অনেক মানুষকে পথহারা উটের মত আমার হাউজ থেকে দূর করে দেয়া হবে। আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলব: এদিকে এসো। তখন বলা হবে: এরা আপনার পরে পরিবর্তন করেছিল। তখন আমি বলবো: দুর হও, দুর হও। (মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত)

সুপ্রিয় পাঠক! এ হাদীসগুলো থেকে কি বুঝা গেল? এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেল অনেক নিয়মিত অযু ও নামায আদায়কারী মুসলমানও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ও নব উদ্ভাবন করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাউজে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত হবে। একজন বেদুঈন তার নিজের উটের জন্য যে খাবার বা পানির ব্যবস্থা করেছে সেখানে অন্য কোন পথহারা মালিকবীহিন উট খাবার খাবার বা পানি খেতে আসলে তাকে তাড়িয়ে দেয়। ঠিক তেমনিভাবে এ সকল মুসলমানকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাউজে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

নব উদ্ভাবন মানে বিদা'আত। এই বিদা'আত বর্তমানে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে 'ভালো কাজের অবয়বে' আমাদের ইবাদাতসমূহে প্রবেশ করেছে। যাকে অনেক আলিম বিদা'আতে হাসানা নামে অবহিত করেন। যিনি প্রথম বিদা'আতের শ্রেনীবিভাগ করেছিলেন তিনি হয়ত কোন নেক নিয়্যাতে করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই বিদা'আত আমাদের ইবাদাতসমূহে এমনভাবে আসন গেড়েছে যে, কেউ যদি তা পরিত্যাগ করে তবে তাকে নাস্তানাবূদ করা হয়।

আমাদের প্রতিটি ইবাদাতে বেদা'আতকে পরিত্যাগ করে সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদাতগুলো পরিপালন করা হলে আল্লাহ কবুল করবেন এবং কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে হাউজে কাউসারের পানি পাওয়ার সম্ভবনাও তৈরী হবে এবং একই সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাফ-য়াতও নসীব হবে। অন্যথায় উপরের হাদীসগুলোর বর্ণনা তো দেখলেন। আল্লাহ আমাদের ঐ দলে অন্তরভুক্ত না করুন।

নিচের হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমার আগে যে কোন উম্মতের মধ্যে যখনই আল্লাহ কোন নবী প্রেরণ করেছেন তখনই তাঁর উম্মতের মধ্যে কিছু একান্ত আপন সাহায্যকারী সহচর ও সঙ্গী তৈরি হয়। যাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরে থাকে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। অত:পর তাঁদের পরে উম্মতের মধ্যে এমন কিছু খারাপ শ্রেনীর মানুষ পয়দা হয় যারা যা বলে তা করে না, আর যা করতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি তাই করে। যে ব্যক্তি এদের বিরূদ্ধে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মু'মিন। যে ব্যক্তি জিহবা দিয়ে এদের বিরূদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মু'মিন। এরপরে আর সরিষা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।"(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমান)

হাদীসে চিত্রায়িত রূপ কি আমাদের রূপের সাথে মিলে যায় না? আমরা মুখে সুন্নাত সুন্নাত বলে মহব্বত প্রদর্শন করি, কিন্তু অধিকাংশ কর্ম করি খেলাফে সুন্নাত অনুসারে। মুখে নবী প্রেমের বুলি আওড়াই কিন্তু কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করি না।

পানি পানে স্মরণশক্তি

(শেষের পাতার পর)

বিকাশে সাহায্য করে। এছাড়া খালি পেটে পানি পান শরীরের পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি সাধন করে বাড়তি ওজন কমায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হালকা গরম পানি খেলে তা হজমে সাহায্য করবে। গরম পানি খাদ্য উপাদানকে ভাঙতে সাহায্য করে। এভাবে হজমপ্রক্রিয়ার উন্নতি হয়। পানি শরীরের বর্জ্য বের করে লিভার পরিষ্কার রাখে। শরীরের তাপমাত্রা রক্ষায়, সংবেদনশীল টিস্যু সুরক্ষাসহ বহু কারণে পানি দরকার। দৈনিক ৮-১০ গ্লাস পানি পান করা অত্যাবশ্যকীয়।

ভারতের জীবনধারা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাইয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পানি ও ওজন কমার মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সকালে খালি পেটে পানি পান করলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বের হয়ে যায়। বর্জ্য বের করতে পানি কিডনিকে সাহায্য করে। পানি পান করলে প্রস্রাবের সঙ্গে বর্জ্য বের হয়ে যায়।

নাশতা করার আগে পানি পান করলে ক্যালোরি কমাতে সাহায্য করে। পানি পানের কারণে পেট ভরা অনুভব হয়, এতে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ হয় না। সকালে নাশতা খাওয়ার ৩০ মিনিট আগে পানি পান করুন।

খালি পেটে পানি পানে শরীরের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে। শরীরের লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে উন্নত করে এবং শরীরের তরলে ভারসাম্য আনে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বর্জ্য ও অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে পানি, যা থেকে সংক্রমণ ও অসুস্থতা হয়। সকালে খালি পেটে পানি পান করলে ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ত্বক উজ্জ্বল করে ও ব্রণ কমে। ত্বকের শুষ্কভাব দূর করে আর্দ্রভাব এনে দেয়।

দুই দিনেই ২৩ কোটি

(শেষের পাতার পর)

করেছে। নারীকেন্দ্রিক এ সিনেমা মুক্তির প্রথম দিনেই করেছে বাজিমাত। দর্শকরা গাঙ্গুরূপী আলিয়ার জয়গান গাইছেন।

শুক্রবার (২৫ ফেব্রুয়ারী) মুক্তির প্রথম দিন সাড়ে ১০ কোটি রুপি আয় করে গাঙ্গুবাই। এরপর দ্বিতীয় দিনে আয় আরও বেড়ে গেছে। শনিবার (২৬ ফেব্রুয়ারী) সিনেমাটি আয় করেছে প্রায় ১৩ কোটি রুপি। ফলে দুই দিনেই এর আয় ছাড়িয়েছে ২৩ কোটি রুপি।

এ সিনেমার প্রচারে কোনো কমতি রাখেননি আলিয়া। পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মুম্বাইসহ নানা শহরে ঘুরে ঘুরে সিনেমা দেখার আবেদন করেছেন ভক্তদের। কলকাতা সফরে জলভরা সন্দেশে মিষ্টি মুখ করেছিলেন আলিয়া। সিনেমা মুক্তির আগে সেই সফরে তার চেহারায় চিন্তার ছাপ ছিল। কারণ তিনি জানতেন, তার অভিনয় দক্ষতার ওপরই নির্ভর করছে সিনেমাটির বাণিজ্যিক লাভের অংক।

বক্স অফিস বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, সপ্তাহ শেষে সিনেমাটি সহজেই ৪০ কোটির বেশি আয় করে ফেলবে।

ফাহাদ সোলায়মান কুইন্স বরো

(শেষের পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর একাংশের সাধারণ সম্পাদক। একই সঙ্গে মূলধারার রাজনীতিতেও বাংলাদেশী একজন প্রতিনিধি হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ফাহাদ সোলায়মান ইতিমধ্যেই নিজের কর্মের পরিধি দিয়ে নিউইয়র্কের মূলধারার রাজনীতিতে শক্ত অবস্থানও তৈরি করেছেন। তার সে অবস্থান ইতোমধ্যেই সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। এমনকি কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনাভান রিচার্ডেরও নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে ফাহাদ সোলামানকে ডনাভান রিচার্ড তার ডেলিগেট নির্বাচিত করলেন।

জানা গেছে, এই পদে ফাহাদ সোলায়মানের সঙ্গে আরো ২০ জন ডেলিগেট রয়েছেন। তারা হলেন- ল্যারি, টিম চোবিজি, জ্যারিএ্যানি, ক্যানেথ ডেভিড, আমান্ডা, জোনাথন, ড্যারিস, লারা, আদজোহা, ফুলটন হো, এল জেমস, ক্রিস্টিয়ানা, পি জনশন, ডস্টিন, রিচার্ড কে, ক্যাথলিন, ক্যাভিন লি, ইয়া মনোপয়েন্ট, জোসি ময়, মিনা প্যাসন, আতিক কাদরি, স্যারি রিসনার, মেগান, ক্লারা, মাইকেল স্কট, জেনস সি. সিলভা, স্যুচি, মেরিনা ও টিটিলায়ো।

মোহাম্মদ আলী কমিউনিটি এফেয়ার্স লিয়াজন পদে

(শেষের পাতার পর)

দুইবারের নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ এবং কমিউনিটি বোর্ড এ্যারিয়া চেয়ার পারসন মোহাম্মদ আলী এবার নিউইয়র্ক স্টেট এ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমারের অধীনে কমিউনিটি এফেয়ার্স লিয়াজন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন। গত ২২ ফেব্রুয়ারী তিনি এ পদে যোগদান করেন। এর ফলে তিনি কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠন সহ নতুন প্রজন্মের সাথে সেতু বন্ধনের ভূমিকা পালন করতে পারবেন এবং সাউথ এশিয়ান তথা বাংলাদেশী কমিউনিটিকে মূলধারার সাথে আরো বেশী করে সম্পর্ক বৃদ্ধিকরনে ভুমিকা রাখতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

মোহাম্মদ আলী তার এই নতুন মনোনয়নে এ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার এবং বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ বিশেষ করে ডিস্ট্রিক ৩৯ এর সকল ভোটারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তার দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ কমিউনিটির সেবা প্রদানের চেষ্টা চালাবেন বলে উল্লেখ করে সকলের সহযোগিতা কামনা এবং মহান ভাষার মাসে সকল ভাষা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy



৩২২ নামের তালিকা থেকেই শেষ পর্যন্ত পাঁচজন

নতুন ইসি হাবিবুল আউয়াল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সচিব কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বে নতুন যে নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠিত হয়েছে, সেটি হয়েছে অনুসন্ধান কমিটির কাছে প্রস্তাবিত ৩২২ নাম থেকে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত ওই নামগুলো প্রকাশ করেছিল অনুসন্ধান কমিটি। তবে তারা রাষ্ট্রপতির কাছে যে ১০ জনের নামের সুপারিশ করেছিল, সেগুলো প্রকাশ করা হয়নি।

নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালের নামটি ছিল ৩২২ জনের তালিকার ৪৯ নম্বরে (তবে যোগ্যতার ক্রম অনুসারে তালিকাটি করা হয়নি)। তিনি সর্বশেষ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব হিসেবে সরকারি চাকরি থেকে অবসরে যান। এর আগে তিনি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, সংসদ সচিবালয়ের সচিব ও আইন মন্ত্রণালয়ে সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

শনিবার কাজী হাবিবুল আউয়ালকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আরও চারজনকে নির্বাচন কমিশনার করা হয়। বিকেলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বিসিএস ১৯৮১ ব্যাচের কর্মকর্তা। তাঁর চাকরিজীবন শুরু হয়েছিল মুনসেফ (সহকারী জজ) হিসেবে। ১৯৯৭ সালে জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি পান। অবসরের পর তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমে কলাম লেখেন।

নতুন নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে বেগম রাশিদা সুলতানার নামটি ছিল প্রকাশিত ৩২২ জনের তালিকার ২৬১ নম্বর ক্রমিকে (যোগ্যতার ক্রম অনুসারে নয়)। তিনি ২০২০ সালে রংপুরের জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে অবসরোত্তর ছুটিতে যান। গত বছর তাঁর অবসরজীবন শুরু হয়। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে। তবে তিনি এখন খুলনায় থাকেন একমাত্র সন্তানের কাছে। তাঁর ছেলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়া অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবীব খান বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান। তাঁর নামটি ছিল প্রকাশিত তালিকার ২৩৬ ক্রমিকে (যোগ্যতার ক্রম অনুসারে নয়)।

আরেক নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর গত বছর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব হিসেবে অবসরে যান। তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নামটিও এসেছে প্রকাশিত তালিকা (ক্রমিক ১৫৪, যোগ্যতার ক্রম অনুসারে নয়) থেকে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মো. আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনার হওয়া বড় কথা নয়, কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারাই বড় কথা।'

অপর নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব হিসেবে গত ডিসেম্বরে অবসরে গেছেন। এর আগে তিনি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বাড়ি শরীয়তপুরে। তাঁর নামটি ছিল অনুসন্ধান কমিটির প্রকাশিত তালিকায় ১৪৪ ক্রমিকে (যোগ্যতার ক্রম অনুসারে নয়)।

ইসি গঠনে যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ে ৫ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নাম দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। ব্যক্তিপর্যায়েও নাম আহ্বান করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি ৩২২ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করে কমিটি। এরপরও কিছু নামের প্রস্তাব পেয়েছিল অনুসন্ধান কমিটি। তবে বিএনপিসহ কয়েকটি দল অনুসন্ধান কমিটির কাছে ইসি গঠনে কোনো নামের প্রস্তাব পাঠায়নি।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুসন্ধান কমিটির প্রকাশ করা ৩২২ জনের তালিকা থেকেই নতুন নির্বাচন কমিশনের পাঁচজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

সিলেটে শতাধিক যুবকের স্বপ্ন কেড়ে 'পলাতক' আমিন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : রোমানিয়া। ইউরোপের দেশ। যাওয়ার জন্য বিভোর সিলেটের যুবকরা। দল বেঁধে বেঁধে ছুটছেন। মাত্র সাড়ে ৬ লাখ টাকায় যাওয়ার সুযোগ। আর এতে প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছিলো ছাতকের আমিনুর রহমান। নগরের জিন্দাবাজারে হক সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় ট্র্যাভেলস খুলে এই প্রতারণা করেছেন। তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে শতাধিক যুবকের স্বপ্ন ফিঁকে হয়ে গেছে।

এখন সামনে অন্ধকার দেখছেন তারা। গতকাল এসেছিলেন আমিন ট্র্যাভেলসে। হাহাকার করছেন তারা। জানিয়েছেন; আমিনুর রহমানের প্রতারণার শিকার হয়েছে প্রায় ৩শ' যুবক। টাকা নিয়েও ফ্লাইট দিতে পারেননি। এখন পালিয়ে গেছেন দুবাইয়ে। সেখান থেকে ক্ষোভ থামানোর চেষ্টা করছেন। ঘটনার জানাজানি গত বৃহস্পতিবার। ওই দিন ১১ যুবককে নিয়ে যান ঢাকায়। রাত সাড়ে ১১টায় রোমানিয়ার ফ্লাইট দেয়ার কথা ছিল। এয়ারপোর্টের পাশে একটি হোটেলে রাখেন তাদের। তার আগে করোনার জন্য নমুনা পরীক্ষা করার কথা ছিল। এ কারণে অপেক্ষায় ছিলেন যুবকরা। মৌলভীবাজারের মাহবুবুর রহমান মঞ্জু নামের এক যুবক গতকাল জানিয়েছেন, তিনি সহ ১১ জন যুবককে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় ফ্লাইট দেয়ার কথা বলে ঢাকায় নিয়ে যান। এরপর ওইদিন বিকাল ৪টার পর থেকে আমিনের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। সিলেটের অফিসে যোগাযোগ করেও কোনো সদুত্তর পাননি। করোনা টেস্ট না হওয়ার কারণে তারা এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকতে পারেননি। সিলেটে আমিনের বাসায় খোঁজ করেও পাননি।



এরপরই তাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তারা প্রতারিত হয়েছেন। ফ্লাইটের সময় শেষ হয়ে গেলেও আমিন এলেন না। এরপর তারা সিলেটে ফিরে আসেন। প্রতারিত যুবকরা জানিয়েছেন, আমিনুর রহমান তার আমিন ট্র্যাভেলসের মাধ্যমে রোমানিয়ায় যাওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার প্রথমে ১১ জনকে নিয়ে যান। এরপর শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার পর্যন্ত অর্ধশতাধিক যুবককের ফ্লাইট ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আমিন উধাও হয়ে যাওয়ার কারণে সবারই স্বপ্ন ভেঙে গেছে। এরই মধ্যে তারা সবাই ভিসা ও পারমিট হাতে পাওয়ায় পুরো টাকাই পরিশোধ করেছেন। তারা জানান, ইতিমধ্যে ভিসা দিয়ে ১০-১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন আমিনুর রহমান। শুক্রবার বিকালে প্রতারিত হওয়া এক যুবকের সঙ্গে কথা হয়েছে আমিনুর রহমানের। তিনি বর্তমানে দুবাই রয়েছেন। জানান- ভিসা নিয়ে তাদের পার্টনারদের মধ্যে জটিলতা চলছে। এ নিয়ে মারামারি হয়েছে। তিনি সবার ফ্লাইট কনফার্ম করতে দুবাই গেছেন। ফিরে এসে ফ্লাইট দেয়া শুরু করবেন। কিন্তু আমিনুর রহমানের সেই কথায় আশ্বস্থ হতে পারছেন না প্রতারিতরা। স্থানীয় কয়েকজন এজেন্ট জানিয়েছেন, রোমানিয়ার ভিসা নিতে হয় ভারত থেকে। সব প্রসেসিংয়ে সময় ব্যয় হয় ২-৩ মাস। কিন্তু আমিনুর রহমান এক মাসের ভেতরে ভিসা নিয়ে এসেছেন। ফলে এসব ভিসার বৈধতা নিয়েও সংশয় কাটছে না। অনেকেই ধারণা করছেন- জাল ভিসা দিয়ে আমিনুর রহমান টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এরপর ফ্লাইট দেয়ার আগেই তিনি দুবাই চলে যান। উপশহরে তার পরিবার বসবাস করে। শুক্রবার রাতে ভুক্তভোগীরা উপশহরের ওই বাসায় গিয়ে তালাবদ্ধ পান। গতকাল আমিনুর রহমানের মালিকানাধীন আমিন ট্র্যাভেলসে গিয়ে বেশ কয়েকজন প্রতারিত হওয়ার তালিকা পাওয়া যায়। এরা সবাই ইতিমধ্যে সাড়ে ৬ লাখ টাকা থেকে সাড়ে ৭ লাখ টাকা দিয়ে ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছেন- মাহমুদ আহমদ, আবু হামিদ, আজমল হোসেন, বুরহান উদ্দিন, আকবর আলী, জুবায়ের আহমদ, নাসিম আহমদ, মাহফুজ আহমদ, এমদাদ হোসেন, রহমান, সাইদুর রহমান, নবীন, হোসেন, মোর্শেদ আহমদ, আল আমীন, মালেক, শিবরন আলম, ফয়জুল ইসলাম, শাকিল আহমদ, শাহীন আহমদ, সুমন আহমদ, মাহবুবুর রহমান ও জুনেদ আহমদ। এদিকে- আমিনুর রহমান পালিয়ে যাওয়ার খবরে দুপুরে শতাধিক যুবক ভিড় করেন আমিন ট্র্যাভেলসে। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা জানান, কেউ কেউ জমি বিক্রি করে এনে টাকা দিয়েছেন। ভিসা দিলেও ফ্লাইট না দিয়েই পালিয়ে গেছে আমিনুর রহমান। এ কারণে তারা প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন। দক্ষিণ সুরমার আব্দুল মতিন ও মাওলানা আব্দুল গনি নামে দু'ভাইয়ের কাছ থেকে ১৩ লাখ, ফখরুল ইসলামের কাছ থেকে সাড়ে ৭ লাখ, আলী হোসেন শাহীনের কাছ থেকে ৭ লাখ, সজল বৈদ্যের কাছ থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা, কাজল দেবনাথের কাছ থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা, ফেঞ্চুগঞ্জের সুফিয়ানুল মাছুমের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা, জালালপুরের মিজানুর রহমানের কাছ থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা, দক্ষিণ সুরমার নুরুল ইসলামের কাছ থেকে ৩ লাখ ও মাজেদুল ইসলামের কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এদিকে আমিনুর রহমানের প্রতারণার শিকার হওয়া যুবকরা দুপুরে ৯৯৯ ফোন করে হক সুপার মার্কেটে পুলিশ নিয়ে আসেন। বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরে বিকালে মামলা করতে কোতোয়ালি থানায় যান। পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আজকালের মধ্যে আদালতে এ ব্যাপারে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ইউক্রেন রক্ষায় যুদ্ধে কিংবদন্তি দুই বক্সার

(শেষের পাতার পর)

ক্লিৎসকোও তৈরি। দুই ভাই মিলে জীবন বাজি রেখে দেশের সার্বভৌম রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে অঙ্গিকার করেছেন। ভিতালি বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন অনেককার। হেভিওয়েট শিরোপা লড়াইয়ে ১৫ জন বিশ্বসেরাকে কুপোকাত করেছেন ক্যারিয়ারে। ২০১১ সালে ভিতালি ও তার ছোট ভাই ভ্লাদিমির ক্লিৎসকো যুগল হিসেবে সবচেয়ে বেশি হেভিওয়েট শিরোপা জেতার রেকর্ড গড়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখান।

রুশ সেনাদের আগ্রাসনে রাজধানী কিয়েভ আক্রান্ত হবার ভিতালি বলেছেন, 'আমি ইউক্রেনকে বিশ্বাস করি, আমি দেশের উপর বিশ্বাস করি, আমি দেশের মানুষের উপর বিশ্বাস করি। ইউক্রেনের মানুষ শক্তিশালী। সেটাই প্রমাণিত হবে। সার্বভৌমত্ব ও শান্তির জন্য জনগণ আকুল। আমার কাছে আর কোনও উপায় নেই। আমাকে যুদ্ধ করতেই হবে।'

উল্লেখ্য, বক্সিং ছেড়ে দেওয়ার পর ২০১৪ সাল থেকে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন ভিতালি ক্লিৎসকো। তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

ইমাম আবশ্যক

সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী)

একজন ইমাম আবশ্যক

যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274

Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com

SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

কন্ডোমনিয়াম ভাড়া বা বিক্রয়

৩ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম বিক্রয় অথবা ভাড়া হবে। ১৫৯৪ মেট্রোপলিটান এভিনিউ, পার্কচেস্টার, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২. মসজিদ, সুপারমার্কেট সাবওয়ে কাছে।

যোগাযোগ: ৩৪৭-৭৪০-২৪৬৩, ৩৪৭-৫৬৭-৮৭১০

রুম ভাড়া

করোনায় সেভেন ট্রেন সাবওয়ের কাছে সিঙ্গেল ওয়ার্কিং কর্মজীবী তরুনদের কাছে দুটি আলাদা রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৩৫০ ও ৪০০ ডলার। গ্যাস ও বিদ্যুত বিল আলাদা। কোন ভিজিটর আসতে পারবে না।

যোগাযোগ: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ

ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ ষ্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।
মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

হেল্প ওয়ান্ডেট

নিউজার্সীর পেটারসন শহরের ৩৯৮ ইউনিয়ন এভিনিউতে একটি গ্রোসারী স্টোরে কাজ করার জন্য দক্ষ, চটপটে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৭৩-৩৮৯-৯০৫৫ অথবা ৮৬২-৬৮৬-১৩৩৭
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬
জা-২৪/৩১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফ্‌ট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

বাসা ভাড়া

ইস্ট এলমহাসবট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্ট্রীটটের উপর দোতালায় একটি এক বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
জা-৩১/ফে-২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।

যোগাযোগ করুন:

আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।

যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

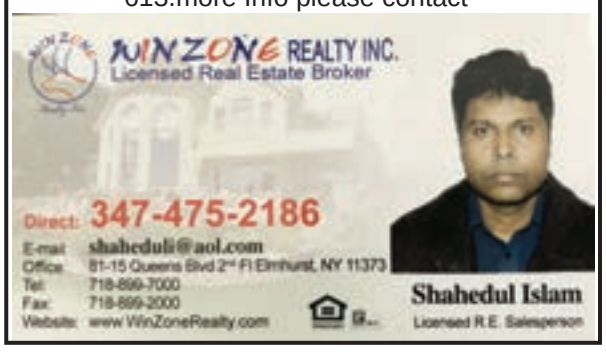
টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

গাড়ীসহ
ব্যক্তিগণ
ন-২৯/ডি





ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মহান একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। ভাষা শহীদদের স্মরণে সম্মিলিতভাবে ১৫টি সংগঠন এবং সম্মিলিত শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উদযাপন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ব্রঙ্কসের মামুন'স টিউটোরিয়ালে গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোববার সন্ধ্যে ৬টা থেকে শুরু হয় নানান কর্মসূচি। অনুষ্ঠানমালায় ছিল একুশের আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রভাত ফেরি ও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। একুশের প্রথম প্রহরে অস্থায়ী শহীদ মিনারে শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

একুশ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ শামীম মিয়ার পরিচালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, অ্যাসেম্বলীওমেন কারিনাজ রেইজ, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, বিএসিসি'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, বাঙালীর চেতনা মঞ্চের চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান লিংকন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, বাফার প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন, উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব এ ইসলাম মামুন, প্রধান সমন্বয়কারী মোতাসিম বিল্লাহ তুষার, যুগ্ম আহ্বায়ক মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, সমন্বয়কারী সামাদ মিয়া জাকের, মোশাহীদ চৌধুরী, এম ডি আলাউদ্দিন, বোরহান উদ্দিন ও নূরে আলম জিকু, যুগ্ম সদস্য সচিব শামীম আহমেদ, আরিফ রেজা ও কাজী রবিউজ্জামান, বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী, বিএসিসি'র সাধারণ সম্পাদক নজরুল হক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মির্জা মামুন রশিদ, খবির উদ্দিন ভূইয়া, কফিল চৌধুরী, লোকমান হোসেন লুকু, জামাল আহমেদ, শ্যামল কান্তি চন্দ, মো. আলী, ইমরান আলী টিপু, আবুল খায়ের আখন্দ, এইচ এম মিজানুর রহমান, ফারজানা ইয়াসমিন, সালেহ উদ্দিন, এডভোকেট আলাউদ্দিন, এমরান শাহ রন, মোতাহার হোসেন, আরিফ রেজা, গোলাম মুহিত, আবু ফজর প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন মো. মহিউদ্দিন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন। বক্তারা প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তনিমা হাদী ও সৈয়দ ফয়েজ। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

নানা কর্মসূচির পর একুশের প্রথম প্রহরে শহীদ বেদীতে ফুল দেয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। নিউইয়র্ক সময় একুশের প্রথম প্রহরে রোববার ১২টা ১ মিনিটে মামুন'স টিউটোরিয়ালে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। একে একে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আয়োজক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ অন্যান্যরা।

আয়োজক সংগঠন গুলো হচ্ছে: বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস, বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটি, বাংলাদেশী-আমেরিকান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটি, বাংলাদেশী কমিউনিটি অব নর্থ ব্রঙ্কস, ব্রঙ্কস বাংলাদেশী উইমেন্স এসোসিয়েশন, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন, আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ইউএসএ, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন অব আমেরিকা ইনক, রংধনু সোসাইটি অব ব্রঙ্কস, আমেরিকা বাংলাদেশ মাল্টিমিডিয়া, সুনামগঞ্জ সোসাইটি অব আমেরিকা ইনক, নবীগঞ্জ থানা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক, দিরাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক ও কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ ইনক।

'টুকু-মুনির' নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র একুশ উদযাপন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে 'টুকু-মুনির' নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) মহান একুশে ফেব্রুয়ারী তথা আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস উদযাপন করেছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোবার দিবাগত রাতে একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২টা ১ মিনিটে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ বেদিতে 'টুকু-মুনির' নেতৃত্বাধীন জেবিবিএ'র সভাপতি মাহবুবর রহমান টুকু, সহ সভাপতি সুলতান আহমেদ ও মোঃ সোলেয়মান আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন এবং দপ্তর সম্পাদক রাম কে সাহা (অপু) পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।









বাফা'র ষষ্ঠ বারের মত একুশ উদযাপন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস (বাফা) ষষ্ঠ বারের মত প্রভাতফেরির মধ্য দিয়ে উদযাপন করেছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারী তথা আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার সকালে প্রভাত ফেরি, শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করে বাফা।

নতুন প্রজন্মের ব্যাপক অংশগ্রহণে বাঙালী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজারের বাফা কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রভাতফেরিটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাফা'র কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। একুশের গান গেয়ে ফুল হাতে প্রথমে বাফা'র নির্বাহী পরিচালক মারজিয়া স্মৃতির নেতৃত্বে বাফার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর এক এক করে শহীদ মিনারে পুস্পমাল্য অর্পন করেন নতুন প্রজন্ম, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

বাফা'র নির্বাহী পরিচালক মারজিয়া স্মৃতির সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রভাতফেরীতে সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের সদস্য ফারজানা ইয়াসমিন, জান্নাতুল আরা, মনিরা নূর, শান্তনুর রহমান ও আফতাব উজ্জামান স্পন্দন। এছাড়াও সহযোগিতায় ছিল কমিউনিটি বোর্ড ৯।

প্রভাতফেরী শেষে বাফা সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

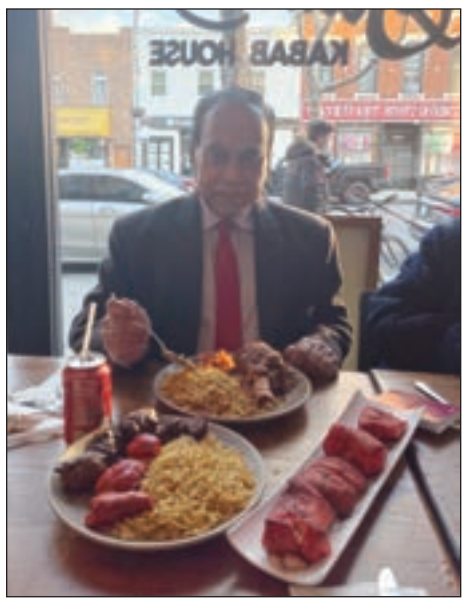
কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ ও গোলাম মোস্তফার পরিচলনায় এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় অ্যাসেম্বীওম্যান কারিনাজ রেইজ, সিটি কাউন্সিলওম্যান আমান্ডা ফারিয়াজ, বাফা'র উদ্যোক্তা ফরিদা ইয়াসমীন, কমিউনিটি নেতা আব্দুস শহীদ, রাজনীতিক আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাবাজার বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী জাকি, সহ সভাপতি মো. খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান লিংকন, রাসেল রহমান সহ কমিউনিটি'র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরে শামীম আরা বেগমের পরিচালনায় বাফা'র শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বাফা'র সদস্যরা কবিতা আবৃত্তি, দেশের গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। মারজিয়া স্মৃতির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে বাফা'র শিক্ষার্থীরা। সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন শুক্লা রায়, সুলতানা ফিরদৌসী, শেলি জামান খান, পারভীন সুলতান, তাহরিনা প্রীতি, বেনজির শিকদার, গেলাম মোস্তফা, রনি আহমেদ, জান্নাতুল আরা, গোপন সাহা ও ক্লারা রোজারিও।

আফতাব উজ্জামান স্পন্দনের পরিচালনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃস্টিনা লিপি রোজারিও, মেরিস্টেলা আহমেদ শ্যামলী, মুক্তা ধর, টিপু খান, প্যাট্রিক রোজারিও, সুতপা মন্ডল, নুসরাত জাহান এলিন ও শম্পা রহমান। নাট্যাংশে ছিলেন শীতেস ধর।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারীর উষালগ্নে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার প্রভাতফেরির মত এই প্রবাসেও একইভাবে শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। তারা বলেন, প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে ভাষা আন্দোলন তথা বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য জানাতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে এমন আয়োজন। অমর একুশের আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসে বাফার এ আয়োজন মূলধারায়ও নতুন বার্তা দেবে।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কে বাফা'ই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা ২১ ফেব্রুয়ারী প্রভাতফেরির মাধ্যমে ষষ্ঠ বারের মত একুশ উদযাপন করলো।



নিউইয়র্ক শহরে ওজবেক খাবার

(শেষের পাতার)

লাগমান, সমুচা.....খাবারের নামগুলোও যেন জিভে জল নিয়ে আসে, আর এগুলোর গন্ধ নাকে এলে নিজেকে সংবরণ করাই মুশকিল হয়ে যেতে পারে আপনার।

বেশির ভাগ ঐতিহ্যবাহী উজবেক খাবার রান্নারই আছে কয়েক শতাব্দীর পুরোনো ইতিহাস। তুর্কি, কাজাখ, তাতার ও মঙ্গল প্রভাবের সঙ্গে স্থানীয় বাবুর্চিগিরির মুন-শিয়ানায় এসব খাবারের বৈচিত্র্য আপনাকে অভিভূত করবে। এমনকি একটি প্রাত্যহিক উজবেক ডিশেও এত পদের খাবার থাকে যে আপনি চমকে উঠতে পারেন। টেবিলের এ মাথায় তা হয়তো শুরু হবে মিষ্টি, ফল আর সালাদ দিয়ে, এরপর আসবে স্যুপের পালা। বহু ধরনের স্যুপের মধ্যে জনপ্রিয় দুটি হলো শুরপা আর মাস্তাভা। আপনার পেট ইতিমধ্যেই ভরে গেলে আপনি হিসাব কষতে খুবই ভুল করেছেন! কেননা এবার আসবে আসল ডিশ-মান্টি, লাগমান, সাসলিক বা পোলাও।

সুগন্ধি চালের সঙ্গে ভেড়ার মাংস, পেঁয়াজ, গাজর ইত্যাদি দিয়ে রান্না করা এ খাবারের স্বাদ বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

মধ্য এশিয়ান খাবার এখন স্থানীয় মানুষের রসনা পূরণ করে বিশ্বের ধনী শহরগুলোর ভোজনরসিকদেরও তৃপ্তি মিটাচ্ছে। নিউইয়র্কে মধ্য এশিয়ান দেশ যেমন কাজাকিস্তান, কিরগিজস্থান, তাজিকিস্তান তুর্কমেন এবং উজবেক মানুষ বসবাস করেন। এরা দেশ থেকে দূরে থেকেও দেশের খাবারের স্বাদ উপভোগ করেন। যারা ভোজন রসিক তারা মজাদার খাবারের খুঁজে এদিক সেদিক ঢুঁ মারেন। তাদেরকে এবার আমি নিয়ে যাব একটি উজবেক রেস্টুরেন্টে।

নিউইয়র্কের ব্রুকলীনের একটি রেস্তোরার নাম নার্গিস ক্যাফে। এটি একটি অথেনটিক উজবেক রেস্টুরেন্ট। এখানে উজবেকিস্থান সহ সেন্ট্রাল এশিয়ার নানা রকম খাবার পাওয়া যায়- একজন উজবেক এটি পরিচালনা করেন। খাবারের তালিকায় মাংস ও সবজিসহ ঘিয়ে রাঁধা পোলাও, মাস্তি, সামসা, লাগম্যান-সহ মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য খাবার রয়েছে। ঠিকানাঃ ১৬৬৫ শিপ হুড বে রোড, ব্রুকলীন। ফোনঃ৭১৮ ৮৭২ ৭৮৮৮।

গতানুগতিক পোলাও কিংবা বিরিয়ানি থেকে একটু আলাদা কিন্তু খেতে অসাধারণ একটি আইটেম হচ্ছে 'উজবেক পোলাও।' এটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশ উজবেকিস্তানের একটি আইটেম। স্থানীয়ভাবে এটি সিগনেচার ডিশ হিসেবে পরিচিত।

ইয়র্কের উজবেক রেস্টুরেন্টগুলোও প্রবাসী উজবেকদের মিলনস্থল। এ যেন বিদেশের বুকে মাতৃভুমিকে খুঁজে পাওয়া। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২০ হাজার উজবেক বসবাস করেন। এদের বেশিরভাগই থাকেন নিউইয়র্কে, বিশেষ করে কুইন্স এবং ব্রুকলীনে। আর অল্প কিছুজন বাস করেন অ্যারিজোনাতে।

ঐতিহ্যবাহী উজবেক পোলাও, যাতে ভাত, গাজরকুচি, পেঁয়াজ, ভেড়ার মাংসসহ নানা পদের মশলা থাকে।

ব্রুকলীনে মধ্য এশিয়ার খাবার পরিবেশন করে এমন আরেকটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এটির নাম চাইহোনা সালম। নার্গিসের প্রতিদ্বন্দ্বী এটি। রেস্টুরেন্টের দুজন মালিকের নাম যথাক্রমে মালিকমুরাট খোজিমাটভ এবং ফরিদা গানিয়েভ। তাদের ওখানে তাশখন্দ (উজবেকিস্তানের রাজধানী) তথা উজবেকিস্তান পৃথিবী বিখ্যাত পোলাও পাওয়া যায়।

চাইহোনা সালম-এর পোলাও নার্গিসের পোলাওয়ের চেয়ে আলাদা। এতে ভাতের ওপরে ভেড়ার মাংসের বড়ো বড়ো টুকরো, ডাইস করে কাটা গাজর এবং উপরের দিকে সুন্দর করে ডিম সাজিয়ে রাখা থাকে। তাদের ঠিকানাঃ ১৬৫২ শিপহেড বে রোড, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক-১১২৩৫ (ফোনঃ ৭১৮ ৩৩২ ২২০০)।

লং আইল্যান্ড সিটির সামি'স কাবাব হাউসের দুটি শাখায়ই উজবেক হালাল খাবার পাওয়া যায়। তাদের ওখানে উজবেক-কাবুল পোলাও ছাড়াও নানা পদের কাবাব পাওয়া যায়। শাখা দুটির ঠিকানাঃ ৩৫-৫৭ ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এবং৪৭-৩৮ ভার্নন রোড)।

উল্লেখ্য, সব উজবেক রেস্টুরেন্টের খাবারই হালাল।







বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022

আমাদের মিট প্রোডাক্ট হালাল

(শেষের পাতার পর)

এবং তড়িঘড়ির কারনে টাইসন ব্র্যান্ড-এর চিকেন সরবরাহ হয়, যা পরবর্তীতে আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবী করে বলেছে- দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বিশ্বস্থতার সাথে ব্যবসা করে আসছে। আমাদের ক্রেতাদের সাথে সম্পর্কও ভালো। এই দীর্ঘ সময়ে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি। তাদের দাবী- আমরা টাইসন ব্র্যান্ডের কোন সামগ্রী বিক্রি করি না।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে জনৈক ক্রেতা জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট-এ বাজার করতে গিয়ে টাইসন ব্র্যান্ড-এর চিকেন বিক্রি করতে দেখেন। এসময় তিনি ভিডিও করেন এবং প্রিমিয়াম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঘটনার সময় উভয়ের মধ্যে বাক-বিতন্ডাও হতে দেখা যায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে।





অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'। অমর একুশে মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ স্ট্রিট ও হোমলন স্ট্রীটের কর্ণারে নতুন সড়কটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো। হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে সোমবার (২১ ফেব্রুয়ারী) অপরাহ্নে নাম ফলক উন্মোচন করে সড়কটি উদ্বোধন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সড়টি উদ্বোধনের আগে ঐ স্থানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাগত রাখেন এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, সিটি কাউন্সিলওম্যান নানতাসা উইলিয়াম, কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী মেলিন্ডা কার্টজ, কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ আমানুল্লাহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ভাষা শহীদদের সম্মানে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও চিন্ময় সেন্টারের শিল্পীরা বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত এবং আমর একুশের গান 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' পরিবেশন করেন। জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক আল আমীন রাসেল কাউন্সিলমান জিম জিনারোকে পুষ্পস্তবক ও ক্রেষ্ট প্রদান করেন।

তবে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যেভাবে বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো তা কারো কাম্য ছিলো না। অনুষ্ঠানটি আরো ভালো ও সুন্দর হতে পারতো। আর এই না পারাটা কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের অনৈক্য বলেই সচেতন প্রবাসীরা মন্তব্য করেছেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরো অভিমত জ্যামাইকায় 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ আর প্রবাসী বাংলাদেশীদের মান-মর্যাদা, স্বীকৃতি আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। এখন প্রবাসীদের দাবী নিউইয়র্কে স্থায়ী শহীদ মিনার।

এদিকে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানটি এক পর্যায়ে বন্ধ করে দেয়ারও হুমকি দেন কাউন্সিরশ্যান জিম জেনারো। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য আর নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা দেখে ত্যক্ত-বিরক্ত হন কাউন্সিলম্যান স্বয়ং। অপরদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই বেলা ২টার দিকে জ্যামাইকার বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি পক্ষ মাইক্রোফোন হাতে অনানুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য শুরু করে দেন। এতে অনুষ্ঠানের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবুর উপস্থাপনায় অনির্ধারিত এই পর্বে কমিউনিটি নেতা নাসির আলী খান পল, মোর্শেদ আলম, ফর্মাসিস্ট নূর উদ্দিন, ফখরুল আলম, বাহলুল সৈয়দ উজ্জল প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো অনুষ্ঠান স্থলে আসার পর অনুষ্ঠানিকভাবে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর মুহূর্তে নেতৃবৃন্দসহ প্রবাসীদের ঠেলাঠেলি আর মঞ্চ দখলের মতো অবস্থানে এক পর্যায়ে কাউন্সিলম্যান জিম জেনারোকে সিটি পুলিশের সাহায্য নিতে হয়। তার আগে একবার এখানে আরেকবার ওখানে মঞ্চ স্থানের ঘটনা ঘটে। সব মিলিয়ে এক হ-য-ব-র-ল আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পুলিশ বেষ্টনীতে আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষে জিম জিনারো সড়কটির নাম ফলক উন্মোচন করেন।

এদিকে 'লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ সকাল থেকেই অনুষ্ঠানস্থলে সমবেত হতে থাকেন। অনুষ্ঠান স্থলে স্থাপন করা হয় অস্থায়ী শহীদ মিনার। যা দেশী-বিদেশী সকলের নজর কাড়ে। টাঙানো হয় একুশ স্মরণে ব্যানার। জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, জ্যামাইকা থিয়েটার প্রভৃতি সংগঠনের উদ্যোগে ব্যানার, ফেস্টুন ছাড়াও বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় পতাকা হাতে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

মুক্তধারা নিউইয়র্ক এর বইমেলার সাথে যুক্ত হচ্ছে

(শেষের পাতার পর)

জানিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, আগামীতে বহির্বিশ্বে বাংলা বইমেলার প্রসার ঘটাতে মুক্তধারা নিউইয়র্ক এর আয়োজিত বই মেলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত 'বহির্বিশ্বে বাংলা বইমেলা ও মুক্তধারা নিউইয়র্ক' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অভিবাসী বাঙালী সমাজ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলা ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুক্তধারা নিউইয়র্ক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমেরিকায় প্রতি বছর নিউ ইয়র্ক বইমেলা ও বাংলাদেশ উৎসব এর আয়োজন করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। এই বই মেলা ঘিরে আমেরিকায় প্রতিবছর বাঙালী লেখক, প্রকাশক ও পাঠকের মহামিলন ও চিন্তার যোগসূত্র তৈরি হয়। দীর্ঘ ৩০ বছরের পথ চলায় প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা, বাংলা বইয়ের প্রচার, বাংলা ভাষার প্রসার এবং দেশের বাইরে বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়ানোর জন্য মুক্তধারা নিউ ইয়র্কের রয়েছে বিশেষ অবদান। মুক্তধারা নিউ ইয়র্কের এই অবদানের কথা স্বীকার করে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বহির্বিশ্বে বাংলা বইমেলা ও মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক' শীর্ষক আলোচনা সভা। শাহ গ্রুপ এর সহযোগিতায় ২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন- নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, অর্থনীতিবিদ ড. আতিয়ার রহমান, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবি ও কথাসাহিত্যিক ইকবাল হাসান, বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ফরিদ আহমেদ, শিল্পী ও সাংবাদিক নবনীতা চৌধুরী ও নাট্যকর্মী ও গবেষক বাবুল বিশ্বাস।

স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক শাহ মো: সানাউল হক। কবি ইউসুফ রেজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান ও কবি শ্যামসুন্দর শিকদার।

আলোচকদের প্রায় সকলেই বহির্বিশ্বে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক তথা মুক্তধারা ফাউন্ডেশন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহার নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অর্থনীতিবিদ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. আতিয়ার রহমান ও কথাসাহিত্যিক ও কবি ইকবাল হাসান তাদের বক্তব্যে বহির্বিশ্বে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানান।

বক্তারা বলেন, ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও বাংলা বইমেলা আয়োজনের মাধ্যমে মুক্তধারা নিউইয়র্ক এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ৩০ বছরের পথচলায় প্রতিষ্ঠানটি যেমন ফাউন্ডেশনের রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় উত্তির্ণ হয়েছে। উত্তর আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে বাংলা ভাষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার পেছনে এই ফাউন্ডেশনের অবদান রয়েছে।

মুক্তধারা নিউইয়র্ক ১৯৯৬ সালে আমেরিকার মূলধারার ৪০টি লাইব্রেরিতে বাংলা বই পাঠানো শুরু করে। ২০০০ সালে বিশ্বজিত সাহার পরিকল্পনা ও প্রয়াত লেখক ড. হুমায়ুন আজাদের রচনায় প্রকাশিত হয় "Our Beautiful Bangladesh" গ্রন্থ। যা অভিবাসী বাংলাদেশী সমাজের সাথে নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধনের কাজ করে।

মুক্তধারা নিউ ইয়র্ক ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহার উদ্যোগ ও প্রস্তাবনায় ২০০৫ সালে বহির্বিশ্বের ৩৬টি দেশের বাঙালীদের নিয়ে নিউইয়র্কের ম্যানহাটান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্বব্যাপী বাংলা ও বাঙালী' বিষয়ক অনুষ্ঠান। তাছাড়া ২০১২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি-কে নিউইয়র্কের স্টেট সিনেটর হোজে পেরাল্টা কর্তৃক উত্থাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর রেজুলেশন হিসেবে পাশ করে। ইউনেস্কো ও জাতিসংঘের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির বড় অর্জন। ২০১৫ সালে নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর কর্তৃক "আন্তর্জাতিক বাংলা সপ্তাহ" ঘোষণা। জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয় অবিনাশী শব্দরাশির "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর ভাস্কর্য"। একই বছর তাঁরই আবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ডাক বিভাগ মাসব্যাপী বিশেষ স্মারক ডাক চিহ্ন চালু করে।



নিউইয়র্কে তিনবাংলা'র ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'অমর একুশে' উদযাপন

সদ্য প্রয়াত লতা-সন্ধ্যা-বাপী লাহিড়ীকে শ্রদ্ধা



নিউইয়র্ক: অমর একুশে ও সংগঠনের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে 'তিনবাংলা'। নিউইয়র্কস্থ ইউএসএ কমিটি আয়োজন করে কথা-কবিতা-গানের। সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী লতা-সন্ধ্য ও বাপী লাহিড়ী'কেও স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধক ছিলেন গ্লোবাল সভাপতি কবি সালেম সুলেরী। সভাপতিত্ব করেন তিনবাংলা ইউএসএ'র সভাপতি নার্গিস আহমেদ। সঞ্চালনায় সাধারণ সম্পাদক রওশন হাসান।

অনুষ্ঠানে 'তিনবাংলা' সংগঠন ও পাঁচ সংগঠকের জন্মতিথি পালিত হয়। প্রেসিডিয়াম সদস্য আবু খালিকুজ্জামান, শরীফ মাহবুবুল আলম, আজিজুল হক, 'মিস ইন্টারন্যাশনাল' শামসুন এলিট, কবি রওশন হাসান প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০০৩-এর ১৯ ফেব্রুয়ারী তিনবাংলা'র প্রতিষ্ঠাকাল। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে জন্মগ্রহণকারী পাঁচ সংস্কৃতিসেবীও পান জন্মতিথির শুভেচ্ছা। অনুষ্ঠানে সভাপতির নেতৃত্বে কেককাটা ও উত্তরীয় পরানো হয়।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশীষ দেবরায়, রোজী আজাদ। দেশ-প্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি করেন আখতার নাসিমা, আজিজুল হক। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শেলী জামান খান ও ফিরদৌসী সুলতানা। মৃত্যুবরণকারী ও প্রয়াতদের স্মরণে কবিতা পড়েন সালেম সুলেরী। কবি রওশন হাসানও কাব্যশ্রদ্ধা জানান। বাংলাদেশ থেকে ভাষার কবিতা শোনান সায়েজ বদরুল। 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো' গানটি ছিলো সর্বশেষ পরিবেশনা।

উদ্বোধনীতে তিনবাংলা'র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলেন কবি সালেম সুলেরী। ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে তিনবাংলা'র জন্ম বলে জানান। কিংবদন্তী ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন তাতে ছিলেন প্রধান অতিথি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত পাঁচ কৃতবিদ্য। কবি আসাদ চৌধুরী, আল মুজাহিদী, নির্মলেন্দু গুণ, সুকুমার বড়ুয়া ও বাংলা একাডেমি'র বর্তমান মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। ভারত-বাংলা থেকে পাঁচজন কৃতী লেখক অংশ নেন। সর্বকবি শ্যামলকান্তি দাশ, অমৃত মাইতি, প্রয়াত অপূর্ব দত্ত। এছাড়া লেখক-সাংবাদিক রতনতনু ঘাটী, দীপ মুখোপাধ্যায়। কবি সুলেরী বলেন আমি গর্বিত যে, সভাটিতে সভাপতিত্ব করেছিলাম।

স্বাগত বক্তব্যে আবু খালিকুজ্জামান বলেন, 'তিনবাংলা' ধন্য। সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষা-প্রেমিকদের এটি আধুনিক আশ্রয়স্থল। আমরা এটিকে আরও কার্যকর করার প্রয়াস চালাচ্ছি। শিশু সাহিত্যিক শরীফ মাহবুব বলেন, আমরা হতাশ নই। প্রবাস উপযোগী অসংখ্য কাজ করে চলেছি। প্রেসিডিয়াম সদস্য আজিজুক হক বলেন, বিষয়টি অভিনব। 'তিনবাংলা' আর আমাদের পাঁচজনের জন্মতিথি একযোগে উদযাপিত।

নার্গিস আহমেদ বলেন, করোনাকালেও আমরা সক্রিয়। 'মাস্ক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা', সাহিত্য কর্মশালা করেছি। কে কতোটা নিতে পারলেন তা যার যার বিষয়। 'টিভি তিনবাংলা' আমাদের সেতুবন্ধ পোর্টাল। এটির মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে ছুঁয়ে থাকার কার্যক্রম চলছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



কমিউনিটিকে অপমানের অভিযোগ

(শেষের পাতার পর)

কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোর বিরুদ্ধে। সেই সাথে অভিযোগ উঠেছে কাউন্সিম্যান জিম এফ জিনারো অনুষ্ঠানটি 'হাইজ্যাক' করে নিজের মতো করে পরিচালনা করেছেন, যা কারো কাম্য ছিলো না। অব্যবস্থাপনা, বিশৃঙ্খলা সহ সার্বিক বিষয়টি জিম জিনারোকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা ছাড়াও প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিজয়-কে সেলিব্রেট করা হবে। পাশাপাশি নিউইয়র্ক সিটির আগামী নির্বাচনে কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী নির্বাচিত করার ব্যাপারে কমিউনিটির ঐক্যেও বিকল্প নেই বলে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি ক্যাফেতে শুক্রবার (২৫ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় আয়োজিত 'মিট দ্যা প্রেস' অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। এদিকে হোমলন স্ট্রীট নয়, হিলসাইড এভিনিউ-ই 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ' নামে প্রতিকী নামকরণ করা হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানিয়ে বলা হয়, অসাবধানতাবশত: হোমলন স্ট্রীটটি 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ' হিসেবে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং সাইনটিও ভুলভাবে টাঙানো হয়। যা কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোকে অবহিত করা হয়েছে এবং অতি দ্রুত সাইনটি ঠিক করা হবে।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারী 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরো কমিউনিটি অপমানিত হয়েছে। অব্যবস্থাপনা আর বিশৃঙ্খলায় অনুষ্ঠানটি না হয়ে আরো সুন্দর ও স্বার্থক অনুষ্ঠান হতে পারতো। আর এই না পারার ব্যর্থনা আমাদের কমিউনিটির অনৈক্য। অথচ নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা বাংলাদেশী অধ্যুষিত অগ্রসরমান কমিউনিটি। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশীদের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ মাথায় রেখে কমিউনিটির ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি বৃদ্ধিও পাশাপাশি ভোটার সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে মেইন স্ট্রীম রাজনীতিতে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের ভয়েজও প্রকারান্তরে জোদার হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় মূলধারার রাজনীতিকরা ভোটের মূল্য দিতে শিখেছেন। আজ আমেরিকানদের মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশ, বাঙালী জাতির ব্যাপারে জানতে পারছে। যেটা ৩০ বছর আগে ছিলো না। কিন্তু একজন বাংলাদেশী হিসেবে 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজে অপমানিত হয়েছি। তাই আগামী দিনে কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনৈক্য নয়, মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশীদের পথ সসংহত হবে তারই প্রেক্ষপট তৈরীর জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান। তিনি বলেন, আগামী দিনে সিটি কাউন্সিলে আমরা আরো শাহানা হানিফ চাই। নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশীই আমাদের মূল লক্ষ্য।

প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মূল আলোচনায় অংশ নেন মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং ইউনিয়ন নেতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন ও ফার্মাসিস্ট আওয়াল সিদ্দিকী। 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনে কাউন্সিলম্যানের অফিসের সাথে সমন্বয়কারী (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.
Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special
সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International
Emirates
Bahalul Syed (uzzal)
President
স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স
Emirates ETIHAD SAUDIA QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SINGAPORE AIRLINES AmericanAirlines
DESIGN & PRINTING
• BANNER • FLYER • MAGAZINE
• POSTER • CALENDAR • BUSINESS CARD
PASSPORT PHOTO
168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাধারণ পরিষদ সভাপতির বৈঠক

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ, তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ও ফলপ্রসু নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (পিজিএ) আব্দুল্লাহ শাহিদ। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ওজন পার্কের বাসিন্দা ড. বিপ্লব লিওনার্ড দাশের পুত্র স্কুলে জনৈক এক ছাত্রের আঘাতে আহত হয়েছেন। ঘটনাটি-কে তিনি হেইট ক্রাইম হিসেবে অভিযোগ করছেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ১০১-০১ রকওয়ে বুলুভার্ডস্থ জন (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

মুক্তধারা নিউইয়র্ক এর বইমেলার সাথে যুক্ত হচ্ছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদের নিউইয়র্ক বইমেলায় যোগ দেয়ার আহ্বান (বাকি অংশ ৪৬পাতায়)

নিউইয়র্ক শহরে ওজবেক খাবার



হাবিব রহমানঃ আতিথেয়তায় মধ্য এশিয়ার মানুষের রয়েছে তুমুল খ্যাতি। খাওয়া যায় এমন হেন খাবার নেই, যা তারা ঘরে রাঁধেন না। উজবেক পোলাও, মান্টি, পর)শুরপা, সাসলিক, (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

মিজানুর রহমান ওয়ে, বাংলা বাজার, জেএমসি ওয়ে, লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ

নিউইয়র্কে চাই স্থায়ী শহীদ মিনার



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ছে মূলধারায় অংশগ্রহণ, বাড়ছে অধিকার, এগিয়ে চলেছে প্রবাসীরা। সেই সাথে সাফল্য এসেছে নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহানা হানিফ আর কুইন্স কাউন্টির ডিষ্ট্রিক্ট জজ পদে সোমা সাইদ-এর জয়। সিটির ৫ বরোর বিভিন্ন কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদে দায়িত্ব করছেন দুই ডজনাধিক বাংলাদেশী। এদিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দাবীর পাশাপাশি কমিউনিটি ও বাংলাদেশ-এর মর্যাদার প্রশ্নে সিটিতে বাড়ছে বিভিন্ন সড়কের নামকরণ। ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে মিজানুর রহমান ওয়ে, (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

লাকসাম ফাউন্ডেশনর উদ্যোগে মন্ত্রী তাজুল ইসলাম সংবর্ধিত

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের ইউএসএ'র উদ্যোগে লাকসামের কৃতি সন্তান, বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম, এমপি'র নিউইয়র্কে আগমণ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দিয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় এই (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট কর্তৃপক্ষের দাবী

আমাদের মিট প্রোডাক্ট হালাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ প্রিমিয়াম সুপার মার্কেট-এ 'হালাল বহির্ভূত চিকেন' বিক্রি সংক্রান্ত একজন ক্রেতার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর মার্কেট কর্তৃপক্ষের দাবী আমাদের মিট প্রোডাক্ট সবই হালাল। এনিয়ে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই। তারা বলেন, আমাদের মার্কেটে মালামাল সরবারহ করার সময় অসাবধানত (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়

জ্যামাইকায় 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ'

কমিউনিটিকে অপমানের অভিযোগ





মিট দ্যা প্রেসে বক্তব্য রাখছেন নারিখ আলী খান পল (মাঝে) ও আনোয়ার হোসেন (ডানে)

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ অমর একুশে মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় একটি সড়কের নামকরণ 'লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের অনৈক্যর সুযোগে পুরো কমিউনিটিকে অপমানিত করার অভিযোগ উঠেছে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ফাহাদ সোলায়মান কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের ডেলিগেট



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশী কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ ফাহাদ সোলায়মান। তিনি (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

মোহাম্মদ আলী কমিউনিটি এফেয়ার্স লিয়াজন পদে মনোনীত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও প্রবাসের বৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি'র (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



ইয়েলো সোসাইটির নির্বাচন ১ মার্চ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশী ক্যাবীদের প্রথম সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক এর নির্বাচন আগামী ১ মার্চ মঙ্গলবার। এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)



"আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি"

জাফর আহমাদ

বিভীষিকাময় হাশরের মাঠ, আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোথাও সামান্যতম ছায়ার ব্যবস্থা নেই, তৃষ্ণার্থ মানুষ পানির জন্য (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

খেলার খবর

ইউক্রেন রক্ষায় যুদ্ধে কিংবদন্তি দুই বক্সার

স্পোর্টস ডেস্ক: রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে মাতৃভূমি ইউক্রেনের রক্ষায় যুদ্ধে নামার ঘোষণা দিলেন সাবেক বিশ্বসেরা বক্সার ভিতালি ক্লিৎসকো। অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন এ বক্সার। তার সঙ্গে ভাই 'হল অব ফেম' বক্সার ভ্লাদিমির (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

হেলথ টিপস

পানি পানে স্মরণশক্তি বাড়ে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঘুম থেকে ওঠার পর দৈনিক ৩-৪ গ্লাস পানি শরীরের রিহাইড্রেশনের জন্য দরকার। ঘুম থেকে উঠে এক গ্লাস পানি পানে স্মরণশক্তি বাড়ে ও মানসিক (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বিনোদন

দুই দিনেই ২৩ কোটি আয়

বিনোদন ডেস্ক: 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি' সিনেমা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। সঞ্জয়লীলা বানসালি পরিচালিত সিনেমাটি এরই মধ্যে দুর্দান্ত সূচনা (বাকি অংশ ৩৭পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

ASHIF CHAWDHURY
Licensed Realtor
Buy Rent Sell
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2Fl
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com